কারামতে আহমদ্দিয়া

বা

একখানা বিজ্ঞাপন রদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতেঅদ্দিন, ইমামুল হুদা,
হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ্ সুফী
আহলাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

বশিরহাট মাওলানাবাগ 'নবনূর প্রেস''
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কারামতে আহমদিয়া
বা
একখানা বিজ্ঞাপন রদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ঈমামুল হুদা,
হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা-

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, মুবাল্লিগ,ফকিহ, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা-

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস' হইতে মুদ্রিত
তৃতীয় মুদ্রন ২০০৫

মুদ্রণ মূল্য ৭৫ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মোজাদ্দেদ হওয়ার মর্ম্ম	৩
২। হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরিলি ছাহেবের মোজদ্দেদ হওয়ার দলীল	৮
৩। মোজাদ্দেদের আবির্ভাব-	১২
৪। হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের প্রতি অহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ	১৪
৫। ছৈয়দ মোজাদ্দেদ ছাহেবের এলমের অবস্থা	১৮
৬। ছৈয়দ ছাহেবের খলিফাগণের তালিকা	২৬
৭। হজরত মোজাদ্দেদ ছৈয়দ ছাহেবের এলমে লাদুন্নির অবস্থা-	৩০
৮। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের কারামত	৩৬
৯। এজহারোল হক (মৌলবি শাহাবুদ্দিন ছাহেবের বিজ্ঞাপন রদ-	৫১
১০। মাওলানা মোহম্মদ আলি ছাহেবের উক্তি খণ্ডন	

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

কারামতে আহমদিয়া
বা
একখানা বিজ্ঞাপন রদ

মেশকাত ৩৬ পৃষ্ঠা -

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل
يبعث الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد
لها دينها رواه ابوداؤد ☆

“(জনাব) রাছুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম) বলিয়াছেন, নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে এরূপ লোক পয়দা করিবেন যিনি (বা যাহারা) তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সঞ্জিবিত (তাজা) করিবেন। আবুদাউদ এই হাদিসটি রেওয়াইয়াত করিয়াছেন।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ১/২৪৭/২৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথমে কিম্বা শেষভাগে যখন এল্ম ও সুন্নত কমিয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা ও বেদয়াত বৃদ্ধি হইবে, তখন এরূপ লোক পয়দা হইবেন, তাঁহারা বেদয়াত হইতে সুন্নতকে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিবেন, এল্মের উন্নতি সাধন ও আলেমগণের সমাদর করিবেন, বেদয়াত ধ্বংস ও বেদয়াত প্রচারকগণকে পরাজিত করিবেন। জমেয়োল ওছুল প্রণেতা বলিয়াছেন,

আলেমগণ এই হাদিসের মর্ম্ম নির্ব্বাচনে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বমজহাবাবলম্বী আলেমকে উহার লক্ষ্যস্থল বলিয়া ইশারা করিয়াছেন, কিন্তু হাদিসটির মর্ম্ম সাধারণ ভাবে গ্রহণ করাই উত্তম, কেননা আরবি مَنْ শব্দ যেরূপ এক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ একদল লোকের উপর প্রয়োগ করা হয়। কেবল ফকিহ্গণকে এই হাদিসের লক্ষ্যস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে না কারণ যদিও তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই উম্মতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তথাচ হাকেমগণ, হাদিস তত্ত্ববিদগণ, কারীগণ, উপদেষ্টাগণ ও পীর দরবেশগণের দ্বারাও তাহাদের বহু কল্যাণ সাধিত হয়, কেননা দীন ও রাজ্য পরিচালনার আইন কানুনের রক্ষণাবেক্ষনের এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার ভার হাকেমগণের উপর অর্পিত রহিয়াছে। কারীগণের দ্বারা কোরআণ পাঠের নিয়ম কানুন ও হাদিস তত্ত্ববিদ্গণের দ্বারা শরিয়তের দলিল স্বরূপ হাদিস সমূহ সুরক্ষিত থাকে। উপদেশক আলেমগণ (এবং পীর দরবেশগণ) ওয়াজ নসিহত করিয়া এবং পরহেজগারির উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাকার উৎসাহ দিয়া উম্মতের উপকার সাধন করেন, কিন্তু যিনি এই জন্য প্রেরিত হইবেন, তিনি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ে প্রসিদ্ধ হইবেন, ইহাই অপরিহার্য্য শর্ত্ত এবনে হাজার কেবল শফেয়ি ফকিহ্গণকে মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত করিয়া এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি তিনি তাঁহার শিক্ষক শেখ জিকরিয়াকে মোজাদ্দেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ তিনি শরিয়তের এল্মের কোন বিষয়ের সংস্কার সাধন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়না অবশ্য আমার শিক্ষক জালালুদ্দিন ছইউতি মোজদ্দেদ হইবার উপযুক্ত আমার নিকট সমধিক যুক্তিযুক্ত মত এই যে, মোজাদ্দেদ এক ব্যক্তি হওয়া জরুরি নহে, বরং তাঁহারা একদল হইবেন যাঁহাদের প্রত্যেকে কোন শহরে মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা বা লেখনী দ্বারা শরিয়তের এল্মের কোন এক বিষয়ের বা কয়েকটি বিষয়ের সংস্কার সাধন করিবেন।"

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবি 'মজমুয়া-ফাতওয়া'র ২/১৫১/১৫২ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দিন ছইউতি ও এবনো-আছির হইতে উপরোক্ত মতের সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ হওয়া জরুরি

নহে, বরং একাধিক মোজাদ্দেদ হইতে পারেন, আর এই দীনের সংস্কারক মোজাদ্দেদ কেবল ফকিহ্গণ হইবেন, তাহা নহে, বরং মোহাদ্দেছগণ, শরিয়তের হাকেমগণ, কারিগণ, উপদেশকগণ এবং তরিকত পন্থী পীর দরবেশগণ মোজাদ্দেদ হইবেন; কারণ তাঁহাদের দ্বারাও দীনের বহু উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত হাদিসে এইরূপ একদল প্রসিদ্ধ বোজর্গের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে যাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দীনের সংস্কার সাধন ও রক্ষনাবেক্ষন করিতে থাকিবেন।

তৎপরে তিনি এমাম এবনে হাজার আস্কালানি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ''প্রথম শতাব্দীতে খলিফা ওমার বেনে আব্দুল আজিজ, দ্বিতীয় শতাব্দীতে এমাম শফেয়ি, তৃতীয় শতাব্দীতে কাজি আবুল আব্বাস এবনে ছোরাএজ, আবুল হাছান আসয়ারি ও মোহাম্মদ বেনে জরির তাবরি, চতুর্থ শতাব্দীতে আবুবকর বাকেল্লানি ও আবুত্তাইয়েব ছো'লুকী প্রভৃতি, পঞ্চম শতাব্দীতে এমাম গাজ্জালী, ষষ্ঠ শতাব্দীতে এমাম ফখরদ্দিন রাজি, সপ্তম শতাব্দীতে তকিউদ্দিন এবনে দকিকাল ইদ, অষ্টম শতাব্দীতে জয়নদ্দিন এরাকি, শামছদ্দিন জাজরি ও সেরাজ উদ্দিন বলকিনি ও নবম শতাব্দীতে জালালুদ্দিন ছইউতি ও শামছদ্দিন ছাখারি মোজদ্দেদ হইয়াছিলেন! খোলাছাতোল আছরে উল্লিখিত হইয়াছে যে দশম শতাব্দীতে শেহাবদ্দিন রামালি ও মোল্লা আলি কারি মোজাদ্দেদ হইয়াছিলেন।''

পাঠক, ইতিপূর্বে আপনি অবগত হইয়াছেন যে, এমাম এবনে হাজার, শফেয়ী মজহাববলম্বী ছিলেন, কাজেই তিনি খলিফা ওমার বেনে আব্দুল আজিজ ব্যতীত সমস্ত শফেয়ি ফকিহ্কে মোজাদ্দেদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু মালেকি, হানাফি ও হাম্বলি ফকিহ্গণের কথা একেবারে উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ মোহাদ্দেছ, ওয়াএজ, পীর দরবেশ, কারী ও হাকেম দলকে একেবারে উক্ত পদ হইতে খারিজ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একচেটিয়া দাবি। মোল্লা আলিকারি ইহা দুর্ব্বল মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বড় পীর হজরত আব্দুল কাদের জিলানী, পীর হজরত মইনদ্দিন চিশ্তি ছাঞ্জিরি, পীর হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, পীর হজরত খাজা বকিবিল্লাহ, পীর হজরত

জোনাএদ বাগদাদী, পীর হজরত নেজামদ্দিন আওলিয়া প্রভৃতি ওলিয়ে-কামেলগণ ইসলামের কি কম উন্নতি সাধন করিয়াছেন? এমাম আবুহানিফা, এমাম মালেক, এমাম আহমদ বেনে হাম্বল, এমাম বোখারী, মোসলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, আবুজাফর তাহাবি প্রভৃতি ফকিহ্ ও মোহাদ্দেছগণ ইসলামের কত বড় হিত সাধন করিয়াছেন।

মূলকথা ইসলামের উন্নতি সাধনকারি প্রত্যেক সম্প্রদায় মোজাদ্দেদ নামে অভিহিত হইবেন।

মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব শায়খোল-ইসলাম বদরদ্দিন আবদাল হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিনি মোজাদ্দেদ হইবেন, তিনি জাহেরী ও বাতেনী উভয় এল্‌মের আলেম হইবেন, কিন্তু তিনি এবনে হাজার হইতে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীর যে মোজাদ্দেদগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা যে তরিকত বা বাতেনী এলমের আলেম ছিলেন, ইহার কোন প্রমান নাই যিনি ইহার দাবী করেন, তিনি তৎসংক্রান্ত প্রমান পেশ করিতে বাধ্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এবনোল আছির ও মোল্লা আলি কারি লিখিয়াছেন যে, যিনি শরিয়তের যে বিষয়ের মোজাদ্দেদ হইবেন, তাঁহাকে সেই বিষয়ের প্রসিদ্ধ হওয়া জরুরি; ইহাই সত্য মত।

এক্ষনে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, উক্ত মোজদ্দেদগণ কোন সময়ে হইবেন? হাদিসে আছে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে উক্ত মোজাদ্দেদগণ পয়দা হইবেন। মোল্লা আলি কারি ইহার অর্থে বলিয়াছেন, হয় শতাব্দীর প্রথমে পয়দা হইবেন, না হয় উহার শেষভাগে পয়দা হইবেন।

এমাম শফেয়ি ১৫০ হিজরীতে, কাজি অবুল আব্বাছ ২৪৯ হিঃ আবুলহাছান আশয়ারি ২৬০ কিম্বা ২৭০ হিঃ, এমাম গাজ্জালি ৪৫০ হিঃ, এমাম রাজি ৫৪৪ হিঃ, এমাম জালালুদ্দিন ছইউতি ৮৪৯ হিঃ, শামছদ্দিন জজরি ৭৫১ হিজরীতে পয়দা হইয়াছিলেন, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ ১/৩২৯, ৩/৩৪ পৃষ্ঠা, এবনে খালকান ১/৩২৬, ১/২১৯, ১/৪৭৬, তালিকে-মোমাজ্জাদ, ২৫ ও বোছতানোল মোহাদ্দেছিন ৮১ পৃষ্ঠা দ্রঃ। উপরোক্ত মোজাদ্দেদগণ শতাব্দীর প্রথম বা শেষভাগে পয়দা হন নাই, তবে

হাদিসের মর্ম্মানুসারে তাঁহারা কিরূপে মোজাদ্দেদ হইবেন?

মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদগণের নামোল্লেখ করেন নাই। একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এমাম রাব্বানি আহমদ (রহঃ) ছারহান্দি ছিলেন। ইনি ৯৭১ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন, ১০৩৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। ইনি শতাব্দীর শেষ ভাগেই পয়দা হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেব ও তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা ছিলেন। উক্ত হজরত ১১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭৪ কিম্বা ১১৭৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। ইনি শতাব্দীর প্রথম ভাগে পয়দা হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ রেরিলি সাহেব ও তাঁহার দলভূক্ত লেকেরা ছিলেন। ইনি ১২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব লিখিয়াছেন যে, মোজাদ্দেদগণের শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত থাকিয়া দীনের সংস্কার সাধন করা জরুরী এই হিসাবে শাহ্ অলি উল্লাহ্ ছাহেব ও হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেব মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না। তদুত্তরে আমরা বলি, হাদিসে এরূপ মর্ম্ম বুঝা যায় না, হাদিসে এতটুক বুঝা যায় যে, মোজাদ্দেদের শতাব্দীর প্রথম বা শেষ ভাগে পয়দা হওয়া জরুরি। তিনি শতাব্দীর কোন একভাগে দীনের সংস্কার সাধন করিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য পালন হইয়া যায়।

যদি তাঁহার কথা সহিহ্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে বলি, মোজাদ্দেদ একজনার হওয়া জরুরি নহে হজরত শাহ মাওলানা ওলি উল্লাহ্ ও তাঁহার দলস্থ হজরত শাহ মাওলানা আব্দুল আজিজ, শাহ রফিউদ্দিন প্রভৃতি ওলিগণ এক জামায়াত মোজাদ্দেদ ছিলেন। তাঁহাদের সংস্কার শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ছিল। এইরূপ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলি ও তাহার দলভুক্ত মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ্ গাজীপুরি, মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী মাওলানা ছাখাওয়াত আলি জৌনপুরী, মাওলানা এমামুদ্দিন ও মাওলানা রমিজদ্দিন সুধারামি, মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন, মাওলানা

হাফেজ হাতেম, হজরত মাওলানা ছুফি নূর মোহাম্মদ প্রভৃতি সাহেবান এক জামায়াত মোজাদ্দেদ ছিলেন। তাঁহাদের ''তজদিদ'' (সংস্কার) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

বর্ত্তমানে ফুরফুরার হজরত মাওলানা পীর মোহাম্মদ আবুবকর ছাহেব ও তাঁহার দল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ। ইন্‌শাল্লাহ্ তায়ালা! এই জামায়াতের দীনের সংস্কার এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত থাকিবে।

হজরত সৈয়দ আহমদ বেরিলি ছাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়ার দলীল।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছাহেব 'মোকাশাফাতে রহমত' কেতাবে লিখিয়াছেন;—

''যে সময় এই দেশের আ'ম খাস ছোট বড় সকল লোকেই নিজেদের ভাল অবস্থা ও চরিত্রকে গোনাহ্ ও অসৎ চরিত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল, বেদয়াত ও কোফরের চলন চরিত্র, প্রতিমা পূজা, প্রতিমা গঠন, নাচ, ঢোল, তাংপুরা বাদ্য ইত্যাদি শরিয়তের বিপরীত কার্য্যে রত হইয়া পড়িল, হিন্দুদিগের দোলযাত্রা রথযাত্রা ইত্যাদি পূজা পর্ব্বে আনন্দ উৎসব করিতে লগিল। উপরোক্ত পর্ব্বে সাধারণ লোকের ক্রিয়াকলাপের কথা আর কি বলিব! শরিফদিগের আপন শ্রেণীর মধ্যে শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক পুরুষদের মধ্যে হোলি ক্রীড়ার রীতি ছিল। আ'ম লোকের কথা ধরি না, কিন্তু শরিফরা দোলযাত্রা উপলক্ষে মিষ্টান্ন ও কাপড় পুত্র-কন্যার শ্বশুরালয়ে পাঠাইত। লোকেও এরূপ ব্যক্তিদিগকে মন্দ জানিত না। দোল যাত্রার দিবস তাহারা জুয়া খেলিত এবং বলিত যে, অদ্য যে ব্যক্তি জুয়া না খেলিবে, তাঁহার ছুচার জন্ম হইবে। কতক বেখবর দীনের শত্রু মুর্শিদ নামধারী লোক হিন্দুদিগের বাসন্তী পর্ব্বের দিবসে অতি জাঁক জমকের সহিত সভা সজ্জিত করিত এবং উহাতে এত বাতীল রীতির অনুষ্ঠান করিত যে, হিন্দুরা উহার দশমাংশও করিত না।

কতক অজ্ঞ ভ্রান্ত লোক পাদরী, যোগী ও গোঁশাইদের চলন চরিত্রে

হজরত রাছুলে মকবুল (ছঃ) এর চলন ও হুকুম অপেক্ষা সমধিক পছন্দ করতঃ উহাকে দরবেশী ধারণা পূর্ব্বক নিকাহ্ করা ত্যাগ করিল এবং এই অহিত কার্য্যের উপর এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইল যে, যে কেহ তাহার গদির অধিকারী হইবে, সে ব্যক্তিও নেকাহ্ করিতে পারিবে না। অনেকে কলেমা তৈয়েবার মর্ম্ম না জানার জন্য শেরেক কার্য্যে লিপ্ত ছিল। নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, জাকাত, কোরবানি, ছদকা, ফেৎরা আদায় করা হইতে একান্ত বেখবর হইয়াছিল, জোমা' জামায়াত, দুই ঈদ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল, এমন কি কতক বৃদ্ধ লোক ওজু করিতে জানিত না। তাহাদের তওবা করার ধারনা একেবারে ছিল না। তাহাদের মধ্যে দাড়ি মুণ্ডনের রীতি ছিল। কতক অনভিজ্ঞ মুসলমান দাড়ি মুণ্ডন করিয়া শিখি রাখিয়া দিত, সে মুসলমান অথবা হিন্দু, ইহা যেন চিনিতে না পারা যায়। তাহাদের নামাজ রোজার কথা আর কি বলিব।

কতক লোক রোজা রাখিত, কিন্তু এফ্‌তার করার ও ছেহরি খাওয়ার সময়ের খবর রাখিত না, ছোবহে-ছাদেক হইলেও পানাহার করিত।

এদেশের অনেক ব্যক্তি লোকের নিকট সম্মানিত হইবে ধারণায় মৃতদিগের তা'মদারিতে বা অন্যান্য বাতীল ও বৃথা কার্য্যে শত শত টাকা ব্যয় করিত, জাকাত ফেৎরা দিত না, মৃতদের পক্ষ হইতে নামাজ রোজার ফিদইয়া দিত না এবং দেওয়ার ইচ্ছা করিত না। যেরূপ লোকদিগকে ছদকা দিতে, দান করিতে, ও খাওয়াইতে হয়, সেইরূপও লোকদিগকে দিত না ও খাওয়াইত না। যদি বেশ্যা বা সঙ্গীতকারিদিগকে এক টাকা দিত, তবে নামাজি দরিদ্রদিগকে দুই আনা পয়সা দিতে তাহাদের কষ্ট বোধ হইত।

এদেশের অধিকাংশ লোকের এই রীতি ছিল যে, নিজেদের সাধ্যাতীত দেন মোহর স্থির করিত, তাহারা উহা পরিশোধ করিত না, করিতেও ইচ্ছা রাখিত না, বরং স্ত্রী পরুষ উভয়ের ধারনা ছিল যে, মোহর পরিশোধ করিয়া দিলে, নিকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কোরআণ, হাদিছ, ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করা ও শ্রবণ করান একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লোকে গল্প কাহিনী, ফেছক ফজুর ও কাফেরি কথা শুনিতে ও শুনাইতে মত্ত ছিল।

আজানের শব্দ শুনা যাইত না। বালকদের কোরআণ পড়ান বন্ধ হইয়া

গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এতদূর বেদীনি প্রবেশ করিয়াছিল যে, কতক হতভাগ্য বলিত যে, কোরআণ পড়াইলে, কি লাভ হইবে? পার্সি পড়ুক ইহাতে চিঠি পত্র লিখিতে সক্ষম হইবে। কতক হতভাগ্য, শয়তানের শিক্ষায় বলিত যে, প্রত্যেক সময় লোক দিগের পাকির খেয়াল থাকে না, বেওজু কোরআণ শরিফ স্পর্শ করিবে, এই হেতু বালকদিগকে কোরআণ শরিফ পড়ান অনুচিত। হাফেজে-কোরআণ একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল, বড় বড় শহরে তারাবিহ্-খতমের সুযোগ হইত না। নামাজের বোজর্গী সম্মান লোকদিগের অন্তর হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি লোকে বেনামাজিকে ঘৃণা করিত না, সম্বন্ধ (রেশ্‌তাদারি) স্থাপন, কফু গরকফু নির্বাচন এবং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে নামাজি বেনামাজির কোন প্রভেদ ছিল না। বেনামাজি হওয়া কোন দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্রাহ্মণ পূজা, প্রতিমা পূজা, ফাল খোলান, ওঝার নিকট যাওয়া, তাড়ি মদ পান কোন দোষের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। বিধাবার দ্বিতীয় নিকাহ্ দেওয়া বড় দোষ ছিল; অথচ বিধবা নিকাহ্ আমাদের দীনের রীতি, আহলে-বয়েতদিগের মধ্যে ও সমস্ত ইসলাম রাজ্যে সর্ব্বদা উহা প্রচলিত ছিল ও আছে, এই রীতিকে মন্দ জানা কাফেরী কার্য্য। অজ্ঞ মুসলমানেরা ইহা মন্দ জানা হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই দেশের শরিফেরা বিধবা নিকাহ না দেওয়াকে শারাফাত (ভদ্রতা) বলিয়া বিবেচনা করিত। মুসলমানদিগের যে শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট ধারণা করিত। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ বুদ্ধির দোষে পরিণামে তাহারা কাফের হইয়া যায় বা কোট্‌না হইয়া যায়। ইসলামের একটি সুন্নত এই যে, বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে (নওশাহার) বাটিতে লইয়া যাওয়া, কিন্তু সমস্ত হিন্দুস্থানে এই সুন্নতটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে বর কন্যাকে একস্থানে বসাইয়া টোট্‌কা ও জাদু করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে 'জেলওয়া' বলা হয়। এই সময় যে সমস্ত নিয়ম ও কার্য্য করা হয়, সবই এক প্রকার জাদুর মধ্যে গণ্য। নিজেদের ধারণায় বরকে কন্যার বশীভূত হইয়া থাকার উদ্দেশ্যে তৎসমুদয় করিয়া গোনাহ্‌গার ও বেদীন হইয়া যায়।

স্ত্রীলোকেরা প্রতিমা পূজা, জ্বেন, পরী, শয়তান পূজা, বসন্ত উপলক্ষে শিতলা পূজা, হিন্দুদিগের উপবাস ব্রতের ন্যায় সওয়া প্রহরের রোজা করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা শাদি-গমির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অতি পটু ছিল, কিন্তু নামাজ, রোজা, হায়েজ নেফাছের মস্‌লা একেবারে জানিত না। এদেশে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিধানে আদৌ পরদার খেয়াল রাখিত না, কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পানি আনিতে বা অন্যান্য কার্য্যে যে অঙ্গগুলি ঢাকা ফরজ, তাহা অনাবৃতাবস্থায় (খুলিয়া) বাহির হইত। শরিফদিগের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইত না, কিন্তু কাপড় পরিধান ব্যাপারে অতি অসতর্ক ছিল। কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতে মেলায় যাইত, কোন কওমের স্ত্রীলোকেরা বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া নিজেদের বেশ ভূষা লোককে দেখাইতে দেখাইতে দিবসে মেলায় যাইত।

এই দেশে স্ত্রীলোকেরা বিবাহ শাদি উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনের বাটিতে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যাইত, ইহাও উক্ত আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্য লেকের গৃহে তাহাদের দুই তিন রাত্রি থাকা আরও ঘৃণিত কর্ম্ম। স্ত্রীলোকদের এইরূপ বেপর্দ্দা চালচলন কাফেরদের রীতি স্ত্রীলোকেরা কোন মৃত লোকের বাটিতে গিয়া তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকদিগকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই ইস্‌লামের নিয়ম; কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া নিজেরা রোদন ক্রন্দন করিতে থাকে এবং তাঁহাদিগকে কাঁদাইতে থাকে এবং তাহাদের শোকের অগ্নিকে দ্বিগুন করিয়া থাকে, ইহাও কাফেরদের রীতি।

সেই সময়ে মোর্শেদ নামধারিরা নিজেদের প্রাপ্যকে মুরিদগণের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইত, কিন্তু মুরিদগণের হক নষ্ট করিত। তাহাদিগকে হজরত নবী (ছাঃ) এর পূর্ণ তাবেদারি করার নিয়ম ও নফ্‌ছ (দুষ্ট রিপু) সংশোধন করার রীতি শিক্ষা দিত না, বরং তদ্বিপরীতে শেরেক, কোফর, বেদয়াত ও হারাম কার্য্য শিক্ষা দিত। সহস্র মুরিদ, তাজিয়া, গাঁওরা, কবর ছেজদা করিত, বেনামাজি, মোশরেক, কাফেরি অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইত। কোন বোজর্গ ও প্রকৃত মোর্শেদের সন্তানেরা পিতৃগণের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া লোককে উত্তম কার্য্য হইতে বিরত রাখিত এবং অহিত

কার্য্য করিতে শিক্ষা দিত। যে নিরক্ষর লোকেরা এস্তেঞ্জা ও সৌচ কার্য্যের জ্ঞান রাখে না, নামাজ, রোজার সংবাদ রাখে না, সুদ, নাচ, বাজাতে লিপ্ত, তাহারা উপরোক্ত জাল মোর্শেদদিগকে অনভিজ্ঞ বেখবর ও হারামে লিপ্ত দেখিয়া তাহাদের নিকট মুরিদ হইত, তখন তাহারা ঢোল তাংপুরা ইত্যাদি বাদ্য সহ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে এই অনভিজ্ঞদিগকে শিক্ষা দিত এবং ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে, বাদ্য সহ সঙ্গীত শ্রবণ চিশ্‌তিয়া তরিকাতে এবাদত, তাহাদের এইরূপ কথা একেবারে মিথ্যা অপবাদ।

ভ্রান্ত পীরজাদারা বা জাল পীরেরা গ্রাম্য লোকদিগকে এবং নিজেদের মুরিদদিগকে এরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিল যে, ইহারা প্রত্যেক পীড়াকে ভুত শয়তানের ক্রিয়া বলিয়া ধারণা করিতে লগিল এবং খোদাতায়ালাকে একেবারে ভুলিয়া গেল। যখন উপরোক্ত ভ্রান্ত বা জাল পীরেরা ইহাদের বাটীতে যাইত, তখন সন্দিগ্ধ অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাদের নিকট তিন শয়তানের আক্রমণ, পলিতা জ্বালান, ভূত ছাড়ান, জাদু ছাড়ান, ব্যতীত অন্য কিছুরই আলোচনা করিত না। নামাজ, রোজা, ওজু, গোছলের আলোচনা একেবারে করিত না। সত্য মুর্শিদের নিকট খোদাতায়ালার কথা স্মরণ পড়ে, দুনইয়ার কথা বিস্মরণ হইয়া যায় এবং বহু কালের সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। আর এইরূপ জাহেল পীরগণের নিকটে গেলে, নানাবিধ সন্দেহের উৎপত্তি হয়, খোদাতায়ালার কথা ভুল হইয়া যায়, ভূত শয়তানের প্রতি আগ্রহ বলবৎ হইয়া পড়ে এবং দীনের মসলা মাসায়েলে সংশয় উপস্থিত হয়। এইরূপ গণক ও মন্ত্র পাঠকারি পীরেরা আলেমগণের নিন্দবাদ করে ও দেশকে বেদীন করিয়া রাখে। সেই সময় এক দল ফাছাদি লা-মজহাবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা এজতেহাদ শক্তিহীন লোকদিগকে কোন এমামের তকলিদ করা এবং চারিটী সত্য মজহাবের মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করা এবং উহাতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকা হারাম ধারণা করে। এই ফাছাদি দল এরূপ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করিল যে, নিরক্ষর দীনদার ও দীনের অনুরাগী লোকেরা উক্ত চক্রে পড়িয়া গেল। তাহারা ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার ভান করিয়া গোমরাহ করিয়া ফেলিল।

মোজাদ্দেদের আবির্ভাব

যখন খোদাতায়ালা নিজের রহমতের শান প্রকাশ করিতে চাহিলেন, তখন হজরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ি—''আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ লোক প্রেরণ করিবেন যিনি (বা যাঁহারা) তাহাদের জন্য তাহাদের দীনের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিবেন।'' নিতান্ত দয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই উম্মতের জন্য হজরত কোৎবোল-আকতাব আমিরোল মো'মেনিন সৈয়দ আহমদ কোদ্দোছ ছের্রুহুকে এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ পয়দা করিলেন। এই হজরত ইসলামকে সংস্কার বিশিষ্ট ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, অসাবধান লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন, দীনের এল্ম বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিলেন। জেকর মোরাকাবা এরূপ বুঝাইয়া শিক্ষা দিলেন ও মোশাহাদার মর্ম্ম এইরূপ বুঝাইলেন যে, যে বোজর্গী বহু বৎসরে লাভ করা যাইত না, তাহা উক্ত জনাবের তরিকায় আল্লায়াসে সপ্তাহ বা দশ দিবসে লাভ হইতে লাগিল।

তাঁহার গুণাবলী ও কারামতগুলি লিখিবার আবশ্যক নাই কারণ তাহা সমস্ত দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অপেক্ষা আধিক কারামত আর কি হইবে যে, এই দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নামাজ রোজা খুব জারি হইয়াছে। ইতিপূর্বে হিন্দুস্থানের পীরজাদা ও মৌলবিগণের বা আ'মলোকদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে নামাজের চর্চ্চা ছিল না। এক্ষণে প্রত্যেক শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষেরা নামাজে খুব রত হইয়াছে। কায়দা সহ কোর-আন শরিফ সহিহ্ পড়া ও কোর-আন শরিফ হেফ্জ (কণ্ঠস্থ) করা রীতিমত প্রচলিত হইয়াছে। হাফেজগণের সংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়াছে, এমন কি আমলোকদের স্ত্রীলোকেরা হাফেজ হইয়া গিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে শহরে শহরে লোকে কোরআণ শরিফ হেফ্জ করিতে মনোযোগী হইয়াছে। পুরাতন মছজিদগুলির সংস্কার হইতেছে, নূতন মছজিদ সমূহ প্রস্তুত করা হইতেছে। সহস্র সহস্র লোক মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফের হজ্জ জিয়ারতে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন, লোকে শেরক, বেদয়াত, কাফেরি রীতি ও শরিয়তের খেলাফ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া গেল। সকলেই

দীনের অনুসন্ধানে আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িল। দীনের দুস্প্রাপ্য ও দুর্লভ কেতাবগুলি শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে স্থানে স্থানে ঘরে ঘরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রকৃত পক্ষে হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেব এই জামানার প্রত্যেক লোকের মোর্শেদ, কেহ ইহা জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, মানুক আর নাই মানুক। যাহাকে আল্লাহতায়ালা মোজাদ্দেদ করিয়াছেন, তাঁহার তরিকায় দাখিল হওয়া দীনের দৃঢ়তার লক্ষণ। যেহেতু তাঁহার তরিকা সুন্নতের পয়রবি করা, আর দীনের যে কার্য্যগুলি প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য হজরত নবি (ছাঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার গত হওয়ার পরে দীনের মধ্যে অবনতি প্রকাশ হইলে, মোজাদ্দেদ দীনের উক্ত কার্য্যগুলি নবশক্তিতে সঞ্জীবিত ও নব জ্যোঃতিতে উজ্জ্বল করিয়া দেন, মোজাদ্দেদের নিকট দীনের সমস্ত নে'য়ামত গচ্ছিত থাকে এবং দীনের অবনতি প্রকাশ হওয়ার ও মোজদ্দেদের উক্ত দীনকে জীবনী শক্তিতে সঞ্জীবিত করার সময় তাঁহার তরিকা ব্যতীত অন্য যে কোন তরিকা থাকে, উহা খ্রীষ্টান তাপস, যোগী সন্নাসী, ফাছেক ও বেদয়াতিদের তরিকা হইবে। এই জন্য তাঁহার তরিকাধারী কিছুতেই পুনরায় অন্য তরিকাধারির মুখাপেক্ষী হয় না। এই ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যতদিবস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ পয়দা না হইবেন, তত দিবস এদেশে এই উম্মতের সমস্ত লোককে হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের তরিকা দ্বারা ফয়েজ গ্রহণ করা এবং দীনের হ্রাস বৃদ্ধির প্রতিকারের চেষ্টা করা ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। এই জন্য যে সমস্ত অলি, মকবুলে বারগাহ ও কোৎবের সহস্র সহস্র মুরিদ ছিল, তাঁহারাও হজরত সৈয়দ ছাহেবের তরিকায় দাখিল হইয়া গিয়াছেন।

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"যাহা রছুল তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর, আর তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা বিরত থাক।" কোরআন শরিফের সুরা হাশরের এই আয়তটি হজরত সৈয়দ ছাহেবের লক্ষ্যস্থল, এই হেতু সমস্ত ওলিউল্লাহ ও সত্য মোর্শেদ তাহার তরিকার রক্ষাণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহার বিশিষ্ট কার্য্যে সমস্ত মকবুল ব্যক্তি শরিক হইয়াছেন,

ইহাই তাহার কামেল হওয়ার জলন্ত প্রমাণ কেননা সমস্ত ওলির একই তরিকা।

যখন খোদাতায়ালা উক্ত হজরতকে মোজাদ্দেদি খেদমতের জন্য পছন্দ করিয়া লইলেন, তখন সমস্ত মকবুল বান্দারা তাহাকে পছন্দ করিয়া লইলেন। যাহারা নিজেদের তরিকা ও মজহাব ভুলিয়া গিয়াছিললেন এবং উহা লোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, হজরত সৈয়দ সাহেব তাহাদিগকে তাহাদের তরিকার উপর পরিচালিত করিলেন এবং বিস্মৃত কথাগুলি স্মরণ করাইয়াদিলেন, এইরূপ প্রত্যেককে তাহার মজহাবের উপর দৃঢ় করিয়া দিলেন। মূল কথা যখন হজরত সৈয়দ ছাহেব দীনের সংস্কার করিলেন, তখন শয়িতের আহকাম নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, জোমা জামায়াত, ঈদাএন, তারাবিহ, আজান, কোরবানি প্রভৃতি খুব উন্নতি লাভ করিল। হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদ ছাহেব ও তাহার তরিকা অবলম্বিগণ দোষনীয় কার্য্যগুলির প্রতিবাদ কল্পে হাদিস, কোরআন, ফেকহ আ'কায়েদ ও তাছাওয়ফের দলীল সমূহ প্রকাশ করিয়া দিলেন ইহাতে সমস্ত শেরক, বেদয়াত ও দুষিত কার্য্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল, এবং আসমানি বিপদগুলি কম হইতে লাগিত, বরং উহা প্রায় রহিত হইয়া গেল।"

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের প্রতি ওহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব মোকাশাফাতে রহমত কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

"যে অশান্তি প্রিয় প্রবঞ্চক লোকেরা মন্দ কথা শিক্ষা দিত এবং উৎকৃষ্ট কথা হইতে বিরত রাখিত, তাহাদের সংখ্য কমিয়া গেল, তাহাদের ভক্তেরা রোজা, নামাজ, কোরআণ-হেফ্জ ইত্যাদি নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথক ভাবে থাকিল, নিতান্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত, হেয় অবস্থায় অল্প মাত্রায় রহিয়া গেল। সেই সময় তাহারা হিংসা ও দীনি শত্রুতা বশতঃ বিব্রত হইতে লগিল, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল।"

কেহ কেহ কোরআণ হাদিছের ওয়াজকারি হওয়া, ফেক্‌হ ও দ্বীনের কেতাবগুলি প্রচারিত হওয়া, লোকদিগের মজহাব ও দ্বীন সম্বন্ধে দৃঢ় হওয়া, জোমা, জামায়াত, তারাবিহ্‌ নামাজের অধিকহওয়া, মছজিদ গুলির উন্নতি সাধন হওয়া, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে খতমতারাবিহ্‌ হওয়া, আ'ম খাস লোকের পুত্র কন্যাদিগের হাফেজ হওয়া ও দীনি মস্‌লা মাসায়েল স্মরণ রাখা দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া কাবাব হইয়া গেল। কেহ কেহ তাজিয়ার জন্য রোদন করিতে লাগিল। কেহ ছিওম, চাহারম, দশা, চল্লিশা, ছয় মাসিক ও বার্ষিক লোপ হওয়ার চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ নাচ, বাদ্য, ঢোল, তংপুরা, অপ্রকৃত হাল (জজ্‌বা) হারাম হওয়ার কথা শুনিয়া লাফালাফি করিতে লগিল। কেহ কেহ গোরে আলোক দেওয়া, শাবেবরাতে প্রদীপ জ্বালান, বাজি পোড়ান নিষিদ্ধ হওয়া শুনিয়া জ্বলিতে লাগিল। শবেবরাতে হালুয়া লোপ হওয়ার চিন্তায় কেহ কেহ অস্থির হইয়া পড়িল। কঙ্কন ছেহ্‌রা কাফেরী রীতি সপ্রমাণ হওয়ার জন্য কাহারও চক্ষে পরদা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ দোল, চড়ক, বিজয়া পর্ব্বের চিড়া মিঠাই নষ্ট হওয়ার চিন্তায় বক্ষে চপেটাঘাত করিতে লগিল। কোন বাসন্তী অনুষ্ঠানকারি হিন্দুদিগের প্রতিমা গুলির ন্যায় বসন্ত রঙের কাপড় পরিধান করা কোফরের চিহ্ন (মোশাবাহাত) শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া গেল।

বেদয়াতি ও ফাছেকেরা নিজেদের নেতাদের অনুসন্ধান করিতে লগিল। তখন সেই অশান্তি প্রিয় প্রতারকের দল যাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং লোকে যাহাদিগকে এক কড়া কড়ির তুল্য জ্ঞান করিত না, সময় সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় উক্ত ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইল, উল্লিখিত দুষিত কার্য্যগুলি শিক্ষা দিতে লগিল। যেরূপ হজরত সৈয়দ সাহব দ্বীনকে সঞ্জীবিত (তাজা) ও সুন্নতকে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা বেদয়াত, শেরক ও কোফরের রীতিকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল, প্রাচীন কাফেরদের ন্যায় বাপ দাদাদের কার্য্যকে উক্ত অহিত কার্য্যগুলির দলীল রূপে পেশ করিতে লগিল। লোকদিগকে স্বপ্ন, গল্প-কাহিনীর প্রতি আমল করাইতে মনোযোগী হইল। উক্ত প্রবঞ্চকেরা সুন্নতের বিরুদ্ধে জেদ করিয়া ও

বেদয়াতের মমতায় মোহ হইয়া সুন্নতের অনুসরণকারি ও বেদয়াতের মূলোৎপাটনকারি সৈয়দ ছাহেবের দলের লোকদিগকে অহাবি বলিতে লগিল। ইহাও তাহাদের উপর আসমানি বিপদ আপতিত হওয়ার কারণ হইয়াছিল। উপরোক্ত অপবাদ প্রয়োগ তাহাদের নিতান্ত অনভিজ্ঞতার চিহ্ন ছিল, কারণ সৈয়দ ছাহেবের দলের শত শত কেতাব বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তের মধ্যে হানাফি মজহাবের কেতাব সমুহ ও সুন্নি মজহাবের তফছির ও হাদিছের কেতাব সমূহ ব্যতীত অন্যান্য মজহাবের কেতাবের কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই। সৈয়দ ছাহেবের দলের আলেমগণের মধ্যে সেহাহ সেত্তা, তফছির, হানাফি মজহাবের আকায়েদ, ফেক্হ ও উছুলে ফেক্হ শিক্ষা দেওয়া দিবারাত্র প্রচলিত রহিয়াছে। সেই আলেমগণই সেহাহ সেত্তা, সুন্নি মজহাবের তফছিরগুলি, আকায়েদ ও ফেক্হের কেতাবগুলির মতন ও অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। উক্ত আলেমগণই কোরআণ মজিদ, হাদিছ শরিফ, ফেক্হ ও তাছাওয়াফের কেতাবগুলির অনুবাদ (তর্জ্জামা) করিয়াছেন। তাঁহাদের দলের মধ্যে পরহেজগারি, খোদার উপর তাওয়াক্কোল (আত্মনির্ভর) করা, তাছাওয়ফ অনুযায়ী সুন্নতের পয়রবি করা, এল্মে-তজবিদ ও কেরাতের সূক্ষ্মা সমালোচনা করা, তদনুযায়ী কোরআণ শরিফ পাঠ ও শিক্ষা দেওয়া, কোরআণ শরিফ কণ্ঠস্থ করা, বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান, সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জেক্র মোরাকাবা করা, দরুদ শরিফ দালাএলোল খয়রাত ও হেজলোল আ'জম অধিক পরিমাণ তারাবিহ খতম করা, সমস্ত সুন্নত জারি করা ও বেদয়াত কার্য্যগুলি ত্যাগ করা যেরূপ ভাবে জারি রহিয়াছে, এরূপ অন্য কোন দলে নাই। ইহা সূর্য্যের ন্যায় সকলের নিকট প্রকাশ্য রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য আহলোল্লাহ, সুফি ও হানাফিদলের নিদর্শন বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্টি অহাবী হওয়ার চিহ্ন, ইহা কি কেহ বলিতে পরেন? সত্য কথা এই যে, অহাবিদের মজহাব প্রচীন কালে ছিল না, তাহাদের মজহাবের কোন কেতাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহাতে উক্ত মজহাবের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে।

অবশ্য লোকদিগের মুখে তাহাদের অবস্থা এতটুক বুঝা যায় যে, তাহারা

শেরক হতে পাক থাকে, কিন্তুতাহারা এত হঠকারি যে নিজেদের দল ব্যতীত অন্য লোকদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে না, সমস্তকে মোশরেক বলিয়া থাকে, আর সমস্তের প্রতি কুধারণা পোষণ করিয়া থাকে, এমন কি মক্কা ও মদিনার লোকেরা ও তাহাদের মতে মুসলমান নহেন, বেদয়াতিদিগকে অতিরঞ্জিত ভাবে মোশরেক বলিয়া থাকে। এই আহাবিদল সৈয়দ সাহেবের দলের ঘোর বিরোধী, কেননা সৈয়দ ছাহেব শেরক বেদয়াত বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং শেরক ও বেদয়াত এতদুভয়ের পার্থক্য খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেরূপ তাহার দলের সমস্ত কেতাবে এই কথা প্রকাশ রহিয়াছে।

উপরোক্ত প্রতারক ফাছাদি দল অবশ্য জেদে পড়িয়া সুন্নত জামায়াতকে অহাবি বলিয়া ও দীনদারগণকে বেদীন বলিয়া অহাবিদের অনুরূপ মতধারী হইয়াছে।

উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদের দ্বিতীয় কারণ এই যে, লা-মজহাবিদিগের মধ্য হইতে একদল লোক সৈয়দ ছাহেবকে মন্দ বলিয়া থাকে, তকলিদ করা ও মুরিদ হওয়া নাজায়েজ বলিয়া থাকে। আর তাহাদের অন্য এক দল প্রবঞ্চনা করতঃ লোকদিগকে ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে নিজদিগকে সৈয়দ ছাহেবের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করে, অথচ সৈয়দ ছাহেব এইরূপ লোকদিগকে নিজের জামায়াত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

সৈয়দ ছাহেবের দলের কুওয়াতোল ইমান, নেজামোল ইসলাম ও মেয়াতো মাছায়েল প্রভৃতি কেতাবে উক্ত লা মজহাবিদের খুব রদ লেখা হইয়াছে। এই দুইদল লামজহাবি সুন্নতের পয়রবি করার দাবি করা সত্ত্বেও যখন অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেক সুন্নত বরং ওয়াজেবকে বেদয়াত বলিতে লগিল, তখন মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলের তাহাদিগকে নিজেদের দল হইতে প্রকাশ্য ভাবে বাহির করিয়া দিলেন।

কতক দাড়ি মুণ্ডনকারি, বেনামাজি, ফাছেক, গোরপূজক, কাম রিপূর বশীভূত, শরিয়তের বিরোধী অত্যাচারীদের সহয়তাকারি মন্দ আলেম, নফ্‌ছ ও শয়তানের উত্তেজনায় সৈয়দ সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়া অস্বীকার করিয়া বসিল, উল্লিখিত প্রবঞ্চক ফাছাদকারিগণের সহিত মিলিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন

ফাছাদকারিদের কর্ত্তৃক দীনের শত্রুতা প্রকাশ করিতে লগিল এবং দুই জগতে লঞ্ছিত হইতে লগিল।

একটি ফাছাদ এই হইল যে, হিন্দুস্থানের দুন্‌ইয়াদার ও বেদয়াতিরা প্রকাশ্য ভাবে সৈয়দ সাহেবকে আদব করিত এবং অন্তরে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, উক্ত মন্দ আলেমেরা এই দলের সহিত মিলিত হইল, নিজেদের বেদয়াত গুলিকে মিথ্যা বাতীল দলীল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে লগিল, সৈয়দ ছাহেবের বেদয়াত প্রতিবন্ধক খলিফা ও সাহায়তাকারিদিগকে ওহাবী বলিতে আরম্ভ করিল, হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলকে ওহাবী সপ্রামাণ করার ধরণায় উল্লিখিতলামজহাবিদিগকে সৈয়দ ছাহেবের দলভুক্ত করিয়া দেখাইবার ছলনা করিতে লগিল এবং তাহাদের বাতীল মতের কথা উল্লেখ করিতে লগিল। যদিও সৈয়দ সাহেবরে দলেরা উক্ত লামজহাবিদের প্রতি নারাজ এবং তাহাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তথাচ উক্ত ভণ্ড আলেমগণের প্রতারণায় পড়িয়া দুন্‌ইয়াদারগণ ও মুর্খগণ বিনা তদন্তে সৈয়দ ছাহেবের দলকে অহাবী বলিতে আরম্ভ করিল, অথচ কেহ অদ্যাবধি হজরত সৈয়দ আহমদ ছহেবকে অহাবি বলিতে পারে নাই।

সৈয়দ মোজাদ্দেদ ছাহেবের এল্‌মের অবস্থা

মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব মোকাশাফাতে রহ্‌মতের ২৫/২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ;—

“এক্ষণে সুন্নতজারী করিতে ও বেদয়াত ধ্বংস করিতে হইলে সময়ের উপযোগিতার হিসাবে হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের তরিকায় দাখিল হওয়া উচিত, কেননা উক্ত জনাব, সৈয়দ আলি খন্দান, হানাফি মজহাবালম্বী, মোজাহেদ শহিদ আলেমে রাব্বানি, এই জামনার মোজাদ্দেদ ও বড় ছাহেবে তাছির ছিলেন। তাঁহার হাদিছ, তফছির ও তরিকতের ছেলছেলা, সৈয়দ-ওলামা, ছনদোল আওলিয়া, হোজ্জাতোল্লাহে আলাল-আলামিন, ওয়ারেছোল-আম্বিয়া অল মোরছালিন হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ (কোঃ) ছাহেবের সহিত মিলিত হয়। এই ছেলছেলা অতি প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাস যোগ্য।

এই দেশের সমস্ত মোহাদ্দেছ ও মোফাছ্ছেরের ছেলছেলা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রশংসিত মোহাদ্দেছ, হজরত সৈয়দ ছাহেবকে নিজের সমস্ত জাহেরি ও বাতেনি নেয়ামত দান করিয়া নিজের খাস খলিফা করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকাশ আছে যে, সৈয়দ ছাহেবের এল্‌ম ছিলনা, ইহা ভ্রামত্মক কথা। প্রকৃতপক্ষে ছৈয়দ ছাহেব হজরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবের মাদ্রাছায় জাহেরি এল্‌ম শিক্ষা করিতে ছিলেন। এক দিবস উক্ত হজরত মোহাদ্দেছ ছাহেব হজরত সৈয়দ ছাহেবের এল্‌মে লাদুন্নির যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহার কেতাব পড়া বন্ধ করিয়া দিয়া বাতেনি তা'লিম দিতেমনযোগী হইলেন। উক্ত হজরতের তা'লিমের বরকতে হজরত মোজাদ্দেদ ছহেবের অবশিষ্ট সমস্ত জাহেরি এল্‌ম হাছেল হইয়া গেল।

যে সময় হজরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব হজরত ছৈনদোলআওলিয়া শাহ ছাহেবের খেদমতে আরজ করিয়াছিলেন যে, হজরত সৈয়দ ছাহেবের হুকুমে অমি তাহাজ্জোদের নামাজে ছাহাবাদিগের ন্যায় লজ্জত (শান্তি) পাইয়াছি এবং তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়াছি। আরও তিনি বলিলেন, ইয়া হজরত, আমি আনেক তরিকত পন্থীদিগের তাওয়াজ্জোহের হালকায় বসিয়াছি, অদ্য রাত্রীতে সৈয়দ ছাহেবের কথায় আমার যেরূপ উপকার হইয়াছে, অন্য কোন স্থানে এরূপ উপকার হয় নাই, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সৈয়দ ছাহেবের তা'মিল কোন তরিকার তা'লিম? তখন হজরত শাহ ছাহেব বলিলেন, মিঞা, এইরূপ লোক যাহা মুখে বলিয়া দেন, তাহাই তরিকা। এইরূপ লোক নিজেই তরিকার সৃষ্টিকারি হইয়া থাকেন। এত বড় জামানার শেখ মোহাদ্দেছ যাহার এত প্রশংসা করেন তাঁহার মকবুল ও কামেল হওয়াতে কি সন্দেহ আছে?

ছেরাতোল মোস্তাকিম, ১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা ও তাওয়ারিখে আজিবা ১০/১১ পৃষ্ঠা ঃ—

'ইহা জানা উচিত যে, হজরত সৈয়দ সাহেবের মধ্যে তাঁহার পয়দা হওয়ার সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা কামালাতে-নবুয়ত নিহিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহার চিহ্ন এই যে, মোনাজাত বিশেষতঃ নামাজের মিষ্ঠতা অনুভব

শরিয়তের সম্মান করা, সুন্নতের পয়রবি করিতে অতিশয় আগ্রহ, বেদয়াতের সংশ্রব হইতে নিতান্ত ঘৃণা এবাদতের দিকে অন্তরের আকর্ষণ ও অপকর্ম্ম ও কুকার্য্যে স্বাভাবিক ঘৃণা বাল্যজীবনে তাঁহার মধ্যে প্রকাশ্য ছিল, মূলকথা এই যে, প্রাকৃতিক পবিত্রতা (পাকি) তাঁহার স্বভাবের প্রকাশিত ও সৌভাগ্যের জ্যোতিঃ তাঁহার ললাটে আলোকিত ছিল এমন কি সৈয়দ ওলামা, সনদোল আওলিয়া, হোজ্জাতোল্লাহে আলাল-আলামিন, ওয়ারেছোল আম্বিয়া ওয়াল-মোরছালিন হজরত মাওলানা শেখ আব্দুল আজিজ দেহলবি রহমতুল্লাহে আলায়হের খেদমৎ লাভ করিলেন, ইহাতে উক্ত সৌভাগ্য ভাণ্ডারের সাহায্যে কামালাতে নবুয়ত ও কামালাতে বেলাএতের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। হজরত সৈয়দ সাহেব তাঁহার নিকট নক্‌শবন্দীয়া তরিকাতে মুরিদ হইলেন, তাঁহার বয়য়ত তাওয়াজ্জোহ্ গুণে বহু আশ্চার্য্য আশ্চার্য্য হাবভাব প্রকাশিত হইল, যে কামালাতে নবুয়ত অস্পষ্টভাবে তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল, বিস্তারিতরূপে স্পস্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে ও কামালাতে বেলাএতের মকামগুলি সুন্দররূপে প্রকাশ হইতে লগিল। প্রথম অবস্থা এই যে, তিনি হজরত নবি (সঃ) কে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি একটি একটি করিয়া তিনটি খোর্ম্মা স্বহস্তে লইয়া সৈয়দ সাহেবের মুখে দিলেন, চৈতন্য লাভের পরে উক্ত সত্য স্বপ্নের চিহ্ন নিজের মধ্যে স্থায়ী পাইলেন। এই ঘটনা হইতে কামালাতে নবুয়তের ছলুক আরম্ভ হইল। তৎপরে তিনি এক দিবস বেলাএতমায়াব হজরত আলি (রাঃ) ও জনাব সৈয়েদাতুন্নেছা ফাতেমা জোহরা (রাঃ) কে স্বপনে দেখিলেন, জনাব আলি (রাঃ) মোবারক হস্তে সৈয়দ সাহেবকে গোছল দিয়া দিলেন এবং তাহার শরীরকে ধৌত করিয়া দিলেন। যেরূপ পিতা পুত্রগণকে ধৌত করিয়া থাকে। হজরত ফাতেমা (রাঃ) নিজে মোবারক হস্তে মূল্যবান পোষাক পরিধান করাইয়া দিলেন। এই ঘটনায় কামালাতে নবুয়ত পূর্ণমাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইল। খোদাতায়ালা আদিকালে যে তাঁহাকে মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই গুপ্ত বিষয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল, খোদাতায়ালা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কাহরও মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজেই তাঁহার শিক্ষা প্রদানের অবলম্বন স্বরূপ হইলেন। ধারাবাহিকরূপে বহু ঘটনা সংঘটিত হইতে লগিল,

এমন কি তিনি খোদাতায়ালার নিকট বয়ত লাভ করিলেন, তিনি উক্ত হজরতের সমক্ষে একটি অপূর্ব্ব উন্নত পবিত্র বস্তু রাখিয়া বলিলেন, তোমাকে এই বস্তু দিলাম এবং অন্যান্য বস্তু দিব। এক ব্যক্তি উক্ত সৈয়দ সাহেবের নিকট মুরিদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আনেক অনুনয় বিনয় করিল, তিনি মুরিদ না করিয়া খোদার দরবারে মুরিদ করার সাহার্য্য চাহিলেন। খোদাতায়ালা বলিলেন, তোমার লক্ষ লক্ষ মুরিদ হইলেও আমি তাহাদিগের উপর অনুগ্রহ করিব। এইরূপ শত শত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় কামালাতে নবুয়ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্ত হইল। এল্‌হাম ও হেকমতের এল্‌মগুলির কাশফ (বিকাশ) হইল। ইহাত গেল কামালাতে নবুয়তের শিক্ষার অবস্থা।

কামালাতে বেলাএত শিক্ষা করার অবস্থা এই যে, খোদাতায়ালার এই বিধান প্রচলিত আছে যে, জেক্‌র, শোগল, মোরাকাবা ও কঠোর সাধ্য এই উপকরণগুলি অবলম্বন করার পরে পবিত্র জগতের সহিত সম্বন্ধ (নেছবত) স্থাপিত হয়।

কিন্তু কখন অলৌকিক ভাবে কতক কামেল ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে নেছবত লাভ হয়, তৎপরে উহর উপকরণগুলি গ্রহণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, খোদাতায়ালার বিধান এইরূপ প্রচলিত আছে যে, নহো, ছরফ, আরবী সাহিত্য ও আরবী কেতাব শিক্ষা করার পরে কোর-আন ও হাদিছের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কতক কামেল ব্যক্তি অলৌকিক ভাবে প্রথমেই উক্ত সুক্ষ্ম মর্ম্মগুলি আল্লাহতায়ালা কর্ত্তৃক অবগত হইয়া থাকেন, ইহাকে তরিকত পন্থীরা এল্‌মে লাদুন্নি বলিয়া থাকেন। তৎপরে নহো, ছরফ ইত্যাদি আরবী সাহিত্য অবগত হইয়া থাকেন, বরং উক্ত উপকরণগুলি শিক্ষা করিতে এই শাস্ত্র গুলির শিক্ষকগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। কখন কখন উক্তুপকরণগুলি (নহো, ছরফ ইত্যাদি) শিক্ষা করার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন না।

হজরত সৈয়দ সাহেব উক্ত উপকরণগুলি শিক্ষা করার পূর্ব্বেই কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নক্‌শবন্দীয়া এই তিন তরিকার নেছবত লাভ করিয়াছিলেন। কাদেরিয়া ও নক্‌শবন্দীয়া তরিকা লাভের বিবরণ এই যে,

উক্ত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের তাওয়াজ্জোহ ও বয়য়তের বরকতে (গুণে) জনাব হজরত গওছোছছাকালাএন পীরানপীর আব্দুল কাদের জিলানী ও হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী এই বোজর্গদ্বয়ের রূহ উক্ত সৈয়দ সাহেবের শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রকাশিত হইল এবং এক মাস অবধি উক্ত এমামদ্বয়ের প্রত্যেকে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের তরিকার দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টাবান হইলেন, উভয় পাক রুহের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিরোধ চলিতে থাকিল, অবশেষে উভয় রুহের মধ্যে এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইল যে, তাঁহারা উভয়ে একত্রিত ভাবে উক্ত সৈয়দ সাহেবের উপর তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তৎপরে এক দিবস উভয় রুহ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া এক প্রহর পর্যন্ত্য তাঁহার নফছের উপর সজোরে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। ইহাতে দুই খান্দানের নেছবত তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

চিশ্‌তিয়া তরিকার বিবরণ এই যে, এক দিবস হজরত সৈয়দ সাহেব হজরত খাজায়-খাজাগণ কোৎবোল-আকতাব বখ্‌তিয়ার কাকি (কোঃ) সাহেবের কবর শরিফের নিকট মোরাকাবা করিতে বসিলেন, এমতাবস্থায় সৈয়দ সাহেব উক্ত কোৎবোল-আকতাব সাহেবের রুহের সহিত সাক্ষাৎ পাইলেন। উক্ত হজরত সাহেব সৈয়দ সাহেবের উপর এরূপ প্রবল তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলেন যে, উহাতে তাঁহার মধ্যে চিশ্‌তিয়া তরিকার নেছবতের প্রথম ভাগ আরম্ভ হইল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিবস উক্ত সৈয়দ সাহেব দিল্লীর আকবর আবাদী মছজিদে একদল মুরিদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। লেখক উপরোক্ত মজলিসের শেষাংশে তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অদ্য খোদাতায়ালা অন্য মধ্যস্থ ব্যতীত চিশ্‌তিয়া তরিকার নেছবত সম্পূর্ণরূপে আমাকে দান করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি চিশ্‌তিয়া তরিকা শিক্ষা দিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এই কেতাব লিখিত আইন কানুন আবিস্কার করিলেন। এইরূপ মোজাদ্দেদিয়া, শাজেলিয়া ইত্যাদি তরিকার নেছবত লাভ করিলেন।”

তাওয়ারিখে-আজিবা, ১১পৃষ্ঠা ঃ—

সৈয়দ সাহেব কামালাতে-নবুয়ত ও কামালাতে বেলাএত এই দুই ছলুক

পূর্ণ করার পরে এক দিবস মোরাকাবা অবস্তায় হজরত খাজা বখ্তিয়ার কাকির (রঃ) রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সময় সৈয়দ সাহেব উক্ত খাজা সাহেবের মস্তকের উপর একটি জ্যোতিষ্মান ছত্র এবং তাঁহার মস্তকের উপর দুইটি ছত্র ছায়া প্রদান করিতে দেখিলেন। হজরত সৈয়দ সাহেব নিজকে উক্ত খাজা সাহেবের সামান্য মুরিদ বলিয়া ধারণা করিতেন, কিন্তু এই ব্যাপারটি বিপরীত দেখিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন, হঠাৎ মোরাকাবা শেষ করিয়া ভীত কম্পিত অবস্থায় মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজি সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া ভয় ও লজ্জার সহিত এই ঘটনা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। হজরত মাওলানা নিতান্ত আনন্দিত হইয়া হাস্য মুখে বলিলেন, হে পুত্র! ইহা আশ্চর্য্য নহে, বেলাএতে নবুয়তের এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। হে প্রিয়পাত্র। ইহাত! উহার প্রথম অবস্থা, সমুদ্রের এক বিন্দু সমান এখন তোমার উপর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে দিন দিন ইহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে বৃহৎ অবস্থা তোমার উপর প্রকাশিত হইবে।''

আরও উক্ত কেতাব, ১৫/১৬ পৃষ্ঠা ;—

''মখজেন লেখক বলিয়াছেন, সৈয়দ সাহেবের দ্বিতীয়বার দিল্লীতে পৌঁছিবার সাত দিবস অগ্রে হজরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, জনাব হজরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) দিল্লীর জামে' মছজিদে তশরিফ লইয়া আসিয়াছেন। প্রত্যেক দিক্ হইতে লোক তাঁহার জিয়ারতের জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। সকলের প্রথমে হজরত শাহ সাহেব উক্ত মছজিদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জিয়ারত লাভ করিলেন। সেই সময় হজরত নবি (ছাঃ) শাহ্ সাহেবের হস্তে একখানা যষ্টি দিয়া বলিলেন, তুমি ইহা হস্তে লইয়া মছজিদের দরওয়াজায় বসিয়া থাক যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতের জন্য আসিতে চাহে প্রথমে তাহার অবস্তা আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি যাহাকে আসিতে অনুমতি দিব, তাহাকে তুমি আমার সাক্ষাতে আনায়ন কর। আর আমি যাহাকে আসিতে নিষেধ করি, তাহাকে আমার নিকট আসিতে দিও না। তখন শাহ্ সাহেব উক্ত যষ্টি লইয়া মছজিদের দরওয়াজায় বসিলেন। প্রত্যেক সাক্ষাতাকাঙ্ক্ষীর অবস্থা হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট পেশ করিতে লাগিলেন।

হজরত যাহকে অনুমতি দিতেন সে ব্যক্তি তাঁহার জিয়ারত লাভে গৌরবান্বিত হইত, আর যাহাকে নিষেধ করিতেন সে ব্যক্তিকে তথায় প্রবেশ ও জিয়ারত করিতে বাধা দেওয়া হইত। কিছু সময় পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকিল এবং বহু লোক তাঁহার জিয়ারত লাভে গৌরাবান্বিত হইলেন। শাহ্ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে হজরত শামছদ্দিন শহিদ সাহেবের প্রধান খলিফা হজরত শাহ্ গোলাম আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং এই সত্য স্বপ্ন তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া উহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত গোলাম আলি শাহ্ বলিলেন, ইহা অতি আশচার্য্যের বিষয় যে, আপনি দ্বিতীয় ইউছোফ হইয়া স্বপ্নের মর্ম্ম আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তখন মাওলানা বলিলেন, আমি এই আশ্চর্য্যজনক স্বপ্নের বৃত্তান্ত আপনার পাক মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। শাহ্ গোলাম আলি সাহেব বলিলেন, আমার ধরণায় ইহার মর্ম্ম ইহাই বিবেচিত হয় যে, হজরত সৈয়দ হাছান (রঃ) যিনি মুরিদগণকে হজরত রাছুল (ছাঃ) এর দর্শন লাভ করাইয়া দিতেন। অদ্য দেড় শত বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, সেই হইতে লোকদিগের হেদাএতের জন্য রাছুল (ছাঃ) এর তাওয়াজ্জোহ রহিত হইয়া গিয়াছিল। এই স্বপ্নে বুঝা যাইতেছে যে, আপনার কিম্বা আপনার কোন উপযুক্ত মুরিদের হস্তে যে হোদাএতের পথ দেড় শত বৎসর হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা প্রসারিত হইবে। মাওলানা ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমার ধারণায় এই স্বপ্নের মর্ম্ম ইহাই বিবেচিত হয়। এই স্বপ্নের পরে এক সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছিল না, এমতাবস্থায় সৈয়দ সাহেব দ্বিতীয় বার দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আকবর আবাদি মছজিদে অবস্থিতি স্থান স্থির করিলেন। তিনি ছয় বৎসর কাল অরণ্যে নির্জ্জন অবস্থায় দুই প্রাকর ছলুক সমাপন করিয়া এরূপ পরিষ্কৃত ও আলৌকিত হইয়া ছিলেন যে, উহার প্রতিবিম্ব প্রত্যেক পবিত্র অন্তরে প্রতিফলিত হইতেছিল। তখন লোক চারিদিক হইতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।”

আরও ১৬-১৯ পৃষ্ঠা;—

“মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব উক্ত আকবরাবাদী মছজিদে অবস্থিতি করিতে ছিলেন; সেই সময় তিনি এক দিবস মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে নামাজের নিগূঢ় তত্ত্ব ও হুজুরে কলবের সমালোচনা হইল, মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব বলিলেন, উক্ত বষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তাছাওয়াফ ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত কেতাবগুলিতে সুন্দর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কামেল মোর্শেদের অছিলা ব্যতীত ইহা লাভ হওয়া অতি সঙ্কট, বরং অসম্ভব। যদি এই আগন্তুক যুবক সৈয়দ সাহেবের নিকট শিক্ষা করা যায়, তবে অতি উত্তম। তৎশ্রবণে মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব তৎক্ষণাৎ সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার নিকট এই মতলব পেশ করিলেন। তখন সৈয়দ সাহেব নামাজের নিগূঢ় মর্ম্ম ও হুজুরে কলবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, হে মাওলানা, কেবল মৌখিক শিক্ষা প্রাদানে এই শ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ হইতে পারে না। আপনি আমার সহিত মোক্তাদি হইয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়ুন। সেই সময় মাওানা আব্দুল হাই সাহেব দণ্ডায়মন হইয়া তাঁহার পতশ্চাতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িলেন। ঐ দুই রাকায়াত নামাজে নামাজের সমস্ত গুপ্ততত্ত্ব তাঁহার পক্ষে প্রাকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বলেন, আমি যাহা কিছু উক্ত দুই রাকায়াত নামাজে পাইয়াছি, তাহা সমস্ত জীবনে ও সমস্ত কেতাবে পাই নাই। তাঁহার এই দুই রাকায়াত নামাজে ছোবহে ছা'দেক হইয়া গেল, বরং তিনি উহাতে চর্ম্মচক্ষে কা'বাগৃহ সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার হস্তে বয়য়ত হইলেন। এই সংবাদ দিল্লীর লোকেরা অবগত হইলেন, তন্মধ্যে অন্ত-অন্ধর লোকেরা উক্ত মাওলানার দুর্ণাম করিয়া বলিতে লগিল যে, ইনি এত বড় অদ্বিতীয় আলেম ও সুবক্তা ফাজেল হইয়া একজন সামান্য লোকের মুরিদ ও সেবক হইয়া গেলেন। তৎপরে এই অন্ধরা এই সংবাদ মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের নিকট পেশ করিল, ইহাতে উক্ত মাওলানা, সৈয়দ সাহেবের উচ্চ দরজার কথা প্রকাশ করিয়া তাহদিগকে তাঁহার নিকট মুরিদ হইতে উৎসাহ দিলেন, অনেক সৌভাগ্যবানেরা তওবা করিয়া তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া গেলেন। এই সময় দূর দূরের শত শত আলেম-ফাজেল ও ইমানদার পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মুরিদ হইতে লগিলেন, মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেবের সমস্ত খান্দান,

মৌলবি অজিহদ্দিন, হাকিম মোগিছদ্দিন, হাফেজ মঈনদ্দিন, মৌলবি মোহাম্মদ ইউছুফ সাহেবগণ ও তাঁহার শত শত মুরিদ হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়রত লাভে সৌভাগ্যবান হইলেন।"

আরও ২১/২২ পৃষ্ঠা ;—

"এই বার সৈয়দ সাহেব কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থিতি করিলেন, বহু লোক তাঁহার নিকট ফয়েজ লাভ করিলেন, সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী কছ্বা ও শহর সমূহ হইতে শত শত লোক পত্র সহ তাঁহাকে দাওত দিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমরা কতগুলি লোক দিল্লীতে আসিয়া আপনার নিকট ফয়েজ লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্রগণ আপনার ফয়েজ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছেন। তখন হজরত সৈয়দ ছাহেব উক্ত পত্রগুলি হজরত মাওানা শাহ্ আব্দুল আজিজ ছাহেবের নিকট পেশ করিয়া উক্ত কছবা ও শহরগুলির দিকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি চাহিলেন। সেই সময় মাওলানা ছাহেব আনন্দিত ভাবে নিজের পরিধেয় একটি কাল পাগড়ি ও একটি শুভ্র পিরহান তাঁহাকে স্বহস্তে পরিধান করাইয়া বিদায় দিলেন। প্রথমে তিনি ফুল্ত নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন; তথায় শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আহলোল্লাহ সাহেবদ্বয়ের আত্মীয় স্বজনেরা বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই সৈয়দ সাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া শেরক বেদয়াত ত্যাগ করতঃ সুন্নতের অনুসরণকারি হইয়া গেলেন। তৎপরে মোজাফফরনগর, লোহারি, ছাহারণপুর, গডমুক্তির, রামপুর, বেরিলি, সাহজাহানপুর ইত্যাদি বহু শহরে ভ্রমণ করিয়া বহু সংখ্যক লোককে মুরিদ করিয়া সত্য পথে আনয়ন করিলেন।"

আরও ৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

মৌলবি আব্দুল আহাদ সাহেব বলিয়াছেন যে, হজরত সৈয়দ ছাহেবের হস্তে চল্লিশ সহস্রের অধিক হিন্দু ইত্যাদি অমুসলমান, মুসলমান হইয়াছিলেন, প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমান তাঁহার হস্তে মুরিদ হইয়াছিলেন। আর তাঁহার খলিফাগণের ও খলিফাগণের মুরিদের সংখ্যা কয়েক কোটি হইবে।"

সৈয়দ সাহেবের খলিফাগণের তালিকা

তাওয়ারিখে আজিবা, ১৩৯-১৪১, ৬০/৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা ;—

সৈয়দ সাহেবের খলিফা কয়েক সহস্র ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ খলিফা কারামতধারি ওলি ছিলেন; ইসলাম জগত, বিশেষতঃ হিন্দুস্তান তাঁহার খলিফাগণ কর্তৃক হেদাএত প্রাপ্ত হইয়াছিল, এস্থলে কতকগুলি খলিফার নামোল্লেখ করা হইতেছে ঃ—

১। মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব, ইনি মাওলানা শাহ আব্দুল অজিজ সাহেবর জামাতা ছিলেন।

২। মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব, ইনি উক্ত শাহ সাহেবের ছোট ভাই।

৩। মাওলানা মখছুছাল্লাহ্ সাহেব, ইনি মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেবর পুত্র।

৪। মাওলানা সৈয়দ মাহবুব আলি ছাহেব দেহলবী।
৫। ,, হয়দার আলি সাহেব রামপুরি।
৬। ,, মোহম্মদ আলি রামপুরী।
৭। ,, বেলাএত অলি সাহেব আজিমাবাদী।
৮। ,, অহিদদ্দিন সাহেব (ফলতি)।
৯। ,, হাফেজ কোৎবুদ্দিন সাহেব (ফলতি)
১০। ,, খোদাবখ্শ ছাহেব (মিরাট)
১১। মাওলানা মোহম্মদ সাহেব (ফলতি)
১২। ,, আহমদ্দিন সাহেব (ফলতি)
১৩। কাজি এমদদ্দিন সাহেব।
১৪। হাকিম মোগিছদ্দিন সাহেব (ছাহারানপুর)
১৫। আখোন্দশাহ মোহাম্মদ বেলএতি
১৬। মাওলানা হবিবুল্লাহ্ সাহেব (কান্দাহার)
১৭। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (গজনি)
১৮। মুনশী জহুর আলি সাহেব।
১৯। পিরজী মহমুদ শাহ সাহেব জাঁহজাহানাবি
২০। গোলাম ছোবহানি সাহেব জাঁহজাহানাবি।
২১। আখোন্দ আব্দুল আজিজ সাহেব।

২২। মুফ্‌তি মাওলানা এলাহিবখস সাহেব কাঁন্ধালাবি।

২৩। হাজি শাহ আব্দুর রহিম সাহেব বেলাএতি।

২৪। মিয়াঁজি শাহ্ নুর মোহম্মদ সাহেব (ইনি হাজি মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর মোর্শেদ)

২৫। মাওলানা ছাখাওয়াত আলি সাহেব জৌনপুরী।

২৬। মাওলানা কারামত আলি সাহেব জৌনপুরী।

২৭। মাওলানা শোজয়াত আলি সাহেব আজিমাবাদী।

২৮। শাহ মোহম্মদ হোছাএন সাহেব।

২৯। মাওলানা গোলাম জিলানি সাহেব রামপুরী।

৩০। মাওলানা মোহাম্মদ আজিম সাহেব পেশায়ারি।

৩১। মাওলানা ফখরদ্দিন সাহেব ছাহারানপুরী।

৩২। মাওলানা নছিরদ্দিন সাহেব দেহলবি।

৩৩। মাওলানা খোর্রম আলি সাহেব বলহুরি।

৩৪। মাওলানা সৈয়দ আওলাদ হাছান সাহেব কান্নুজি।

৩৫। মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ সাহেব কাশমিরী।

৩৬। মাওলানা শেহাবদ্দিন সাহেব বাটালবি (পাঞ্জাব)

৩৭। মাওলানা মিয়াঁ ফজল সাহেব শিয়ালকুটি।

৩৮। সৈয়দ আব্দুল্লাহ সাহেব।

৩৯। মাওলানা একরামদ্দিন সাহেব দেহলবি।

৪০। মাওলানা হয়দর আলি সাহেব হুসইয়ারপুরী।

৪১। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বেনারাছি।

৪২। মাওলানা শাহ লোৎফুল্লাহ সাহেব ছিলুনি।

৪৩। মাওলানা নেজামদ্দিন সাহেব দেহলবি।

৪৪। কাজি ইউছফ সাহেব মুরকি (বোম্বাই)

৪৫। মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব (বোম্বাই)

৪৬। মাওলানা সেখ জিওন সাহেব।

৪৭। মাওলানা অব্দুল জলিল সাহেব (কোএল)

৪৮। মাওলানা সৈয়দ কাছেম ছাহেব নছিরাবাদী (অযোধ্যা)

৪৯। মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ সাহেব (মখজনে-আহমদির প্রণেতা)।

৫০। মাওলানা সৈয়দ ইয়াকুব সাহেব

৫১। মির আহমদ অলি সাহেব (রায় বেল্লোর, মাদ্রাজ)

৫২। সৈয়দ মোহাম্মদ হামজা সাহেব (ব্রহ্মদেশ)

৫৩। মাওলানা মহম্মদ ইয়াকুব সাহেব (দিল্লী)

৫৪। মাওলানা শাহ্ ইসহক সাহেব (দিল্লী)

৫৫। মাওলানা মোরতাজা খাঁ সাহেব (রামপুর)

৫৬। মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ হোছাএন সাহেব (মোজাফফার নগর)
।

৫৭। মাওলানা চিশ্তি সাহেব (কাঁন্ধালা)

৫৮। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব।

৫৯। হাফেজ মহম্মদ ছিদ্দিক সাহেব ((পেশওয়ারি)

৬০। মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব (নওয়াখালি)

৬১। সুফি নূর মোহম্মদ সাহেব (নেজামপুর, চট্টগ্রাম)

৬২। শেখ মোহাম্মদ ওমার মুফতিয়েমক্কা (ইনিশায়খোলওলমা আব্দুর রহমান ছেরাজের শিক্ষক)

৬৩। সৈয়দ আকিল।

৬৪। সৈয়দ হামজা; (এই দুই বোজর্গ মক্কাশরিফের ওলি ছিলেন, ইহারা কাশফের দ্বারা সৈয়দ সাহেবের দরজা অবগত হইয়া তাঁহার হস্তে মুরিদ হইয়া ছিলেন।)

৬৫। খাজা আলমাছ (ইনি মদিনাশরিফের গওছ ও প্রধান ওলি ছিলেন)

৬৬। শেখ মোস্তাফা মেরদাদ (ইনি মক্কাশরিফের হানাফি মোছাল্লার এমাম ছিলেন)

৬৭। শেখ সামছদ্দিন শাতা মিসরি (ইনি বায়তুল্লাশরিফের ওয়ায়েজ (উপদেষ্টা ছিলেন)

৬৮। শেখ মোহাম্মদ আলি হিন্দি (ইনি মক্কাশরিফের মোদার্রেছ)

৬৯। হাফেজ মাগরেবি শেখ আহমদ বেনি ইদরিছ (ইনি মগরেবি বাদশাহের উজির ও হাফেজে সহিহ্ বোখারি)

৭০। ওমার বেনে আব্দুর রাছুল (প্রসিদ্ধ ওলিও হানাফি মোহাদ্দেছ)

৭১। শেখ বোখারামি (মদিনাশরিফের মোদার্রেছ) এইরূপ অরব, রুম, শাম, মিসর, বলগারের সহস্র আলেম ও আম লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন।

ইজাহোল হক পুস্তকে আছে ঃ—

৭২। মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব কলিকাতার কোতব।

৭৩। মাওলানা রমিজদ্দিন সাহেব (সুন্দিপ, নওয়াখালি)

৭৪। মাওলানা হাফেজ হাতেম আহমদ সাহেব (কলিকাতা)

৭৫। মাওলানা মোহম্মদ অজিহ্ সাহেব (কলিকাতা মাদ্রাসার মোদার্রেছ আওউল)

৭৬। কাজিওল-কোজাত মাওলানা ফজলুর রহমান কলিকাতা

৭৭। কাজি মাওলানা আব্দুল বারি (কলিকাতা)

৭৮। মৌলবি আবুল হাছান সাহেব।

৭৯। কাজি মাওলানা গোলাম ছোলায়মান সাহেব।

৮০। মাওলানা শাহ আহমদ জৌনপুরী।

হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ (রহঃ)র এলমে-লাদোন্নির অবস্থা।

তাওয়ারিখে আজিবা, ৮ পৃষ্ঠা:—

“হজরত হাদিয়ে জামান সৈয়দ আহমদ ছাহেব জনাব মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ ছাহেবের মাদ্রাসায় জাহেরি এল্ম শিক্ষা করিতেন। এক দিবস তিনি কেতাব দেখিতেছিলেন, এমতাবস্থায় উহার অক্ষর তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, কেবল কেতাবের কাল কাল পৃষ্ঠা তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন তিনি ধারণা করিলেন যে, তিনি চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রভাতে তিনি এই ব্যাপার মাওলানা শাহ, আব্দুল আজিজ

রহমতুল্লাহে আলায়হের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেবল কেতাব এইরূপ বলিয়া বোধ হয় কিম্বা সমস্ত বস্তু এইরূপ বোধ হয়? সৈয়দ সাহেব বলিলেন কেবল কেতাব এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য সমস্ত বস্তু স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তখন মাওলানা শাহ ছাহেব বলিলেন, তুমি কেতাব রাখিয়া দাও। খোদাতায়ালা তোমাকে অন্যান্য কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তোমার লেখাপড়ার দরকার নাই। খোদাতয়ালা তোমাকে জাহেরি শিক্ষকের শিক্ষা প্রদান ব্যতীত সমস্ত এল্‌ম ও হেকমত শিক্ষা দিবেন।"

তাওয়ারিখে-আজিবা, ৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

জনাব সৈয়দ ছাহেব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া এক দিবস গঙ্গা নদীর উপকূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন পাদরী আগ্রহ সহকারে উক্ত হজরতকে নিজের বাটিতে লইয়া গিয়া বলিলেন, জনাব, আমি আপনার নিকট কিছু শুনিতে চাহি। সৈয়দ ছাহেব বলিলেন, আপনি কি বষয় শুনিতে চাহিতেছেন? পাদরী বলিলেন, আপনি জ্যামিতির কিছু উল্লেখ করুন, কিন্তু তিনি উক্ত বিদ্যার কিছুই জানিতেন না। তখন তিনি আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ হইতে উক্ত বিদ্যা সংক্রান্ত এরূপ তত্ত্ব অবগত হইলেন যে, যদি ইউক্লিড্‌ জীবিত থাকিতেন, তবে ইনি তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। পাদরি তাহার জ্যামিতি সংক্রান্ত সমালোচনা শ্রবণ করতঃ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন এবং বলিতে লগিলেন যে আমাদের জ্যামিতি জানিবার দাবি একেবারে বাতীল। এই হজরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জ্যামিতি-তত্ত্ববিদ আর কেহ নাই।"

উক্ত কেতাব, ৭০/৭১ পৃষ্ঠা ঃ—

"মাকালতে-তরিকত প্রণেতা লিখিয়াছেন, সেই সময় হজরত সৈয়দ ছাহেবের এল্‌মে-লাদুন্নির এত উন্নতি হইয়াছিল যে, মাওলানা এছমাইল ও মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবদ্বয় এল্‌মি সন্দেহ তাঁহার নিকট হইতে ভঞ্জন করিয়া লইতেন। একদিবস হজরত সৈয়দ ছাহেব মৌলবি অহিদদ্দিন ছাহেবকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট কোন এল্‌মি কথা কেন জিজ্ঞাসা কর না? তিনি বলিলেন, যে কথা আমার পক্ষে অতি জটিল বলিয়া বোধ হয়, নিজের

শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া থাকি। আমার এরূপ যোগ্যতা ও সাহস নাই যে, আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি নিতান্ত জেদ করিয়া বলিলেন, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর। সেই সময় মৌলবি ছাহেব নিরূপায় হইয়া গোছল সংক্রান্ত বিপরীত বিপরীত দুইটি হাদিছ ও হাজারে-আছওয়াদ সংক্রান্ত হাদিছ সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। হজরত সৈয়দ ছাহেব অতি সুন্দর ভাবে প্রশ্ন দুইটির উত্তর প্রদান করিলেন।''

উক্ত কেতাব, ৫৩ পৃষ্ঠা ঃ—

''মৌলবি নেছর আলি ছাহেব বলিয়াছেন, সৈয়দ ছাহেবের উন্নতির পরে মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবী নিজের সমস্ত মুরিদ ও শিয্যকে বলিয়াছিলেন যে, এখন যাহ কিছু হয়, সৈয়দ ছাহেবের দ্বারাই হইবে। তোমরা সকলেই তাঁহার সঙ্গী হইয়া যাও। ইহা শুনিয়া উক্ত মৌলবি ছাহেব তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত হজরতের কলিকাতায় থাকা কালে এক দিবস মৌলবী রাসেদ ছাহেব, মৌলবী মোয়াজ্জাম হোছাএন ছাহেব এবং তৃতীয় ,কজন আলেম নির্জ্জনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সুরা ফাতেহার তফছির জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈয়দ ছাহেব এরূপ সুন্দর পরিষ্কার ভাবে উহার তফছির বর্ণনা করিলেন যে, উক্ত তিন জন আলেম আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট মুরি হইয়া গেলেন এবং মার্জ্জনা চাহিলেন।''

উক্ত কেতাব, ৪৯-৫১ পৃষ্ঠা ঃ—

মালাকাতে-তরিকত প্রণেতা লিখিয়াছেন, হাফেজ একরামদ্দিন ছাহেব বেনারসে হাকিমি ঔষধ বিক্রয় করিতেন, হজরত সৈয়দ ছাহেব তথায় উপস্থিত হইলে তিনি নিজের শিক্ষক মৌলবি অহিদদ্দিন ছাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন। মৌলবি অহিদদ্দিন ছাহেব বলিলেন, বাবা! তুমি অনেক দিবস হইতে মুর্শেদ চেষ্টা করিতেছ? এখন সৈয়দ সাহেবের নিকট মুরিদ হও। ইহার পরে এরূপ পীর পাওয়া সঙ্কট হইবে। ইহাতে হাফেজ ছাহেব বলিলেন, যতক্ষন রাছুলে-খোদা (ছাঃ) আমাকে মুরিদ হইতে অনুমতি না দেন, ততক্ষণ আমি মুরিদ হইব না। মৌলবি অহিদদ্দিন ছাহেব হজরত সৈয়দ ছাহেবের নিকট

ইহা প্রকাশ করিলে, তিনি, একটি দরুদ শরিফ লিখিয়া মৌলবী ছাহেবের দ্বারা পাঠাইয়া বলিলেন, হাফেজ ছাহেব যেন শয়নের অগ্রে ইহা পাঠ করিরা শুইয়া যান। হাফেজ ছাহেব তাহাই করিলেন, ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর সৈয়দ আহমদ ছাহেব কি আপনার বংশধর? হজরত বলিলেন, হাঁ আমার বংশধর। তৎপরে হাফেজ ছাহেব জিজ্ঞাস করিলেন, হুজুর আমি কি তাহার হাতে বয়য়ত হইব? হজরত বলিলেন, তাহার হাতে বয়য়ত হইলে, আমার হাতে বয়য়ত করা হইবে। প্রভাতে তিনি হজরত সৈয়দ ছাহেবরে নিকট এই স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট মুরিদ হইয়া গেলেন। এক সময় হজরত সৈয়দ ছাহেব বলিলেন, হাফেজ ছাহেব, আমি তোমাকে নিজের খলিফা মনোনীত করিলাম তুমি এখন হইতে ওয়াজ করিত থাক। হাফেজ ছাহেব বলিলেন, আমার ওয়াজ করার পরিমাণ এল্‌ম নাই। সৈয়দ সাহেব সভাস্থ লোককে তাহার জন্য দোওয়া করিতে বলিলেন এবং দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল, হে খোদা তুমি বিনা উপকরণে আসমান সৃষ্টি করিয়াছ, বিনা স্তম্ভে শূন্যামার্গে আসমান স্থির রাখিয়াছ, উনান হইতে পানি জারি করিয়াছ, প্রস্তর হইতে উষ্ট্রীকা বাহির করিয়াছ, হজরত আদম (আঃ) কে বিনা পিতামাতা ও হজরত ইছা (আঃ) কে বিনা পিতা সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমাদের উম্মি নবিকে প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত লোকের এল্‌ম প্রদান করিয়াছ। এই ব্যক্তিকে উম্মি নবির বরকতে জাহেরি ও বাতেনী এল্‌ম প্রদান কর। ইহাতে হাফেজ ছাহেবের বক্ষঃ প্রসারিত হইয়া গেল। সেই হইতে তিনি হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবের হুকুমে ওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে কেহ তাঁহার ওয়াজ শুনিত, আশ্চার্য্যান্বিত হইত। তিন দিল্লীর জামে'মছজিদে ওয়াজ বর্ণনা করিলে সমস্ত শহরে তাহার ওয়াজের প্রশংসা বিঘোষিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, মাওলানা এছমাইল সাহেবের পরে আর এরূপ ওয়াজ শ্রবণ করি নাই। ইহা শুনিয়া মুফ্‌তি ছদরদ্দিন খাঁ ও মাওলানা ফজলে হক সাহেবদ্বয় তাঁহার ওয়াজে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কয়েকটি প্রশ্ন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ওয়াজের মধ্যে নানা প্রকার এল্‌ম হেকমত

ও কোর-আন শরিফে নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করিতে লগিলেন এবং মৌলবী ও মুফ্তী ছাহেব দ্বয় যে প্রশ্নগুলি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন, ইনি সুন্দররূপে তৎসমস্তের উত্তর দিয়া দিলেন। ওয়াজের পরে উক্ত আলেমদ্বয় তাঁহার সহিত মোছাফাহা করিয়া বলিলেন, ভাই! তোমার ইহা এল্‌মে-লাদোন্নি, এই এল্‌ম সৈয়দ সাহেবের বরকতে লাভ হইয়াছে।''

হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ সাহেব ইচ্ছা করিলে, চৈতন্যাবস্থায় হজরত নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের জিয়ারত (সাক্ষাৎ) লাভ করিতে পারিতেন বা কাশ্‌ফের শক্তি বলে এমাম আবুহানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। এমতাবস্থায় শরিয়তের জটিল মস্‌লা অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। আরও তিনি মুরিদগণকে হজরত রাছুল ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে সক্ষম ছিলেন। ইহা এখনও তাহার তরিকায় প্রচলিত আছে।

তাওয়ারিখে আজিবা, ৯/১০ পৃষ্ঠা ঃ—

''রমজানের ২১ শে রাত্রে সৈয়দ ছাহেব মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই দশ রাত্রের কোন রাত্রে শবে-কদর পাওয়ার চেষ্টা করিব? মাওলানা ছাহেব হাস্য করিয়া বলিলেন, হে প্রাণাধিক পুত্র! যেরূপ তুমি সর্ব্বদা রাত্রি জাগরণ করিয়া থাক, এই রাত্রি সমূহে ঐরূপ নিয়মিত জাগরণ করিবে। ২৭ শে রাত্রিতে সৈয়দ সাহেব সমস্ত রাত্রি জাগরণের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সেই রাত্রে এশার পরে তাঁহার নিদ্রা এত প্রবল হইল যে, দুই চারি রাকয়া'ত নফল ব্যতীত আর কিছুই পড়িতে পারিলেন না। রাত্রির শেষ তৃতীয় অংশ বাকি থাকিতে দুইজন লোক অসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জাগাইয়া দিলেন, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার ডাহিন দিকে হজরত রসুলে খোদা (ছাঃ) ও বামদিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) বসিয়া বলিতেছেন, হে আহমদ! সত্ত্বর উঠিয়া গোসল কর। সৈয়দ ছাহেব চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত অবস্থায় হাওজের নিকট গোসল করিয়া লইলেন। যখন তিনি গোছল করিতেছিলেন, তখন তিনি উক্ত হজরতদ্বয়কে সেই স্থানে বসিতে দেখিয়াছিলেন। গোছল করার পরে তিনি

তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত বলিলেন, হে পুত্র! অদ্য শবেকদর, তুমি দোয়া, মোনাজাত ও জেকরে লিপ্ত হও। ইহা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

হজরত বলিয়াছেন, من رأنی فی المنام فسیر انی فی الیقظة

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নযোগে দেখিল, সে ব্যক্তি অতি সত্ত্বর চৈতন্যাবস্থায় আমাকে দেখিবে।"

মাওলানা শাহ আব্দুল হক্ দেহলবী (রঃ) আশেয়াতোল লাময়াত টিকায় ৩/৬৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

বাহাজাতোল আছারারে লিখিত আছে যে, এক দিবস পীরান পীর হজরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কাঃ) ওয়াজ করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে আদবের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তৎপরে মিম্বারের উপর উঠিয়া পুনরায় ওয়াজ করিতে আরম্ভ করেন। ওয়াজ শেষ হইলে, হজরত পীরান পীর বলিলেন, এক্ষণে হজরত নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই জন্য আমি এইরূপ করিয়াছিলাম।"

উক্ত কেতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় ও মিজানে-শায়ারানির ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

"পীর হজরত আবুল হাসান শাজেলি শেখ আবুল আব্বাছ মার্ছি বলিতেন, যদি আমরা এক মুহূর্তে হজরত নবি (ছাঃ) কে দেখিতে না পাই, তবে নিজেদিগকে ইমানদার বলিয়া ধারণা করি না।"

হজরত মাওলানা কোৎবে রব্বানি গোলম ছালমানি ছাহেব মরহুমের মুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব মোহাদ্দেছ জনাব মাওলানা ছায়াদত হোছাএন মরহুম ছাহেব আনেক সময় আমাদের দাদাপীর জনা বহজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিষয়ের সমালোচনা করিতেন। এক দিবস দাদাপীর ছাপেব একটি হাদিসের কথা উত্থাপন করিলেন। মাওলানা মরহুম বলিলেন, জানাব এই হাদিছটি সহিহ নহে। ইহা কোন হাদিছের কেতাবে দেখি নাই। ইহার কোন

ছনদ নাই। তৎশ্রবনে হজরত দাদাপীর ছাহেব বলিলেন যে, হাঁ, ইহা সহিহ হাদিস। এদিকে মাওলানা মোহাদ্দেছ মরহুম ইহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। হঠাৎ মাওলানা মরহুম মুর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দাদাপীর ছাহেব উক্ত মাওলানা গোলাম ছালমানি ছাহেবকে তাঁহার মস্তক ও মুখে পানি দিতে বলিলেন। তিনি একটুপরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া আদবের সহিত বসিয়া বলিলেন, হাঁ জনাব উক্ত হাদিছটি সহিহ। মোহাদ্দেছ ছাহেব চলিয়া গেলে মাওলানা গোলাম ছালমানি ছাহেব বলিলেন, হজরত এ কি ব্যপার? দাদাপীর ছাহেব বলিলেন, উক্ত মাওলানা ছাহেব একটি হাদিস 'সহিহ না' বলিয়া দাবি করিতেছিলেন, এজন্য আমি মাওলানার উপর 'এস্তেগ্রাকে'র ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া জনাব হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম। উক্ত হজরত (ছাঃ) তাহাকে তিনিবার বলিলেন, হাঁ এই হাদিসটি সহিহ। মাওলানা মহাদ্দেছ ছাহেব এই জন্য চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন যে, হাঁ,হাদিসটি সহিহ। সেই হইতে মাওলানা ছাহেব দাদাপীর ছাহেবের নিকট আসিলে, খুব আদবের সহিত বসিতেন ও কথা বলিতেন।''

মূলকথা, জামানার আলেমেরা কেতাব পড়িয়া হাদিস অবগত হইয়া থাকেন, আর এলমে-লাদোন্নি প্রাপ্ত মোকাশাফা বিশিষ্ট ওলিরা হজরত নবী (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাদিস অবগত হইয়া থাকেন।

হজরতমুছা (আঃ) তওরাতের হাফেজ ও মহা পয়গম্বর হইয়াও এলমে-লাদোন্নি প্রাপ্ত হজরত খেজেরের নিকট শিক্ষা লভের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

এলমে-লাদোন্নি যাহা জাহেরী শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে শিক্ষা লাভ করা যায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত তরিকত দর্পনের ১৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

খোদাতায়ালার মর্জ্জিতে এই এলমে লাদোন্নির ফয়েজ হজরত মাওলানা ছুফি নুর মোহাম্মদ ছাহেব ও হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের অছিলায় আমাদের হাদিয়ে জামান, কোৎবোল আকতাব ও গওছে ছামদানি ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহা কর্ত্তৃক তাঁহার কতক শিষ্য এই ফয়েজ লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের কারামত

১। তাওয়ারিখে আজিবা, ৫৩ পৃষ্ঠা ঃ—

“মখজনে-আহমদিয়া প্রণেতা লিখিয়াছেন, কলিকাতা শহরে একজন মহা অর্থশালী লোক ছিল, কিন্তু সর্ব্বদা মদপানে রত থাকিত। সেই লোকটি এক দিবস হজরত সৈয়দ ছাহেবের খেদমত শরীফে উপস্থিত হইয়া বলিতে লগিল, হুজুর, আমি মদ পান করিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি উহা পান করা ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। আমি আপনার নিকট সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করিতে পারি, কিন্তু পদপান ত্যাগ করিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা বাব তাহাই করিও, কিন্তু আমার সাক্ষাতে মদ পান করিও না। সে ব্যক্তি শর্ত্ত স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট অন্যান্য গোনাহ সকল হইতে তওবা করিয়া বয়য়ত হইল। বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার মদ পানের ইচ্ছা প্রবল হইলে, চাকরের নিকট মদ চাহিল। চাকর পিয়ালায় মদ ঢালিয়া তাহার নিকট আনয়ন করিল। যখনই সে ব্যক্তি পিয়ালাটি মুখের নিকট আনয়ন করিল তখনই দেখিতে পাইল যে, হজরত সৈয়দ ছাহেব দাঁতে আঙ্গুলি ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি পিয়ালাটি নিক্ষেপ করিয়া তওবা তওবা করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তৎপরে আর হজরত সৈয়দ সাহেবকে তথায় দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে বুঝিল যে, হয়ত তাহার ভ্রান্তি হইয়াছে। হজরত সৈয়দ ছাহেব এখানে কিরূপে আসিবেন ? দ্বিতীয় বার সে ব্যক্তি চাকরকে হুকুম দিল যে, অন্য একটি পিয়ালা করিয়া মদ আনয়ন কর। চাকর মদ আনিলে, সে ব্যক্তি পিয়ালা হাতে লইয়া উহা পান করিার ইচ্ছা করিল। অমনি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও হজরত সৈয়দ সাহেবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া পিয়ালাটি ফেলিয়া দিল ও হজরত হজরত বলিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তৎপরে সে ব্যক্তি একটি কামরায় প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া মদের পিয়ালা মুখের নিকট লইয়া যাওয়া মাত্রই হজরত সৈয়দ ছাহেবকে সম্মুখে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিয়ালাটি ফেলিয়া দিল এবং তাঁহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরূপায় হইয়া পায়খানার মধ্যে মদ পান করার ইচ্ছা করা মাত্র

উক্ত হজরতকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া মদ পান হইতে তওবা করিল এবং সমস্ত শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল।"

২। উক্ত কেতাব, ৫৯ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত সৈয়দ সাহেবের হজ্জে যাওয়া কালে সমুদ্রের মধ্যে ষ্টিমারে মিষ্ট পানি শেষ হইয়া গিয়াছিল। জাহাজের পরিচালকগণ উক্ত হজরতকে ইহা অবগত করাইয়া দেন। তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিতে বলিয়া গেলেন। দোওয়ার সময় তাঁহার প্রতি এলহাম হইল যে, আল্লাহ তায়ালা এই স্থনের সমুদ্রের পানি মিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় পানি জাহাজে পূর্ণ করিয়া লও। তখন হজরত জাহাজের পরিচালকগণকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আবশ্যক মত মিষ্ট পানি সমুদ্র হইতে তুলিয়া জাহাজ পূর্ণ করিয়া লইলেন। সেই পানি অতি মিষ্ট ও পরিস্কার ছিল।

৩। আরও উক্ত কেতাব, ৬৬ পৃষ্ঠা ঃ—

হজরত সৈয়দ সাহেব হজ্জ হইতে ফিরিয়া অসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কলিকাতার ,কজন নামজাদা আলেম সৈয়দ ছাহেবের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিত। এক দিবস মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব তাঁহাকে উক্ত হজরতের নিকট লইয়া গেলেন, তিনি সেই সময় কোন দাওয়াতে আহার করিতেছিলেন। উক্ত সাহেবদ্বয়কে দেখিয়া কছু ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন এবং উক্ত নামজাদা আলেমের হাত ধরিয়া বলিলেন,আপনি হাত ধুইয়া শরিক হইয়া যান। হাত ধরা মাত্র উক্ত আলেম ছাহেব অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া তওবা করতঃ ভক্তির সহিত তাঁহার হাতে মুরিদ হইয়া গেলেন। তিনি বলিতেন যে, সৈয়দ ছাহেব যখন আমার হাত ধরিয়াছিলেন, তখনই খোদাতায়ালার রহমতের ফয়েজ পতনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ মানতেক, হেকমত ইত্যাদি নাপাক এল্‌মগুলি আমার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং খোদাপ্রাপিতর পথ আমার পক্ষে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সৈয়দ সাহেব তাঁহাকে একটি পিরহান দিয়াছিলেন। কলিকাতার উচ্চ আদালতের মুফ্‌তি পদ খালি হইলে, তিনি উক্ত পিরাহন দুই হস্তে ধরিয়া

খোদাতায়ালার নিকট এইরূপ দোওয়া করেন 'খোদাতায়ালা তুমি ইহার বরকতে উক্ত পদ আমার নামে নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।'' তাঁহার এই দোওয়া খোদাতায়ালার দরবারে মকবুল হয় এবং তিনি উক্ত পদের অধিকারী হন।

৪। উক্ত কেতাব, ৩৮/৩৯ পৃষ্ঠা ঃ—

''হজরত সৈয়দ সাহেব আপন ভগ্নিকে একটি টাকা বরকতের জন্য দিয়াছিলেন, তিনি উক্ত টাকাটি একটি সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার যত টাকার দরকার হইত, উক্ত সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ব্যয় করিতেন, কখনও তাঁহার টাকার অভাব হইত না। এক দিবস তিনি সৈয়দ ছাহেবকে ইহা অবগত করাইলেন। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া সেজদায় পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন।''

৫। ''হজরত সৈয়দ ছাহেব মেহমানদিগের আধিক্য বশতঃ একখানা পৃথক ঘর প্রস্তুত করার ইচ্ছায় সঙ্গিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতেন। সেই স্থানের এক মাইল দূরে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ কাটা হইয়াছিল, দুই তিন খানা গাড়ীতেও উহা আনয়ন করা অসম্ভব ছিল। হজরত সৈয়দ ৭১ জন লোককে উক্ত বৃক্ষটি টানিয়া আনিতে পাঠালেন, কিন্তু তাহারা একযোগে চেষ্টা করিয়াও উহা নাড়াইতে পারিলেন না। তখন হজরত সাহেব তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পৃথক হইয়া যাও। তৎপরে তিনি নিজে তিনজন আলেম সঙ্গে লইয়া উচ্চস্বরে আল্লাহো আকবর বলিতে বলিতে শতাধিক মণ ওজনের বৃক্ষকে ধাক্কা দিতে লগিল। প্রথম ধাক্কাতেই উহা ফুটবলের ন্যায় গড়াইতে লগিল অল্প সময়ের মধ্যে বৃক্ষটি তাঁহার বারম্বার ধাক্কাতে বাটীর নিকট পৌঁছিয়া গেল। যখন তিনি বৃক্ষটিকে ধাক্কা দিতেছিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে একটি জজ্‌বার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক হইয়া বলিতে লগিলেন, হুজুর যখন আপানার এরূপ করার ইচ্ছা ছিল তখন কেন আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পাঠাইলেন? হজরত সৈয়দ সাহেব বলিলেন, ইহাত তোমাদের বরকতে হইয়াছে, নতুবা আমি একজন খাকছার ব্যক্তি।''

৬। উক্ত কেতাব, ২০/২১ পৃষ্ঠা;—

''এক সময় জনাব সৈয়দ ছাহেব হোজরাতে শয়ন অবস্থায় চিন্তা করিতে

লগিলেন, জানিনা যে, এই জামানায় দুনইয়ার কোৎবোল-আকতাব (বা গওছ) কে আছেন? তখন তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিলেন,আল্লাহ তুমি তাঁহার জিয়ারত দ্বারা আমাকে গৌরবান্বিত কর।" এই দোওয়া করা মাত্র উহা কবুল হইয়া যায়। সেই সময় আল্লাহতায়ালা বাতাসকে হুকুম দিলেন যে, যেন বিছানা সহ ছৈয়দ সাহেবকে অতি সত্বর উক্ত কোৎবোল আকতাবের নিকট পৌছাইয়া দেয়। উক্ত হজরত অনেক দেশ, পাহাড় ও বন জঙ্গল দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে শাম দেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন যে, উক্ত কোৎবোল-আকতাব একজন সুন্দর যুবক, তাঁহার চেহারাটি অতি নূরানি (আলোক ময়), বংশে সৈয়দ হোসায়নি, নদীর উপকূলে ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন। তিনি প্রাকাশ্যভাবে হজরত সৈয়দ ছাহেবের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করিলেন না। তখন সৈয়দ ছাহেব অন্তরের জবানে তাঁহাকে বলিলেন আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত আপনার সাক্ষাতে আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আল্লাহতায়ালার মেহেরবানি আমার উপর অতি অধিক আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিলেন না। এই লক্ষ্য না করার জন্য তাঁহার এক প্রকার মনঃকষ্ট উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে ইহার পরিবর্ত্তে একটি নূতন কারামত ও নেয়ামত প্রদান করিলেন। যে চল্লিশ জন গায়েবী পুরুষ কোৎবোল-আকতাবের জন্য নিয়োজিত করা হয়, তাহাদিগকে উক্ত হজরত সৈয়দ ছাহেবের জন্য নিয়োজিত করা হইল। যাহা হউক, নূতন পুরস্কারের পরে আল্লাহতায়ালা যেরূপ তাঁহাকে শাম দেশে লইয়া গিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে তাঁহাকে তাঁহার বাসস্থানে পৌছাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে উপরোক্ত প্রকারে উক্ত দুনইয়ার কোৎবোল-আকতাবের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন, এবার আল্লাহতায়ালা উক্ত কোৎবোল-আকতাবকে অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরে হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলি কোৎবোল আকতাবের পদ প্রাপ্ত হইবেন। এজন্য এইবার সেই গওছ ছাহেব সৈয়দ ছাহেবের সহিত অতি ভদ্রতা ও নম্রতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তিনি সৈয়দ সাহেবের সাক্ষাতে আল্লাহতায়ালার বোজর্গী

এরূপ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, যাহা উল্লেখ করিতে রসনা (জবান) ও লেখনী একেবারে অক্ষম। তৎপরে তিনি বাসস্থানে ফিরিয়ে আসেন। এই ঘটনা ঘটিবার কয়েক বৎসর পরে সৈয়দ ছাহেব যে সময় খোরাছানে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে এই পাহাড় ও ময়দানগুলির উপর দিয়া শাম দেশে গিয়াছিলাম।”

৭। উক্ত কেতাব, ১০ পৃষ্ঠা;—

“এক দিবস বর্ষাকালে নবাব আমির খাঁ ছাহেবের সৈন্যদল এরূপ স্থানে পৌঁছিয়াছিল যে, তথায় এক সের গমের আটা বা রুটি একটি সোনার মোহর দিলেও পাওয়া যাইত না, এদিকে শত্রু সৈন্য তিন চারি ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। সেই রাত্রে তিন জন লোক সৈয়দ ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে আরজ করিলেন, হজরত আপনি দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা গায়েবি-ভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে রুজি (খাদ্য সামগ্রী) প্রদান করেন। প্রথমতঃ হজরত সৈয়দ ছাহেব তাহাদিগকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা ধৈর্য্যহারা হইয়া দোওয়া করিতে অনুরোধ করিলেন। সৈয়দ ছাহেব দোওয়া করিয়া একটি কম্বল দিয়া শুইয়া গেলেন। সেই সময় একজন লোক গরম হালওয়া পূর্ণ একখানা বড় তবক (খাঞ্চা) লইয়া তাঁহার শিরদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন যে, ইহা খোদাতায়ালার তোহফা (উপঢৌকন), আপনারা ইহা ভক্ষণ করুন। সৈয়দ সাহেব বলিলেন, আপনি একটু দেরী করুন। আমার সঙ্গী আসিলে তবকটি খালি করিয়া দিবেন। ইহাতে সেই তবক বাহক বলিলেন এই তবকটিও আল্লাহতায়ালার তোহফা, আপনি ইহা গ্রহণ করুন, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। তিনি চলিয়া গেলে সৈয়দ সাহেব বলিলেন “তোমরা আল্লাহতায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, বিনা হিসাবে রুজি দেন।” তৎপর তাহারা হালওয়া খাইয়া আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করিলেন।”

৮। উক্ত কেতাব, ২২/২৫/২৬ পৃষ্ঠা;—

“সৈয়দ ছাহেব কুএল্ নামক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় আকবর আলি খাঁ নামক একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করার ধারণায় অস্ত্র সহ তথায় উপস্থিত

হইল। তিনি এলহাম কর্ত্তৃক, অবগত হইয়া বলিলেন, এইরূপ নামধারী এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিতেছে, তাহাকে ভিতরে আসিতে বাধা প্রদান করিও না। একটু পরে সেই অস্ত্রধারী লোকটি হজরতের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল,আপনার নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। সৈয়দ ছাহেব আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা কর। ইহা বলা মাত্র তাহার সর্ব্ব শরীরে কম্পন উপস্থিত হইল। সৈয়দ ছাহেব বলিলেন, খাঁ ছাহেব ভাল ত? ইহাতে তাহার শরীরের কম্পন আরও বৃদ্ধি হইতে লগিল। তাহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া হাত লম্বা করিয়া তাহার নিকট মুরিদ হইয়া গেল। তৎপরে সে ব্যক্তি প্রকাশ করিল যে,হুজুর আমি আপনার প্রাণ হত্যা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার সম্মুখে বসিলে, আমার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এখন আমি আপনার চির গোলাম হইয়া থাকিব। এই ব্যক্তি তাহার সহিত খোরাছানে গিয়াছিল।

এইরূপ একজন সৈয়দ ছাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে, অবশেষে চৈতন্য লাভের পর তাহার নিকট মুরিদ হইয়া তাহার চিরভক্ত হইয়া যায়।”

৯। উক্ত কেতাব, ৩৫ পৃষ্ঠা;—

সৈয়দ ছাহেব লক্ষ্ণৌতে ছিলেন, এমতাবস্থায় একজন শিয়া আমিরজাদা মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কপটভাবে ভক্তি ভালবাসা ও ইমানদারি প্রকাশ করিতে লগিল। এবং তাঁহার নিকট হইতে তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করার প্রার্থী হইল। তিনি একজন কামেল মূরিদকে তাহার উপর তাওজ্জোহ দিবার হুকুম করিলেন। ইনি আল্লাহতায়ালার জেকর জারি করা মানসে তাহার লতিফা গুলির উপর তাওয়াজ্জোহ দিলেন। সেই শঠ লোকটি একটু পরে চক্ষু খুলিয়া বলিতে লাগিল যে, ইহাতে আমার উপর কোন উত্তম আছর হইল না। আপনি ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ‘শোগল’ শিক্ষা দিন। তৎপরে তিনি তাহার উপর ছোলতানো-আজকারের তাওয়াজ্জোহ দিলেন ইহাতে উক্ত কপট প্রথমোক্ত কথা বলিতে লগিল। তখন তিনি তাহার উপর সজোরে শোগলে-নফির তাওয়াজ্জোহ দিলেন, ইহাতে সে ব্যক্তি

অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ হওয়ায় ভীত ভাবে উঠিয়া বসিল এবং বলিতে লগিল যে, আমি হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। যখন আমি তাঁহার মজলিশে উপস্থিত হইলাম ,তখন আমার শিয়া মতাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি আমার উপর রাগান্বিত হইলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিলেন। আমি সেই সময় শিয়াদের বাতীল মতগুলি ত্যাগ করিয়া হজরতের হাতে মুরিদ হইয়া সুন্নি হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে উক্ত মত ত্যাগ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল ইহাতে কোন ফলদোয়া না হওয়ায় তাহাকে অতিরিক্ত প্রহারে অবশেষে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল, কিন্তু সৈয়দ ছাহেবের ফয়েজের বরকতে এই সমস্ত যাতনা উপেক্ষা করিয়া সত্যমত ও ইমানের উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাকিয়া কিছু দিবস পরে এন্তেকাল করেন।

১০। উক্ত কেতাব, ৫৪/৫৫ পৃষ্ঠা;—

“মৌলবি মোহাম্মদ আলি রামপুরি ছাহেব লিখিয়াছেন, কলিকাতায় গোলাম হোছাএন নামক একজন বড় অথশালী দালাল ছিল, তাহার ৯০ লক্ষ টাকা ছিল। কোটি টাকা পূর্ণ করার জন্য দিবা রাত্র তাহার আকাঙ্খা ছিল। এই ব্যক্তি বড় মদখোর বদকার ছিল। ছৈয়দ সাহেবের সহিত তাহার অতিশয় শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল। যেহেতু তিনি নৃত্যগীত, মদপান ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের বিষয় গুলি করিতে নিষেধ করিতেন। সৈয়দ ছাহেব তাহার অবাধ্যতা অবগত হইয়া কিছুই বলিতেন না। এক দিবস তিনি আছরের নামাজের পরে এক ময়দানে ভ্রমন করিতেছিলেন; সেই সময় তিনি হঠাৎ মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া বলিলেন, গোলাম হোছাএন দালালের উপর এইক্ষনে খোদাতায়ালার গজব নাজিল হইল। তৎপরে তিনি শহরে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, উক্ত দালাল ঠিক সেই সময় উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। যখন তাহার চৈতন্য লাভ হইত, তখন সে চীৎকার করিয়া বলিত যে, হয় সৈয়দ ছাহেবকে আমার নিট আনায়ন কর, না হয় আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাও। লোকে তাহাকে সৈয়দ সাহেবের নিকট লইয়া গেলে, সে একটু আরোগ্য লাভ করিত, তথা হইতে প্রস্থান করিলে, পুনরায় উন্মাদ হইয়া যাইত। অবশেষে ঐ অবস্থায়

বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া মরিয়া গেল।"

১১। উক্ত কেতাব, ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা;—

"নবাব অজিরোদ্দওলা ও মাখজন প্রণেতা লিখিয়াছেন, শ্রীহট্টে একজন বড় অর্থশালী হিন্দুবাস করিত। এক রাত্রে সে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে দেখিল যে, একটি বড় লম্বা সিড়ি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি উক্ত সিড়িতে আরোহণ করিয়া আসমানের উপর চলিয়া গেল। একটি দরওয়াজা দিয়া আসমানে প্রবেশ করিয়া একজন উৎক্যষ্ট পরিচ্ছদধারী রূপবান লোককে কুরছির উপর উপবিষ্ট দেখিল। এই ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আদবের সহিত ছালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, হুজুরের নাম কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমি সমস্ত মনুষ্যের পিতা আদম। তৎপরে সে ব্যক্তি তাঁহার বাম দিকে দোজখের ভীষণ যন্ত্রনা ও আজাব দেখিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল, ইহাতে উক্ত হজরত একজন লোককে বলিলেন, ইহাকে ডাহিন দিকে লইয়া যাও। সে ব্যক্তি তথাকার বেহেশ্‌তের অতুলনীয় সুখ শান্তি দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গেল। উক্ত হজরতের নিকট এই দুই স্থানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিায় তিনি বলিলেন, বেহেশত ইমানদারগরের স্থান এবং দোজখ পৌত্তলিক মোশরেক ও রাছুল অমান্যকারীদিগের স্থান। তুমি মোশরেকদিগের দলভুক্ত, যদি তুমি এই অবস্থায় মরিয়া যাও তবে দোজকে পতিত হইবে। এখনও তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয় নাই পৌত্তলিকতা শেরক ত্যাগ করিয়া ইমানদার হইয়া নিজের স্থান বেহেশ্‌ত করিয়া লইতে পার। তৎপরে তিনি বলিলেন, এই সময় সৈয়দ আহমদ নামীয় একজন আল্লাহ্‌তায়ালার হাদী কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি অতি সত্ত্বর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে বয়য়ত করিয়া ঈমানদার হও। তৎশ্রবরে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া সৈয়দ সাহেবের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট মুরিদ ও মুসলমান হইয়া গেলেন।"

১২। উক্ত কেতাব, ৫৯ পৃষ্ঠা;—

সৈয়দ সাহেব হজ্জে যাওয়া কালে আদন বন্দরে উপস্থিত হইলে, তিনি কয়েকজন লোক সহ এককানা নৌকায় উঠিয়া বন্দরে নামিলেন। শহরটি

বন্দর হইতে দূরে অবস্থিত। এদিকে সূর্য্যের এত প্রচণ্ড তাপ যে, এক পাও চলা সঙ্কট। তথায় উট ইত্যাদি কোন প্রকার বাহন ছিল না, আবার কতকের পায়ে জুতা ছিল না। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গেল যে, সম্মুখের পাহাড়ে ভাড়াটিয়া উট পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়া উট আনয়ন করা সাধ্যাতীত ছিল। তখন সঙ্গীরা নিরুপায় হইয়া হজরত সৈয়দ সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিও না, আল্লাহতায়ালা আমাদের আবশ্যকীয় বিষয় আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তৎপরে তিনি সকলকে সাত সাত বার সুরা ফাতেহা পড়িতে বলিলেন, তাহাদের উক্ত সুরা পড়া শেষ হইতে না হইতে পাহাড়ের দিক হইতে কয়েকটি উট সোজা ভাবে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে উটের পরিচালকগণ তৎসমস্তের উপর আরোহণ করাইয়া আদন শহরে পৌঁছিয়া দিল। শহরে পৌঁছিয়া দেওয়ার পরে উটগুলি ও তৎসমুদ্বয়ের পরিচালকগণ অদৃশ্য হইয়া গেল। বেতন দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। শহরের কাজির নিকট উট পরিচালকগণের রূপ ও চেহারর কথা প্রকাশ করা হইল ও তাঁহার নিকট তাহাদের বেতন গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু কাজি সাহেব বলিলেন, এইরূপ চেহরার উট পরিচালকেরা এখানে নাই। কোন গায়েবী সাহায্য তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল, যদি তোমরা এই প্রচণ্ড তাপে তোমরা উক্ত সাহায্য প্রাপ্ত না হইতে, তবে তোমরা বিনষ্ট হইয়া যাইতে।”

১৩। উক্ত কেতাব, ৭৩ পৃষ্ঠা;—

“সৈয়দ সাহেব পানিপথে পৌঁছিয়া একজন পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত লোককে চৈলৎশক্তি রহিত অবস্থায় শয্যাশায়ি দেখিয়া বলিলেন হে যুবক, উঠিয়া দাঁড়াও, আমাদের সহিত জেহাদ করিতে চল। ইহা বলা মাত্র সে ব্যক্তি এইরূপ দূরারোগ্য ব্যধি হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল, যেন ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যধি ছিল না, তৎপরে সে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হইয়া গেল।”

১৪। উক্ত কেতাব, ৩৯/৪০ পৃষ্ঠা;—

“অনেক আত্মহারা (মজজুব) ফকির, উন্মাদ ও পাগল, সৈয়দ সাহেবের সামান্য দৃষ্টিপাতে চৈতন্য লাভ করিয়া ছালেক ফকির বা সুস্থ হইয়া যাইত। তিনি যাহাকেদোওয়া করার জন্য হাত উঠাইতেন যাহার শরীরে হাত বুলাইতেন, বা কিছু পড়িয়া যাহার শরীরে ফুক দিতেন, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া যাইত।”

১৫। উক্ত কেতাব, ২৪ পৃষ্ঠা;—

“হিন্দুস্থানে যে সময় দুর্ভিক্ষের জন্য লোকেরা নিজেদের সন্তানদিগকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময় হজরত সৈয়দ সাহেবের সহিত শতাধিক লোক প্রতি সন্ধ্যায় আহার করিতেন। সৈয়দ সাহেব ভাণ্ডার রক্ষক মৌলবী মোহাম্মদ ইউছুফ সাহেবের প্রতি হুকুমকরিয়াছিলেন যে সকল লোকের জন্য একই প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা হইবে এবং খাদ্য প্রস্তুত হইলে বড় বড় দেগে রাখিয়া চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হউক। তৎপরে সৈয়দ সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত খাদ্য বস্তুকে হাত দ্বারা স্পর্শ করিয়া এই দোওয়া পড়িতেন, “হে খোদা, উহা বেশী করিয়া দাও এবং উহাতে বরকত দাও।” অবশেষে দশ দশ কিম্বা বিশ বিশ জনকে একত্রে বসাইয়া বড় বড় পাত্রে ভক্ষণ করান হইত। যদিও দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য অল্প পরিমাণ প্রস্তুত করা হইত, তথাচ ইহাতে এত বরকত হইত যে, সমস্ত কাফেলার লোক উহা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন, এমন কি কখন কখন কিছু খাদ্য বেশী হইয়া যাইত।”

১৬। উক্ত কেতাব, ২৫ পৃষ্ঠা;—

মৌলবী মোরতাজা খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন যে, একবার আমি রামপুরে কঠিন কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। পীড়া এতদূর বৃদ্ধি হইয়া পড়িল যে, আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বসিলেন। সেই নৈরাশ্য অবস্থায় এক দিবস আমি হজরত সৈয়দ সাহেবকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি যেন বলিতেছেন যে, তুমি এই সামন্য কষ্টে ভীত হইতেছ, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে আর তোমার কম্পজ্বর হইবে না। তাঁহার এই কথার পরেই আমি সুস্থ হইয়া যাই। সুস্থ হওয়ার পরে আমি হজরত সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই পীড়া, স্বপ্ন ও সুস্থ হওয়ার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাহার নিকট

প্রকাশ করিয়া বলিলাম, হুজুর আপনি কি এই ব্যাপারে অবগত আছেন? তিনি বলিলেন, আমি ইহা অবগত নহি, তবে প্রকৃত কথা এই যে, যদি কেহ কোন বোজর্গের প্রতি খাঁটি ভক্তি রাখে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বপ্নযোগে কিম্বা চৈতন্যাবস্থায় তাঁহার আত্মিক রূপ (রুহানি ছুরত) প্রকাশ করিয়া উক্ত ভক্তি পরায়ণ লোকটিকে শুভ সংবাদ শুনাইয়া দেন। এই সমস্ত আল্লাহ্ তায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।”

১৭। উক্ত কেতাব, ৭২/৭৭ পৃষ্ঠা;—

“নবাব অজিরেদ্দৌলা লিখিয়াছেন, আমি টোঁক হইতে আজমীর শরিফ যাওয়া পর্য্যন্ত হজরত সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গী ছিলাম। এই ছফরে বারম্বার এইরূপ ঘটিয়াছে যে, যখন আমি একা বা অন্য কোন খাস লোক সহ উক্ত হজরতের সঙ্গী থাকিতাম, তখন আমি দেখিতাম যে, কখন তিনি একদিকে ফিরিয়া ছালাম করিতেন। কখন ছালামের জওয়াব দিতেন, কখন যেন কাহাকে কিছু বলিতেন বা কাহারও ছওয়ালের জওয়াব দিতেন, ইহাতে আমি বোধ করিতাম যে, তাঁহার ছালাম, ছওয়াল কিম্বা জওয়াব গায়েবী পুরুষ বা জ্বেনদিগের সহিত হইত। হজরত সৈয়দ ছাহেব অনেক সময় বলিতেন, এক দল গায়েবী পুরুষ আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে সর্ব্বদা দেষ বিদেশে আমার সহচর থাকিতেন। এই দলের অপূর্ব্ব অবস্থা এই যে, যে দেশে শহরে অধিক পরিমাণ হেদাএত প্রকাশ হওয়া আল্লাহ্ তায়ালার মর্জ্জি হইত, সেই স্থানে এই পাক জামায়ত অধিক পরিমানে সমবেত হইতেন। আর যে দেশে অল্প পরিমাণ হেদায়েত প্রকাশ হওয়া তার মর্জি হইত, সেই স্থানে এই পাক জামায়ত অল্প পরিমান সমবেত হইতেন। হজরত সৈয়দ ছাহেব ইহাও বলিতেন, এই জামায়াত আমাদের দল হইতে একটু দূরে অবতরণ করিলেন। যখন আমাদের কোন দিকে রওয়ানা হইয়া যাওয়া আল্লাহতায়ালার মর্জি হইত, এই জামায়াত সেই দিকে গমন করিতেন; আমিও ইহা দেখিয়া সেই দিকে রওয়ানা হইয়া যাই।

মূল কথা, বহু সহস্র জ্বেন হজরত সৈয়দ ছাহেবের মুরিদ ছিল এই খান্দানে এখনও এইরূপ কারামত প্রচলিত আছে।

(ক) কলিকাতার পুরাতন কেতাব বিক্রেতা শেখ খোদাবক্স ছাহেবের মুখে শুনিয়াছি, হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবরে প্রধান খলিফা হজরত মাওলানা ছুফি নুর মোহাম্মদ নেজাম পুরি ছাহেব কলিকাতায় মিসরীগঞ্জের মৌলবী তৈয়েব ছাহেব মরহুমের মসজিদে থাকিতেন। এক দিবস উক্ত শেখ ছাহেব উক্তহজরত পীর ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন দাড়ি মুণ্ডনকারী রূপবান যুবক সরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া সোনালী কার্যের টুপি মস্তকে ধারণ করিয়া ও সোনালী কার্য্যের একখানা লাঠি হাতে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কানে কানে কিছু কথা বলিতে লগিল। সেই যুবক চলিয়া গেলে শেখ খোদাবখ্‌শ ছাহেব বলিলেন, হজরত, এই ফাছেক যুবকের সহিত আপনি কিজন্য কথোপকথন করিতেছিলেন? হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, এই যুবক মনুষ্য নহে, বরং অমুক জ্বেন বাদ্‌শাহের পুত্র, উক্ত বাদশাহ আমার মুরিদ। কাল এই যুবকের বিবাহ হইবে। এই জন্য এই যুবক আমাকে দাওত করিতে আসিয়াছে। আমি তাহার বিবাহ পড়াইতে যাইব বলিয়া দাওয়াত স্বীকার করিয়াছি। শেখ খোদাবখ্‌শ বলিলেন, হুজুর আমিও আপনার সহিত যাইব। হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, আচ্ছা তুমি কল্য প্রভাতে ৮টার সময় এই মসজিদে উপস্থিত হইবে। শেখ সাহেব ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইলেন। হজরত মসজিদ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, হে খোদাবখ্‌শ তুমি চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লও। তিনি চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, তুমি চক্ষু খুলিয়া দেখ। শেখ সাহেব চক্ষুদ্বয় খুলিয়া দেখেন যে, তাহারা উভয়ে কোন অপরিচিত ময়দানে এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় একটি অতি মনোহর অট্টালিকা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঘোটক, হস্তীর ন্যায় নানাবিধ আকৃতধারী বহু সহস্র জ্বেন দলে দলে উপস্থিত হইতেছে। অবশেষে তিনি দেখিলেন যে, তক্তনামা নামিয়া আসিতেছে, চারিটি জ্বেন উহার চারিটি পায়া ধরিয়া আনিতেছে এবং সেই যুবক উক্ত তক্ত নামার উপর বসিয়া রহিয়াছে। শেখ ছাহেব হজরত সুফি ছাহেবের সহিত উক্ত বিবাহের মজলিশে উপস্থিত হইলেন। তিনি উক্ত বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। শেষে জ্বেনেরা মিষ্ঠান্ন ইত্যাদি নজর দিয়া

পীর ছাহেবকে বিদায় দিলেন। তখন পীর ছাহেব বলিলেন, খোদাবখ্‌শ চক্ষু দ্বয় বন্ধ কর। তিনি উহা বন্ধ করিয়া লইলেন। কিছুক্ষন পরে বলিলেন, তুমি চক্ষু খুলিয়া ফেল। তিনি চক্ষু দ্বয় খুলিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কলিকাতার মিসরীগঞ্জের মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মসজিদে বসিয়া আছেন।

(খ) খুলনা জেলার শোলপুর সাকিনের মৌলবী ছাএম ছাহেব মরহুম দাদাপীর মৌলানা ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের মুরিদ ছিলেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, এক দিবস মুরিদগণ মগরেবের পরে তাঁহার নিকট তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করিতেছিলেন, মসজিদের মধ্যে প্রদীপ জালান ছিন না। সেই অন্ধকারময় অবস্থায় আমাদের মধ্যে একজনের পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাতের শব্দ শুনা গেল; সেই ব্যক্তি দাদাপীর ছাহেবকে বলিতে লাগিল, হুজুর, পার্শ্ববর্ত্তী কোন লোক অকারণে আমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী জেকের কারী দল বলিতে লগিল, হুজুর, আমরা কেহই ইহাকে চপেটাঘাত করি নাই। তখন দাদাপীর ছাহেব হাস্য করিয়া বলিতে লগিলেন, অনেক জ্বেন আমার মুরিদ, অদ্য এস্থলে একজন জ্বেন আমার নিকট জেক্‌র শিক্ষা করার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তুমি তাঁহার উপর পা রাখিয়াছ এজন্য সেই জ্বেন তোমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

(গ) ২৪ পরগণার প্রসন্নকাটি নামক গ্রামে মোহাম্মাদ আলী নামীয় আমার একজন মুরিদ আছে, সেই লোকটি রাত্রে একা কোন পথ দিয়া যাওয়া কালে দেখিতে পাইত যে, শুভ্র বস্ত্র পরিহিত একটি লোক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকে, এবং মোহাম্মদ আলী বলিয়া উচ্চশব্দে তাহাকে ডাকে, একটু পরে আর কিছুই দেখিতে পাইত না। ইহা দেখিয়া মোহাম্মদ আলী ভীত হইত এবং রুগ্ন হইতে লগিল। এক দিবস সে ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এই সমস্ত অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতে লগিল, সেই জ্বেন আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে, আমি অমুক মাসে অমুক দিবস পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি বলিলাম, ইহা জেনের উপদ্রব বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি উক্ত নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্বে ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকট উপস্থিত হইয়া তদবির করিয়া আন নতুবা কোন বিপদ ঘটিবার

আশঙ্কা আছে। মোহাম্মদ আলী আমার উপদেশ অনুযায়ী সেই তারিখের কয়েক দিবস আগ্রে হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকট হইতে কোন তদবির লওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। যখন সে ব্যক্তি চাঁদনি টিকাটুলি মসজিদের দিকে রওনা হইল, তখন পথিমধ্যে একজন আচকান, পায়জামা, চোগা ও পাগড়ি পরিহিত বৃদ্ধ লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুই হাত লম্বা করিয়া বাধা দিয়া বলিতে লগিল, মোহাম্মদ আলী, তুমি বুঝি আমার পীরের নিকট আমাকে লজ্জা দিতে যাইতেছ? আমি তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছি? যদি তুমি আমার কথা না শুনিয়া আমার পীরের নিকট নিয়া আমাকে লজ্জিত কর, তবে বলি, এখন তোমার স্ত্রী পুস্করিণীতে গোছল করিতেছে ও তোমার কন্যা দোলনায় নিদ্রিত আছে, আমি এক্ষনে তোমার বাটিতে গিয়া তাহাদের দুই জনকে মারিয়া ফেলিব। মোহাম্মদ আলী ইহা শুনিয়া ভীতহইয়া ফিরিয়া আসিল, আর হজরত পীর ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। সেই হইতে সে ব্যক্তি আর জেনকে দেখিতে পায় নাই।

(ঘ) ছা'দ বেনেরেয় াসেন্দা একজন হাফেজ সাহেব আমাদের হজরত পীর ছাবেহ কেবলার মুরিদ ছিলেন, ইনি বাল্যকালে কোন প্রকারে ইমন দেশে গিয়া কোরআন শরিফ হেফ্জ ও জেন সংক্রান্ত আমলিয়ত শিক্ষা করিয়া অসিয়াছিলেন, ইনি আনেক সময় হুগলী জেলায় ভ্রমন করিয়া জ্বেন ইত্যাদির তদবীর করিতেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জ্বেন হাজের করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে লগিলেন, ''হুগলী জেলার এক স্থানের একটি অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক রূপবান ছেলেকে একটি পরী উড়াইয়া লইয়া যায়; তাঁহার পিতা আমার নিকট উক্ত ছেলেটিকে আনাইয়া দিবার জন্য তদবীর করিতে অনুরোধ করেন, আমি ২৫ টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জ্বেন হাজের করার আমল করিতে আরম্ভ করি। দেড় দিবসের মধ্যে ছেলেটিকে পরীতে তাহার বাটিতে রাখিয়া যায়, ছেলেটি অচৈতন্যাবস্থায় বাটির প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকে, আমি এই সংবাদ পাইয়া পানি পড়িয়া তাহার চেহরা ও মুখে ছিটা দলে সে চৈতন্য লাভ করিল। অমি তাহাকে পরীতে উড়াইয়া লইয়া যাওয়ার

বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিতে লগিল, আমি এক দিবস দ্বিপ্রহরের সময় আম্র খাইতে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একটি পরী আমার দুই হাত ধরিয়া আমাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। যখন উক্ত পরী আমাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি কখন চৈতন্যাবস্থায়, কখন অচৈন্যাবস্থায় ছিলাম, বহু দেশ, নদ-নদী, সমুদ্র পাহাড়, বন জঙ্গল পার করিয়া আমাকে তাহার বাসস্থানে লইয়া যায়, একটি পাহাড়ের উপর এক মনোরম অট্টালিকাতে তাহার বাসস্থান ছিল, পরীটি স্বামীহীনা ছিল, তাহার কেবলমাত্র এক মাতা ছিল। তাহার মাতা একটি মনুষ্য সন্তান দেখিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কেন একজন আদম সন্তনকে আনিয়াছ? তাহার পিতামাতা কত রোদন করিতেছে। পরী বলিল, আমার সন্তান নাই, আমি ইহাকে পোষ্য পুত্র করিব। কখন কখন বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিত, তুমি কি জান না, হুগলী ফুরফুরায় একজন বড় জবরদস্ত পীরে কামেল আছেন, তিনি জানিতে পারিলে তোমাকে জালাইয়া মারিয়া ফেলিবেন বা জ্বিনের বাদশাহ্‌কে হাজির করিয়া তোমাকে বন্দি করিয়া রাখিবেন। তৎশ্রবণে পরিটি বলিত, হাঁ ফুরফুরা পীর ছাহেবের এইরূপ ক্ষমতা আছে, কিন্তু তিনি এখন আর এইরূপ কার্য্য করেন না। কল্য বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, এখন সেই পীর ছাহেবের মুরিদ একজন হাফেজ ছাহেব আমল করিয়া আমাদের সকলকে হাজির করার চেষ্টা করিতেছেন, যাও হতভাগীনি, সত্বর আদম সন্তনকে রাখিয়া আইস, নচেৎ আমারা সকলে আবদ্ধ হইয়া তথায় হাজির হইতে বাধ্য হইব। ইহাতে সেই পরী আমাকে এখন রাখিয়া চলিয়া গেল।"

(ঙ) আমি এক দিবস কলিকাতা ধর্ম্মতলায় হাজি এলাহি বখ্‌শ ছাহেবের দোকানে বসিয়া ছিলাম, হজরত পীর ছাহেব কেবলাও সেই দোকানে বসিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন, এমতাবস্থায় ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলের দুইটি লোক হজরত পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লগিল, হুজুর, আমাদের বাটিতে জ্বেনের বড় উপদ্রব হইতেছে, হয়ত এক আধমন মৃত্তিকা আনিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, কখন খাদ্য সামগ্রীতে বিষ্ঠা বা ভষ্ম নিক্ষেপ করিয়া যায়, এইরূপ নানাবিধ উপদ্রব করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে আমরা

একবার হুজুরের নিকট আসিয়াছিলাম, ইহাতে হুজুর বলিয়াছিলেন যে, তোমরা বাটিতে গিয়া সেই জ্বেনকে বলিয়া দাও যে, ফুরফুরার (পীর) আবুবকর (ছাহেব) বলিয়াছেন যে, তুমি আর দরিদ্রের উপর অত্যাচার না করিয়া চলিয়া যাও। আমরা বাটিতে পৌঁছিয়া হুজুরের উপরোক্ত কথা উচ্চস্বরে বলিয়া দিলে, জ্বেনের দৌরাত্ম দ্বিগুণ তিন গুণ বেশী হইয়া গেল। জনাব পীর ছাহেব কেবলা ইহা শুনিয়া চক্ষুদ্বয় একটু বন্ধ করিয়া লইলেন, তৎপরে চক্ষুদ্বয় খুলিয়া একজনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি সুদ খাইয়া থাক? সেই ব্যক্তি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, হাঁ খাইয়া থাকি। হজরত পীর ছাহেব কেবলা বলিলেন; জ্বেনটি বলিতেছে, হুজুর, যদি আপনি একজন নেককার লোকের জন্য সুপারিশ করিতেন, তবে আপনারসুপারিশ শুনা মাত্র চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আপনি একজন ফাছেক সুদ খোরের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, কাজেই আমি আরও অধিক উপদ্রব করিতেছি। তৎপরে হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, জ্বেন বলিতেছে, তোমার বটির পশ্চিম দিকে একটি বড় আম্র বৃক্ষ ছিল, তাহা তুমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, জ্বেন বলিতেছে উহার পশ্চিম দিকে আর একটি বড় আম্র বৃক্ষ ছিল তাহাও তুমি নাকি কাটিয়া ফেলিয়াছ? সে ব্যক্ত বলিল, হাঁ, কাটিয়া ফেলিয়াছি। হজরত পীর ছাহেব কেবলা বলিলেন, উক্ত বৃক্ষদ্বয়ে তাহার বাস ছিল, তুমি তাহার বাসস্থান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এজন্য সেই জ্বেন তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে। আচ্ছা, যাও তোমরা সুদ ত্যাগ করা এবং মিনতি করিয়া তাহাকে বল আমি অজানিতভাবে তোমার বাসস্থান নষ্ট করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা কর। খোদা চাহেত আর জ্বেন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।

১৭। উক্ত তওয়ারিখে আজিবী ৪৩ পৃষ্ঠা;—

মাওলানা মোরতাজা হোছেন বলেন, আমি অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, যে সময় হজরত সৈয়দ ছাহেব হজ্জে গিয়াছিলেন সেই সময় হজরত মৌলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব, ছৈয়দ ছাহেবের উচ্চ দরজার কথা এলহাম কর্ত্তৃক অবগত হইয়া বারম্বার বলিতেন যে, ছৈয়দ ছাহেব হজ্জ

হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমি নিজে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়া অঙ্গীকৃত বোজর্গী লাভ করিব, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সৈয়দ ছাহেব হজ্জ করিয়া ফিরিয়া অসিয়া দিল্লিতে পৌঁছিবার অগ্রে উক্ত মৌলানা ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল।

১৮। উক্ত কেতাব, ৬০/৬১ পৃষ্ঠা;—

“মক্কা শরিফের মুফতি শেখ মোহম্মদ ওমার, সৈয়দ আকিল ও সৈয়দ হামজা এই তিন হজরত মক্কা শরিফের অলিয়ে-কামেল ছিলেন। সৈয়দ ছাহেব মক্কা শরিফে পৌঁছিলে। উক্ত তিন বোজর্গ কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক তাঁহার দরজা অবগত হইয়া তাঁহার অনুগত্য ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সে সময় সৈয়দ ছাহেব কা’বা শরিফ তওয়াফ করিতেন, উক্ত তিন জন ওলি তাঁহার সহিত তওয়াফে শরিক হইতেন। ইহা দেখিয়া একজন হৃদয়ান্ধ আরব তাঁহাদিগকে বলিল যে, আপনারা এরূপ ওলি বোজর্গ হইয়া কি জন্য সৈয়দ ছাহেবের সহিত তওয়াফ করেন। তাঁহারা উক্ত বোধহীন প্রশ্ন কারীকে বলিলেন, আমরা বাতেনী-কাশফের দ্বারা অবগত হইয়াছি যে, এই বোজর্গের প্রত্যেক তওয়াফ আল্লাহতায়ালার দরবারে মঞ্জুর হইয়া থাকে। আর যাহারা তাঁহার সহিত তওয়াফে শরিক হইবেন, তাঁহাদেরও তওয়াফ মঞ্জুর হইবে। এইজন্য আমরা এই হজরতের সঙ্গে তওয়াফ করিতেছি।”

হজরত সৈয়দ ছাহেবের কারামত গুলি উল্লেখ করিতে একখানা বৃহৎ কেতাব লেখার দরকার, এস্থালে এই কয়েকটি কারামত লিখিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

এজহারোল-হক

বর্ত্তমানে একখানা ফৎওয়া এবং উহার বাদ প্রতিবাদ একখণ্ড পুস্তাকাকারে রংপুরের মৌলবী সাহাবুদ্দিন ছাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং কয়েকজন আলেম, বিশেষতঃ আমাদের পরিচিজত রংপুরের মাওলানা মোহম্মদ আলি ছাহেব কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহার সমালোচনা করা হইবে। আশা করি, নিরবেক্ষ পাঠকগণ পক্ষগণের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইবেন।

উক্ত ফৎওয়ার প্রথম পৃষ্ঠায় এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিত আছে;—

প্রশ্ন- বঙ্গবাসী মোজাদ্দেদী তরিকার অধিকাংশ পীরগণের উপরি তৃতীয় বা চতুর্থ পীর সৈয়দ আহমদ আলেম না মুর্খ ছিলেন?

উত্তর- সৈয়দ আহমদ সাহেবের প্রধান সহচর ও খলিফা মাওলানা এসমাইলের রচিত কেতাব দ্বারা জানা যায় তিনি মুর্খ ছিলেন।

ধোকা ভঞ্জন

উত্তর দাতা এই উত্তরে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই ফৎওয়াখানি একজন চিস্তিয়া ফকির কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইনি স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া মুরিদ করিয়া থাকেন, রংপুরে ইহার সাক্ষ্য দাতা বিস্তর এখনও বর্ত্তমান আছেন। এদেশের মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আলেমগণ উক্ত ফকিরের উপরোক্ত প্রকার নানাবিধ বেদয়াত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, এই জন্য এনি হিংসা পরবশ হইয়া হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ সাহেবের মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আলেমগণকে অপমানিত করার বৃথা সঙ্কল্প করিয়াছেন। ফৎওয়া লেখকের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তৃতীয় বা চতুর্থ পীরকে মূর্খ সপ্রমান করিতে পারিলে, এদেশের মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সমস্ত আলেম কৃত্রিম বা জাল তরিকাবলম্বী বলিয়া গণ্য হইবেন। সাধারণ লোককে ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিলে, তাহারা মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আলেমগণের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিবে, অবশেষে তাহারা উক্ত চিস্তিয়া নাম ধারী ফকিরের নিকট মুরিদ হইবে এবং ইনি তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া মুরিদ করার সুযোগ লাভ করিবেন।

এক্ষনে আমরা মৌলবী সাহাবউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি উপরোক্ত প্রকার মতধারী ফকিরের পক্ষ সমর্থন করিলেন কেন? আপনিও কি বেগানা স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া মুরিদ করার মত সমর্থন করেন? মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেবের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের প্রীতি ভাজন মাওলানা মোহম্মদ আলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনিও কি উপরোক্ত ফকিরের স্ত্রীলোকদের হাতে হাত দিয়া মুরিদ করার পক্ষ সমর্থন

করেন?

এক্ষণে আসুন, প্রশ্ন ও উত্তরের সমালোচনা করা যাউক। প্রশ্নকারী লিখিয়াছেন যে, সৈয়দ অহমদ সাহেব বঙ্গবাসী মোজাদ্দেদী তরিকার অধিকাংশ পীরগণের উপরিস্থ তৃতীয় বা চতুর্থ পীর ছিলেন। এই দাবি একরূপ বাতীল, কারণ ইতিপূর্ব্বে আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, তিনি কেবল বঙ্গবাসী পীরগণের পীর নহেন, বরং মক্কা শরিফের মুফ্‌তি মোদার্রেছ এমাম বা ওলিগরের ও মদিনা শরিফের ওলি গওছ ও মোদার্রেছগণের পীর ছিলেন, এইরূপ হিন্দুস্থানের প্রায় সমস্ত পীরগণের পীর ছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি যেরূপ আরব, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের মোজাদ্দেদী তরিকার পীরগণের পীর ছিলেন, সেইরূপ তৎসমস্ত স্থানের নক্‌শ বন্দীয়া; কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকার পীরগণের পীর ছিলেন।

উত্তর কারী লিখিয়াছেন;— মাওলানা এসমাইল সাহেব সৈয়দ আহমাদ ছাহেবের প্রধান সহচর ও খলিফা ছিলেন। তাঁহার রচিত কেতাব দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত সৈয়দ সাহেব মুর্খ ছিলেন। '

উক্ত উত্তরকারীর উভয় কথা মিথ্যা, কারণ মক্কা, মদিনা, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের বহুমাওলানা ও পীর তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর খলিফা ছিলেন, কাজেই মাওলানা এইমাইল সাহেব কিরূপে তাঁহার প্রধান খলিফা হইলেন?

দ্বিতীয়, মাওলানা এইমাইল সাহেব তাঁহার রচিত কেতাব ছেরাতলমোস্তাকিমে হজরত সৈয়দ সাহেবকে কোন স্থানে মুর্খ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তবে উক্ত কেতাবে কি লিখিত আছে, তাহা নিজে মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেব উক্ত পুস্তকের ৩/৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; যথা—সৈয়দ সাহেবের প্রধান খলিফা মাওলানা এছমাইল তাঁহার রচিত গ্রন্থ ছেরাতল মোস্তাকিমের ২য় পৃষ্ঠায় (নূতন ছাপার ৪পৃষ্ঠায়) আপন মোর্শেদ সৈয়দ আহমাদের আত্মাকে সকল বিষয় জনাব রসুল মকবুল ছাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়াছাল্লামের পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে তুলনা করিয়া হজরত ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওছাল্লামের ন্যায় সৈয়দ সাহেবকে উম্মি বলিয়াছেন।

নিরেপেক্ষ পাঠক, এস্থলে মাওলানা এসমাইল সাহেব হজরত সৈয়দ

সাহেবকে জনাব রাছুলে খোদা (ছাঃ) এর ন্যায় উম্মি বলিয়াছেন, তাঁহাকে মুর্খ ত বলেন নাই। পণ্ডিত ফৎওয়া দাতা এবং উহার সমর্থক উম্মি শব্দের অর্থ কি মুর্খ বলেন? যদি তাহাই বলেন, তবে মাওলানা এছমাইল সাহেবের কথার মর্ম্ম তাঁহাদের মতে নিম্নোক্ত প্রকার হইবে কি? ‘‘সৈয়দ সাহেব জনাব নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের ন্যায় মুর্খ ছিলেন।’’ তাঁহারা কি হজরত নবি (ছাঃ) কেও মুর্খ বলিয়া থাকেন? (নাউজোবিল্লাহে মেন্‌হো)।

কোর-আন শরিফের সুরা আ’রাফে আছে;—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَ

‘‘যাহারা উম্মি রাছুল নবির অনুসরণ (তাবেদারি) করেন।’’

এই আয়তে হজরত নবি (ছাঃ) কে উম্মি বলা হইয়াছে।

তফসিরে রুহোল বায়ান, ১/৭৭৯/৭৮০ পৃষ্ঠা;—

(الامى) الذى لايكتب ولا يقرأ وكونه اميا

من جملة صعجزانه الخ ☆

‘‘উম্মি শব্দের অর্থ যিনি (বর্ণমালা) লিখিতে ও পড়িতে না পারেন, তাঁহার উম্মি হওয়া একটি মো’জেজা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, কেননা যদি হজরত নবি (ছাঃ) সুচারুরূপে লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন, তবে তাঁহার উপর এই দোষারোপ করার সুযোগ হইত যে, তিনি প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লোকদিগের কেতাবগুলি পাঠ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা এই এল্‌মগুলি শিক্ষা করিয়াছেন। যখন তিনি বিনা শিক্ষা গ্রহণ ও কেতাব পাঠে প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লোকদিগের এল্‌ম সমূহে পূর্ণ মহা কোর-আন আনয়ন করিয়াছেন, তখন উহা তাঁহার জ্বলন্ত মো’জেজার মধ্যে গণ্য হইবে। উচ্চতম কলম যাঁহার সেবায় রত, লওহো মহফুজ যাঁহার মোছহাফ (ধর্ম্ম পুস্তক) ও দৃষ্টিস্থল, তিনি বর্ণমালাগুলি লিপিবদ্ধ করার মুখাপেক্ষী নহেন। আল্লাহতায়ালা ইঞ্জিলের মধ্যে এই উম্মতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের বক্ষের (অন্তরের) মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক সকল থাকিবে, যদি বর্ণমালা লিখনের প্রথা নাও হইত, তবু তাঁহারা পূর্ণ শক্তি ও যোগ্যতা দ্বারা হজরত নবি (ছাঃ)

এর শরিয়ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।”

তফছির কবির, ৪/৩০৯ পৃষ্ঠা;—

كونه اميا قال الزجاج معنى الامى

الذى هو على صفته امة العرب الخ ☆

“হজরত উম্মি হওয়া সম্বন্ধে জাজ্জাজ বলিয়াছেন, যিনি আরব জাতির ন্যায় গুণধারি হন। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমরা উম্মি সম্প্রদায় লিখিতে জানি না, অঙ্ক, শাস্ত্র জানি না অধিকাংশ আরব লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না। হজরত নবি (ছাঃ) ঐরূপ লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না।”

তফছিরে-রউফি, ৪০৪ পৃষ্ঠা;—

یہ کمل تعریف آپ کی ہے کہ بن لکھے پڑھے عالم

امور ظلم و باطن تھے (بیت) ☆

میرا محبوب بن پڑھے سب علمون سے ماھر ہے وہ

امی ہے ولی علم دو عالم اوسپر ظاھر ہے ☆

ইহা হজরতের উচ্চ প্রশংসার কথা যে, তিনি (বর্ণমালা) লেখাপড়া ব্যতীত জাহেরী ও বাতেনি বিষয়গুলির আলেম ছিলেন। আমার প্রেমাস্পদ না পড়িয়াও সমস্ত এলমের পারদর্শী ছিলেন, তিনি উম্মি ছিলেন, কিন্তু দুই জগতের এল্‌ম তাঁহার পক্ষে প্রকাশ হইয়াছিল।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত নবি (আঃ) আরবি বর্ণমালা লিখিতে পড়িতে জানিতেন না বলিয়া তাঁহাকে উম্মি বলা হইয়াছে, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম জগতে হয় নাই ও হইবে না।

ফৎওয়া লেখক হজরত নবি (ছাঃ) কে মূর্খ জাহেল বলিবেন কি? সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণের মধ্যে অনেকে কোর-আন ও হাদিছের

মহা হাফেজ ও বিদ্বান ছিলেন, অথচ তাঁহারা আরবি বর্ণমালা লিখিতে পড়িতে জানিতেন না ইতিহাসে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ আছে।

তফছিরে-হোছায়নির ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ও তফসিরে কবিরের ৫৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত ইদ্‌রিছ আলায়হেচ্ছালাম প্রথমেই কলম দ্বারা অক্ষর লিখিয়াছিলেন।”

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাতেছে যে, হজরত আদম ও শিশ (আঃ) বর্ণমালা লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না। এক্ষণে ফৎওয়া লেখক তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া ফৎওয়া দিবেন কি না?

হালাতে মাশয়েখে-নকশবন্দীয়া ১০০ পৃষ্ঠা;—

“হজরত সুলতানোল-আরেফিন বা এজিদ বাস্তামি (রঃ) মক্তবে কোরআন শরিফ পড়িতে পড়িতে সুরা লোকমানের;—

ان اشکر لی ولو الديك

এই আয়ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া শিক্ষকের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আপনার মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহতায়ালা সুরা লোকমানে, বলিয়াছেন, তুমি আমার এবং তোমার পিতামাতার শোক্‌র (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) কর। আমি উভয়ের শোকৃর কি করিয়া করিব? এক্ষণে হয়, আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে তাঁহার শোক্‌র করা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দেওয়াইয়া দিন, না হয় আপনার শোক্‌র করা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। তখন তাঁহার মাতা বলিলেন আমি আমার নিজের হক ত্যাগ করিলাম এবং তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহতায়ালার করিয়া দিলাম। বাএজিদ ইহা শুনিয়া বাস্তাম হইতে রওয়ানা হইলেন এবং ত্রিশ বৎসর অবধি শাম দেশের জঙ্গলে কঠোর সাধ্যসাধনা করিয়া ওলিউল্লাহ হইয়া গেলেন।

ইনি একজন নক্‌শবন্দীয়া তরিকার প্রধান পীর, কিন্তু কেবল মাত্র কোরআন শরিফের সুরা লোকমান অবধি পাঠ করিয়াছিলেন।

আরকানে-আরবায়া, ১৪৫ পৃষ্ঠা;—

“উম্মি আ’জমি যদি আরবি কেরাত পড়িতে না পারে, তবে ফার্সী

কেরাত করার সক্ষম হইলে, তাহাই করিবে। আমি বিশ্বাস যোগ্য লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ওলিয়ে কামেল এমামত্তরিকত, ছেলছেলাগুলি শিক্ষক, শেখ হবিব-আ'জবি আরবি শব্দ উচ্চারণ করিতে অক্ষম ছিলেন বলিয়া নামাজে ফার্সি কেরাত পাঠ করিতেন। এমামোত্তরিকত এমাম হাছান বাসারি (কোঃ) শেখ হবিবে আ'জমিকে মাগরেবের নামাজ পড়িতে দেখিয়া তাঁহার এক্তেদা করিলেন না, কেননা তিনি আরবি শব্দ ভালরূপ পড়িতে জানিতেন না। একদিবস তিনি আল্লাহতায়ালাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, হে আল্লাহ! যে কার্য্য আমাকে তোমার নৈকট্য লাভে সক্ষম করিবে, তুমি আমাকে সেই কার্য্যের হুকুম কর। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, সেই কার্য্যটি তোমা হইতে তরক হইয়া গিয়াছে। হবিবে-আ'জমির পশ্চাতে নামাজ পড়া সেই কার্য্য ছিল।''

ইনি ফৎওয়া লেখক ও সমর্থক দলের চিশ্‌তিয়া তরিকার উপরিস্থ পীর ছিলেন। এক্ষণে দেখি, এইদল এই উম্মি পীরের উপর কি ফৎওয়া জারি করেন?

এক্ষণে মাওলানা এছমাইল ছাহেব কি বলিয়াছেন তাহার অর্থ বুঝুন। আসল এল্‌মে কোর-আন ও এল্‌মে হাদিছ পৃথক বস্তু আর রাছমি এল্‌মে কোর-আন ও এল্‌মে হাদিছ পৃথক বস্তু। ছহাবাগণ মূল কোর-আন ও হাদিছ জনিতেন। তৎপরে তফসির কারকেরা নহো, ছরফ বালাগত, ফাছাহাত, বদি ওছুলে তফসির ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে উক্ত তফসিরে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ মোহাদ্দেছগণ হাদিছের ব্যাখ্যা হাদিছের প্রকার ভেদ, রাবিদের অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ নূতন নূতন বিষয় উহাতে যোগ করিয়াছেন, ইহাকে রাছমি এল্‌মে কোরআন ও হদিছ বালা হয়।

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ ১/১৯১/১৯২ পৃষ্ঠা;—

''এমাম ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, (প্রচিলিত) হাদিস চেষ্টা করা পরকালের সম্বল নহে। বরং ইহা একটি পীড়া যাহাতে লোক সংলিপ্ত হইয়া থাকে। এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার কছম, এমাম ছুফইয়ান সত্য কথা বলিয়াছেন, নিশ্চয় হাদিস চেষ্টা করা পৃথক বিষয় এবং হাদিস

পৃথক বিষয়। মূল হাদিস ব্যতীত কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের দেশ প্রচলিত (ওরফি) নাম হাদিস চেষ্টা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় এই এলমের সোপান স্বরূপ, পক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হস্তলিপি সংগ্রহ করা, উচ্চ ছনদ চেষ্টা করা, শিক্ষকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, উপাধি ও প্রশংসা লাভে আনন্দ অনুভব করা, হাদিস রেওয়াইয়াত উদ্দেশ্যে লম্বা আয়ুর আকাঙ্খা করা ও অদ্বিতীয় হওয়ার কামনা করা, হাদিস তত্ত্ববিদ বিদ্বান এইরূপ বহু বিষয়ের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাতে দুষ্ট রিপুর (নফছের) কামনা চরিতার্থ করা হয়, ইহা আল্লাহতায়ালার বিশুদ্ধ কার্য্য নহে।

ইহাতে বুঝা গেল যে, রাছমি এলমে হাদিস পৃথক বস্তু ও আসল এলমে হাদিস পৃথক বস্তু।

হজরত নবি (আঃ) উপরোক্ত প্রকার রাছমি এলম প্রকাশ করেন নাই। সাহাবাগণ উহা জানিতেন না। হজরত ছৈয়দ আহমদ ছাহেব উহা জানিতেন না। ইহাতে কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। যে, ছাহাবাগণ বা ছৈয়দ ছাহেব আসল কোর-আন ও হাদিসের এল্‌ম বা ফেকহি মাছায়েল জানিতেন না।

দেখুন, নিজে ফৎওয়া দাতাগণের মানিত মাওলানা এছমাইল ছাহেব ছেরাতল-মোস্তাকিমের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

مقتدای اصحاب شریعت پیشوای ارباب
طریقت ھادی زمانہ مرشد یگانہ سراج المحبو بین تاج
الامام الاوحد السید الاحمد☆

(হজরত) ছৈয়দ আহমদ শরিয়তাবলম্বীগণের এমাম, তরিকতপন্থীগণের অগ্রণী (এমাম), জামানার হাদী (মোজাদ্দেদ), অদ্বিতীয় মোর্শেদ, প্রেমিক দলের প্রদীপ, প্রেমাস্পদ দলের টুপি ও অদ্বিতীয় এমাম ছিলেন।

পাঠক, দেখিলেন ত, মাওলানা ইসমাইল ছাহেব হজরত ছৈয়দ ছাহেবকে শরিয়ত ও তরিকতের অগ্রণী অদ্বিতীয় এমাম, জামানার হাদি (মোজাদ্দেদ), প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ দলের অগ্রণী অর্থাৎ কোৎবোল-আকতাব বা গওছ বলিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

“কোন কোন লোক অলৌকিক ভাবে নহো, ছারফ ইত্যাদি শিক্ষা করা ব্যতীত কোর-আন ও হাদিসের এলম অবগত হইয়া থাকেন ইহাকে এলমে-লাদোন্নি বলা হয়।

ইহাতে বুঝা যাতেছে যে, মাওলানা এসমাইল ছাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, যদিও ছৈয়দ সাহেব শিক্ষকের নিকট উচ্চ ধরণের এলমে-জাহেরী শিক্ষা করেন নাই; তথাচ তিনি এলমে লাদোন্নি বলে এলমে-জাহেরী বাতেনিতে এমাম, গওছ ও মোজাদ্দেদ হইয়া ছিলেন, ইহা তাঁহার জ্বলন্ত কারামত।

মৌলবি সাহাবুদ্দী সাহেব উক্ত পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

“প্রথম উল্লিখিত ফতয়ার উত্তরকারী ছৈয়দ আহমদকে উম্মি বলা বিষয়ে নিজেই সাহসী হন নাই। বরং তাঁহার উম্মি হওয়ার মীমাংসা তাঁহারই সহচর ও খলিফা মাওলানা এসামইলের রচিত গ্রহন্থর লিখিত মর্ম্মের দিকে অভিহিত করিয়া স্বয়ং তিনি মুক্তি হইয়াছেন।

আমাদের উত্তর

মৌলবি ছাহেব এস্থলে একজন বেদয়াত মতাবলম্বী ফকিরের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া জ্বলন্ত মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, কারণ মাওলানা এছমাইল সাহেব, হজরত ছৈয়দ ছাহেবকে একদিকে উম্মি, অপর দিকে এমাম, মোজাদ্দেদ (হাদিয়ে জামান) ও গওছ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ছৈয়দ ছাহেবকে মুর্খ বলেন নাই, মুর্খ বলিয়াছেন, কাজেই প্রথম উত্তর কারির কথা ও মাওলানা এসমাইল ছাহেবের রচিত কেতাবের কথা একই হইতে পারে না, যদি উম্মি ও মুর্খ একই কথা হয়, তবে তাঁহাদের মতানুযায়ী হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আদম (আঃ), হজরত শিশ (আঃ), পীর হবিবে আজমি, ও পীর বাএজিত বাস্তামী (রাঃ) মুর্খ হইয়া যাইবেন (নোউ বাঃ)

মৌঃ সাহাবুদ্দীন ছাহেব উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছন;—

“পরের লিখিত ফতয়ার লেখক মহোদয় যে উপরের লিখিত ফতয়ার

মর্ম্ম ভালরূপ অনুসন্ধান না করিয়া স্বীয় ভ্রান্তি মূলক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ ক্রোধের বশবর্ত্তী হসয়া আপন অভিষয সিদ্ধির মানসে (কাফর বলিয়া ফতওয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য) ''কাবাহাত'' এই শব্দের দ্বারা তাঁহার প্রশ্নের ভিত্তি মজবুত করিয়াছেন ও কাবাহাতের সঙ্গে উম্মি বলাকে সঙ্কেতে প্রথম উত্তরকারীর দিকে অভিহিত করিয়াছেন, ইহা সুধু তাহর জালছাজি ও নফছের তাবেদারী ভিন্ন আর কিছুই নহে।''

আমাদের উত্তর

পরের ফতওয়া লেখক ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেন নাই বা ক্রোদের বসবর্ত্তী হন নাই, বরং তিনি মাওলানা এছমাইল ছাহেবের রচিত কেতাব ও প্রথম ফতওয়ার মর্ম্ম ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেশ বুঝিয়া পারিয়াছেন যে, মাওলানা এছমাইল ছাহেব হজরত ছৈয়দ ছাহেবকে হজরত নবি (আঃ) এর ন্যায় উম্মি বলিয়া এলমে লাদুন্নি প্রাপ্ত জাহেরি ও বাতেনী এলমের মহা আলেম এমাম; জামানার হাদি গওছ ইত্যাদি বলিয়াছেন, আর প্রথম ফৎওয়া লেখক তাঁহাকে মুর্খ (জহেল) বলিয়াছেন। এইরূপ আলেমে রব্বানি গওছে ছামদানি, হাদীয়ে জামান ও মোজাদ্দেদে দওরানকে মুর্খ বলাতে এল্ম ও আলেমের এহানত করা হইল কি না, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন। মাওলানা এসমাইল সাহেব হজরত সৈয়দ সাহেবকে মূর্খ বলেন নাই, আর যখন তাহাকে হজরত রাছুল (সাঃ) এর ন্যায় উম্মি বলিয়াছেন, তখন কারাহাতের (এহানাতের) সহিত তাঁহাকে উম্মি বলেননাই পক্ষান্তরে প্রথম ফতওয়া লেখক তাঁহাকে উম্মি বলেন নাই, বরং মাওলানা এসমাইল সাহেবের নাম লইয়া মিথ্যারূপে তাঁহাকে মুর্খ বলিয়াছেন। ইহা প্রথম লেখকের জালছাজি ও নফ্সের পয়রবি নহে কি?

আর ফতওয়া লেখক যেস্থলে মুর্খ লিখিয়াছেন, মৌলবী শাহাবদ্দীন সেই স্থলে উক্ত শব্দ না লিখিয়া উম্মি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার জালছাজি ও নফছের পয়রবি নহে কি?

আলমগিরি ৩/১৬৩ পৃষ্ঠা;—

ويخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او

فقيها من غير سبب ☆

“যদি কেহ কোন আলেম বা ফকিহ্‌কে বিনা কারনে গালি দেয় তবে তাঁহার উপর কোফরের আশঙ্কা করা যাইবে।”

বাহরোর-রায়েক, ৫/১২৩/১২৪ পৃষ্ঠা;—

ويخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او

فقيها من غير سبب من ابعض عالما من

غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر ☆

“যে ব্যক্তি কোন আলেম কিম্বা ফকিহ্‌কে বিনা কারণে গালি দেয়, তাহার উপর কোফরের আশঙ্কা করা যাইবে। যে ব্যক্তি বিনা স্পষ্ট কারণে কোন আলেমের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহার উপর কোফরের আশঙ্ক করা যাইবে।”

এইরূপ মাজমায়োল-আনহোরের ৬৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ফেক্‌হে আকবর;—

لا تك فى كفر من انكره فضلا عمن ابغضه

“ যে ব্যক্তি কোন আলেমকে এনকার করে, তাহার কাফের হওয়ার পক্ষে কোন সন্দেহ নাই, আর যে ব্যক্তি কোন আলেমের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ কের, সে ব্যক্তি কাফের হইবেই।”

আসবাহ আন্নাজায়ের;— اهانة العلماء كفر

“আলেমগণের এহানত (তুচ্ছ) করা কোফর।”

ফতওয়া লেখকের মানিত মাওলানা এছমাইল ছহেব যখন সৈয়দ ছাহেবকে অদ্বিতীয় এমাম, শরিয়ত ও তরিকতের এমাম ও জামানার হাদী

বলিয়াছেন, তাঁহাকে মুর্খ বলাতে কি হইবে, তাহা নিজে ফতয়ার সমর্থক ছাহেব বুঝুন।

মৌলবি সাহাবুদ্দিন ছাহেব উহার ৩/৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"আর যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রথম উত্তর কারী ছৈয়দ আহমদ ছাহেবকে প্রকারন্তরে উম্মি বলিয়াছেন তাহা হইলে যদি তাহার উক্তি দ্বারাই আলেমগণকে এহানত করা প্রমাণ হয় এবং এহনাতল-ওলামায়ে কোফরণ, এই কথার মর্ম্মানুযায়ী তাহাকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া যায়; তবে ছৈয়দ ছাহেবের প্রধান খলিফা মাওলানা ইসমাইল প্রথম নম্বরের কাফের বলিয়া সাব্যস্থ হইবেন। কারণ তিনি তাঁহার রচিত গ্রহন্থ ছেরাতল মোস্তাকিমের ২য় পৃষ্ঠায় আপন মোরশেদ ছৈয়দ আহমদের আত্মাকে সকল বিষয় জনাব রসুল মকবুল (ছাঃ) এর পরম পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে তুলোনা করিয়া হজরত (ছাঃ) এর ন্যায় ছৈয়দ সাহেবকে উম্মি বলিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

মাওলানা এসমাইল ছাহেব হজরত ছৈয়দ ছাহেবকে জনাব নবি (আঃ) এর ন্যায় উম্মি বলিয়া তাঁহাকে এল্‌মে-লাদুন্নি প্রাপ্ত জাহেরী ও বাতেনী এলমের মহা আলেম, শরিয়ত ও তরিকতের এমাম ও জামানার হাদী বলিয়া তাঁহার কারামত ও বোজর্গী প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে প্রথম ফৎওয়া লেখক তাঁহাকে হজরত নবি (সাঃ) এর ন্যায় উম্মি না বলিয়া মিথ্যাভাবে মাওলানা এসমাইল ছাহেবের দোহাই দিয়া মুর্খ (জাহেল) বলিয়াছেন, কাজেই ইনিও একজন আলেমে-রব্বানিকে গালি দিয়াছেন, তুচ্ছ (এহানত) করিয়াছেন; তাঁহার উপর এনকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছেন, এক্ষণে মৌলবি শাহাবুদ্দিন ছাহেব আলেমগণের এহানত করা কাফেরী বলিয়া স্বীকার করিলে, এই ফৎওয়া লেখক ছাহেবের উপর আরোপিত হইতে পারে কিনা, তাহা তিনি ন্যায়ভাবে দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল প্রাণে চিন্তা করিয়া দেখুন।

মৌলবি সাহাবুদ্দিন ছাহেব উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"বিশেষ পরিতাপের বিশয় এই যে, মুফতি ছাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া

প্রথম উত্তর কারীর প্রতি কাফেরের ব্যবস্থা দিতে যাইয়া সেচ্ছায় আপন দাদাপীরের প্রতি কাফেরের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

দ্বিতীয় ফৎওয়া দাতা, কাহারও নাম লইয়া বা প্রথম ফৎওয়া দাতা উল্লেখ করিয়া কাফেরী ফৎওয়া প্রকাশ করেন নাই, বরং তিনি বলিয়াছেন; তাঁহাকে (ছৈয়দ ছাহেবকে) যে ব্যক্তি জাহেল বলে, সে তাহার প্রতি এহনাত করে বলিয়া ‘‘এহানতল’’ ওলামায়ে কোফরণ, অর্থাৎ আলেমগণকে তুচ্ছ করা কাফেরী; এই উক্তির হুকুম অনুসারে কাফের’’ এক্ষণে মৌলবি ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি কোথায় দ্বিতীয় ফৎওয়া লেখক প্রথম ফৎওয়া লেখক, প্রথম ফৎওয়া লেখক বলিয়া কাফেরী ফৎওয়া জারি করিলেন? আপনি নিজেই ধরিয়া বাধিয়া এই ফৎওয়াটি তাহার উপর চালইতেছেন, সে যাহাই বুঝুক তাহাই করুক, কিন্তু মৌলানা এছমাইল বলেন নাই, কাজেই তাহার উপর এই কাফেরী ফৎওয়া আরোপিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় মাওলানা এছমাইল ছাহেব কর্ত্তৃক তরিকত শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই; তাহার মুরিদ বা মুরিদের মুরিদ কেহই নাই, কাজেই তিনি আমাদের দাদাপীর হইবেন কিরূপে? আমাদের দাদাপীর হজরত ছৈয়দ ছাহেব ছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য কথা, এক্ষেত্রে মাওলানা এছমাইল ছাহেবকে আমাদের দাদাপীর বলিয়া অভিহিত করা একেবারে জাল ও বাতীল কথা।

মৌলবি সাহাবুদ্দিন ছাহেব উক্ত কেতাবের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

‘‘এখন মুফতী ছাহেবের উত্তরে যে সমুদয় প্রমাণ উল্লেখ রহিয়াছে তাহার সমালোচনা করিতেছি। বিস্তর আলেম, যে ছৈয়দ ছাহেবের মুরিদ, ইহার দ্বারা জানা যায় যে, তিনি আলেম ছিলেন। মুফতি ছাহেবের এরূপ ধারণা অমুলক ও ভিত্তিহীন। কারণ ছৈয়দ আহমদের প্রধান খলিফার উক্তি দ্বারা উপরে প্রমাণ হইল যে তিনি উম্মি ছিলেন।

আমাদের উত্তর

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তাওয়রিখে-আজিবার ৮ পৃষ্ঠায় আছে,

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব ছৈয়দ সাহেবকে বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা আপনাকে কোন জাহেরী শিক্ষকের শিক্ষা ব্যতীত সমস্ত এল্ম ও হেকমত শিক্ষা দিবেন।

আরও মাওানা কারামত আলি সাহেব মোকাশাফাতে রহমত কেতাবের ২৫/২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন হজরত সৈয়দ সাহেব আলেমেরব্বানি ও মোজাদ্দেদ ছিলেন এবং তাহার হাদিস তফছির ও তরকিতের এল্মের ছেলছেলা হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজি সাহেবের সহিত মিলিত হয়, সাধারণ লোকে যে ধারনা করে যে সৈয়দ সাহেব বে-এলম ছিলেন ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা। হজরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেবের শিক্ষার বরকতে তাহার এল্মে বাতেনি ও এলমে-জাহেরী সমস্ত হাছেল হইয়াছিল।

মাওলানা এসমাইল সাহেব তাঁহাকে তরিকত ও শরিয়তের এমাম, অদ্বিতীয় এমাম, জামানার হাদী, গওছ ও হজরত নবি (ছাঃ) এর ন্যায় এল্মে লাদুন্নি প্রাপ্ত আলেম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চারি বা পাঁচ তরিকার উপযুক্ত কামেল মুর্শেদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আরও তাওয়ারিখে-আজিবার ১৮/২১/২২ পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ হইয়াছে যে, স্বয়ং মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব সৈয়দ সাহেবকে খেলাফতের পাগড়ি ও পিরহান পরিধান করাইয়া লোকদিগকে, বিশষতঃ তাঁহার খান্দানের লোকদিগকে মুরিদ করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। এই জন্য মাওলানা ইছহাক, মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মাওলানা আব্দুল হাই প্রভৃতি তাঁহার খান্দানের যাবতীয় লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন। যদি সৈয়দ সাহেব মূর্খ হইতেন, তবে তিনিকি এরূপ হুকুম করিতেন?

মক্কা শরিফের মুফতি শেখ মোহাম্মদ ওমার, তথাকার হানাফি মোছাল্লার এমাম শেখ মোস্তাফা মেরদাদ তথাকার ওয়াএজ শেখ শাতা মিছরি, তথাকার মোদার্রেছ শেখ মোহম্মদ আলি হিন্দি ও প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ শেক ওমার, তথাকার ওলিয়ে কামেল সৈয়দ আকিল ও সৈয়দ হামজা, মদিনা শরিফের মোদার্রেছ শেখ বোখারামি তথাকার গওছ খাজা আলমাছ, মাগরেবের বাদশাহের উজির হাফেজে হাদিস শেখ আহমদ বেনে ইদরিছ,

বলগারের একজন নামজাদা আলেম এবং আরবের জেদ্দা, হোদায়বিয়া, মোকা ইত্যাদি স্থানের বহু সহস্র আলেম ও আম লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, তাওয়ারিখে-আজিবা, ৬০/৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেই আলেমে রাব্বানি ও হাদিয়ে-জামান কি মুর্খ জাহেল হইতে পারেন? সহস্রাধিক হিন্দুস্থানের বড় বড় মাওলানা ও পীর যাঁহার কারামতধারি মুরিদ ছিলেন, যাঁহাদের অল্প সংখ্যক লোকের নামের তালিকা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তিনি কি মূর্খ হইতে পারেন?

কলিকাতা মাদ্রাসা হেড মৌলবি মাওলানা অজিহ্ সাহেব কাজি মাওলানা ফজলোর রহমান সাহেব, কাজি মাওলানা আব্দুল বারি সাহেব, হুগলীর মাওলানা রাসেদ সাহেব কলিকাতার মাওলানা হাফেজ জামালুদ্দিন সাহেব, মাওলানা হাফেজ হাতেম সাহেব, সুধারামের মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব, নওয়াখালির মাওলানা রমিজদ্দিন সাহেব ও চট্টগ্রামের মাওলানা সুফি নূর মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখ বিদ্বানগণ যাঁহার মুরিদ ছিলেন, তিনি কি মূর্খ হইতে পারেন?

লক্ষাধিক জ্বেন তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, তাওয়ারিখে অজিবা, ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইনি কি মূর্খ হইতে পরেন?

মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেব উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"সৈয়দ সাহেব যে রইছল আওলিয়া এই উপাধির দ্বারা বিখ্যাত তাঁহার এই খ্যাতি যে পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়া ও আলেমগণের নিকট নহে, বরঞ্চ তাঁহার মুরিদান ও অনুগামি ব্যক্তিগণের নিকট উক্ত উপাধির দ্বারা তিনি বিখ্যাত তাহা অতি প্রকাশ্য বিষয়। অতএব আপন মুরিদানের মধ্যে তিনি রইছল আউলিয়া কেন গওছ কোতব বলিয়া বিখ্যাত হইলেও তাঁহার গৌরবের বিষয় কি? এরূপ অনেক নিরক্ষর পীরগণও আপন মুরিদানের মধ্যে বড় দলের ওলী বলিয়া বিক্ষ্যাত আছেন।"

আমাদের উত্তর

লেখকের কথায় বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত ওলি ও আলেম কোন লোককে ওলী না বলিলে তিনি ওলি হইতে পারেন না। দ্বিতীয়, একজন

লোককে তাহার মুরিদগণ ওলী, গওছ ও কোতব বলিলে, গৌরবের বিষয় নহে, এবং তিনি ওলী, কোতব ও গওছ হইতে পারেন না। লেখক সাহেবের উপরোক্ত অভিনব মতানুসারে জগতের কোন লোক ওলি, গওছ ও কোতব হইতে পারেন না। কেননা এরূপ কোন গওছ, কোতব এবং ওলী জগতে নাই যিনি সর্ব্ববাদি সম্মত মতে গওছ, কোতব এবং ওলী হইতে পারিয়াছেন।

এমাম এবনে জওজি, পীরানপীর হজরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানির (কাঃ) উপর মহা দোষারোপ করিয়াছিলেন। মোছাল্লামোছ-ছবুতের টীকা, ৪৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আল্লামা আলি বেনে মোহাম্মদ কেরমানি পীরান পীর সাহেবের উপর নানা প্রকার দোষারোপ করিয়াছেন। ছয়ফোর-রব্বানি দ্রষ্টব্য।

শায়কে আকবর মহইউদ্দীন এবনে আরাবি একজন উচ্চ ধরণের ওলিয়েকামেল ছিলেন। এমাম এজ্জোদ্দীন বেনে আব্দুছ ছালাম তাঁহাকে বড় কাফের বলিয়াছেন। শামী পুরাতন ছাপা ৩/৪৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাহ অলি উল্লাহ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, তরিকতহীন ফকিহ্গণ এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দির উপর (কাঃ) দোষারোপ করিয়াছেন। মাওলানা আব্দুল হক্ দেহলবী তাঁহার উপর জারাহ করিয়াছিলেন।

রাশহাতেকা শেফির হাসিয়ায় মুদ্রিত রেছালায় শেখ মোরাদ ২৯/৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম গাজ্জালি ও কাজি এয়াজের ন্যায় বিশজন ওলি ও বিদ্বানকে হিংসুকেরা কাফের বলিয়াছে। কেতাবোল-জারাহ আত্তাকমিল, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম জাহাবি ও এবনে তায়ামিয়া ছুফি ও ওলিগণের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। আরফয়ে-অত্তাকমিল, ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এক্ষেত্রে লেখকের মতে উপরোক্ত ওলী পীরগণ ওলী হইতে পারেন না।

মৌলবি সাহাবুদ্দিন সাহেবের অভিনব ফৎওয়া অনুযায়ী কোন লোক আলেম, এমাম ও মোজতাহেদ হইতে পারেন না, কেননা জগতের সমস্ত আলেম একবাক্যে তাঁহাদের এমামত্ব, এজতেহাদ ও এলমের কথা স্বীকার

করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় তাহার শিষ্যগণ ব্যতীত অনেকে তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। এমাম আবুহানিফা, শফেয়ি, মালেক আহমদ বেনে হাম্বল, বোখারি মোসলেম, তেরমেজি, নাছয়ি খতিব দারকুৎনি, প্রভৃতি বিদ্বানগণের উপর তাহাদের শিষ্যগণ ব্যতীত অন্যেরা দোষারোপ করিয়াছেন। জামেয়োল-এলম ১৯৯-২০২, তাবাকতে কোবরা শাফেয়িয়া ২/৩৯, এবনে-খালকান ১/৪৪৭, তাবাকতে কোবরা শায়রানিয়া ২১১, সহিহ মোসলেম ২১, তাজকেরাতল-হোফ্যাজ ৩/২০০-২১১, মিজানোল এ'তেদাল ৩/১১৭ বোছতানোল-মোহাদ্দেছিন; ১১১ হেদায়ার টিকা, আয়নি ১/৭০৯ ও বোখারির টিকা, আয়নি ৩/৪২৪-৪২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৌলবি শাহাবুদ্দিন ছাহেবের মতানুযায়ী কোন পয়গম্বরের পয়গম্বরি প্রমাণ হওয়া সঙ্কট, কারণ জগতের সমস্থ লোক তাহাকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করে না। কেবল তাহার অনুগামীদল তাহাকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা গৌরবের বিষয় হইবে কিনা?

জনাব, আপনি বা আপনার সমর্থকগণ ভক্তগণের মধ্যে বড় দরের আলেম নামে অভিহিত, কিন্তু জগতের অন্যান্য স্থানের আলেমগণ আপনাদিগকে জানেন না, কাজেই আপনারা আলেমদলের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন কিনা?

জনাব, আপনি আসলে গলদ করিয়াছেন। এমাম আজম ছাহেবের বিপক্ষেরা তাহার উপর কত দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উপযুক্ত শিষ্যগণ তাহার নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া তাহাই ন্যায়পরায়ণ লোকদের নিকট জয়যুক্ত মত বলিয়া গৃহিত হইয়াছে। আমাদের হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক কত দোষারোপ করা হইয়াছে; কিন্তু তাহার উপযুক্ত সাহাবাগণ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানী সত্যান্বেষী দলের নিকট সাদরে গৃহিত হইয়াছে।

এইরূপ হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেব তাহার জামানার রইছোলআওলিয়া ছিলেন কিনা, তাহা তাহার উপযুক্ত মুরিদগণ কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইবে। ভক্ত মুরিদেরা তাহার অপূর্ব্ব কারামত দেখিয়া তাহার যোগ্যতার

পরিমান নির্ণয় করিতে পারেন। মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব, মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবকে বলিয়াছিলেন, ‘‘আমি সৈয়দ ছাহেবের পশ্চাতে সাহাবাগণের ন্যায় নামাজ পাঠ করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনে যাহা কিছু লাভ করিতে পারি নাই তাহা এই দুইরাকায়াত নামাজে লাভ করিয়াছি।

আরও তিনি বলিয়াছিলেন, ‘‘আমি অনেকের নিকট ফয়েজ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সৈয়দছাহেবের ন্যায় সতেজ ফয়েজ কাহারও নিকট প্রাপ্ত হই নাই।’’ ইহা কি তাহার রইছল আওলিয়া হওয়ার প্রমান নহে।

হজরত মাওলানা শাহ অব্দুল আজিজ ছাহেব নিজের বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহার খান্দানের মাওলানাগণকে ছৈয়দ ছাহেবের নিকট মুরিদ হইতে হুকুম করিয়াছিলেন, বরং ছৈয়দ ছাহেবের হজ্জে যাওয়ার পরে উক্ত মাওলানা ছাহেব তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়ার আকাঙ্খা করিয়াছিলেন, ইহা কি ছৈয়দছাহেবের রইছোল-আওলিয়া হওয়ার জ্বলন্ত প্রমান নহে?

মক্কা ও মদিনাশরিফের ওলি, গওছ, কোতব, মুফতি, মোদার্রেছ, ওয়াএজগণ কি জন্য ছৈয়দ ছাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন? হিন্দুস্থানের উপযুক্ত উপযুক্ত সহস্রাধিক আলেম ও তরিকতপন্থী লোক কিজন্য তাহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান আলেম ও পীর কিজন্য তাহার শিষ্যত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন?

এত সংখ্যক বড় বড় আলেম ও পীর মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ও মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবদ্বয়ের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ ইহা কি তাহার রইছোল-আওলিয়া হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নহে? শত সহস্র আলেম তাহার নিকট ফয়েজ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বঙ্গ আল্লাহতায়ালার জেকরে উন্মত্ত বুঝিতে ও সমস্ত দাএরার নূর প্রকাশিত দেখিতে পাইতেন, ইহা কি তাহার রইছোল-আওলিয়া হওয়ার চিহ্ন নহে?

শত শত ফাছেক গোনাহগার তাহার এক দৃষ্টিতে তওবা করিয়া দীনদার পরহেজগার হইয়া যাইত। শত শত রোগগ্রস্থ তাহার দোয়াতে রোগমুক্ত হইয়া যাইত। ইহা কি তাহার রইছোল-আওলিয়া হওয়ার প্রমাণ নহে?

নিরক্ষর পীর নিরক্ষর মুরিদগণের মধ্যে বড় দরের ওলি বলিয়া অভিহিত

হইতে পরেন; কিন্তু সহস্রাধিক বড় বড় আলেম ও ওলিগণের পীর, মুর্খ ব্যক্তি হইতে পারে না।

মৌলবী সাহাবুদ্দীন ছাহেবের উক্তি;—

“লা-মাজহাবি সম্প্রদায় ছৈয়দ ছাহেবকে মোজাদ্দেদ ও তাহাদের এমাম বলিয়া গণ্য করেন এবং মুরিদগণকে বয়য়াত করাইবার সময় তাহাদিগকে কাদেরী, চিশতি, নকশবন্দি, ফেরদৌসি, ছেলছেলা চতুষ্ঠয়ের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে ছৈয়দ আহমদের দল ভুক্ত করেন এবং তাহারা বলেন যে, ছৈয়দ আহমদ শেষ জামানায় এমাম মেহদীরূপে প্রকাশ হইবেন। লা-মজহাবীদিগের জিজ্ঞাসা করিলে, এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। এমন অবস্থায় ছৈয়দ ছাহেবকে রইছোল-আওলিয়া বাদে রইছোল লা-মাজহাব বলা উচিৎ কিনা?

আমাদের উত্তর

জনাব হজরত এমাম আজম ছাহেবকে মরজিয়া মতাবলম্বী গছছান কুফি, মরজিয়া বলিয়া প্রচার করিত, শরহে-মাওয়াকেফ, ৭৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি নজির হোছাএন ছাহেব মে'য়ারোলহককেতাবের প্রথমেই এমাম আজমকে নিজের এমাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এক্ষণে লেখকের মতে মাননীয় এমাম আজম ছাহেব মরজিয়া কিম্বা মজহাব বিদ্বেষিদিগের দল ভুক্ত হইবেন কিনা?

মজহাব বিদ্বেষীরা হজরত মৌলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেবকে নিজেদের মতাবলম্বী বলিয়া দাবী করেন; সেহাহ লেখক এমাম বোখারি মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণকে নিজেদের এমাম; নেতা ও স্বতাবলম্বী বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে মৌলবি শাহাবুদ্দিন ছাহেবের মতে তাহারা অহাবী হইবেন কিনা।

শিয়া, মরজিয়া, কাদরিয়া, জহমিয়া, খারেজি, মো'তাজেলা ইত্যাদি ভ্রান্ত দলেরা সকলেই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে পয়গম্বর বলিয়া দাবি

করেন,নিজেদিগকে মোহাম্মদী বলিয়া দাবী করেন, এক্ষণে আপনার মতে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) শিয়া, মরজিয়া, কাদরিয়া, জহমিয়া, খারেজি মো'তাজেলা ইত্যাদি হইবেন কি? তাঁহারা উক্ত হজরত (ছাঃ)কে নিজেদের পয়গম্বর বলিয়া দাবী করেন, আপনিও তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া মানিতে লজ্জা বোধ করিবেন না ত? জগতের সমস্ত পৌত্তলিক দল নিজ দিগকে আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, তাহাতে কি আপনি পৌত্তলিকতাকে খোদার প্রেরিত ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিবেন?

জনাব, জনাব হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ সাহেব খাঁটি হানাফি ছিলেন ও তাঁহার ত্রিশ লক্ষ হানাফি মুরিদ ছিল, এক্ষেত্রে যদি মজহাব বিদ্বেষি দল নিজেদিগকে তাঁহার তাবেদার বলিয়া দাবি করেন, তবে হজরত সৈয়দ ছাহেব কি জন্য অহাবি হইবেন? যদি কোন অহাবি তাঁহার নিকট মুরদ হইয়া থাকেন বা তাঁহার সঙ্গ অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে তিনি ওয়াবী হইবেন কেন? হজরত আলী (রাঃ) সঙ্গে কত রাফেজি শিয়ারা থাকিত এবং তাঁহার নিকট বয়য়ত করিয়াছিল, বরং জাল করিয়া বহু বাতীল কথাকে তাঁহার রেওয়াইয়াত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, শিয়াদের ওছুল-কাফি, ফরুয়ে-কাফি, নহজোলবালাগাত, তহজিবল-আহকাম, মোখতালাফোশ-শিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

মৌলবী শাহাবদ্দীন সাহেব উপরোক্ত ক্ষেত্রে হজরত আলি (রাঃ) কে শিয়া রাফিজি বলিবেন কি?

যদি হজরত সৈয়দ সাহেব অহাবি হইতেন, তবে মক্কা ও মদিনার গওছ, কোতব, ওলি, মোদার্রেছ, মুফতি, এমাম ও ওয়ায়েজগণ তাঁহার নিকট মুরিদ হইতেন না, হিন্দুস্তানের নামজাদা আলেমগণ তাঁহার নিকট মুরিদ হইতেন না, ও বঙ্গের বড় বড় নামজাদা মাওলানাগণ তাঁহার নিকট মুরিদ হইতেন না।

জনাব, যদি হজরত সৈয়দ সাহেব আহাবি হইতেন, তবে তাঁহার শিষ্য মাওলানা কারামত অলি সাহেব জৌনপুরি মাওলানা অজিহ সাহেব, মাওলানা ইছহাক সাহেব ও তাহার শিষ্যগণের শিষ্যগণ অদ্যবধি লামজহাবীদলের

প্রতিবাদ করিতে এত চেষ্টা করিলেন বা করিতেছেন কেন?

ছেরাতল মোস্তাকিম, ৬৯ পৃষ্ঠা;—

در اعمال اتباع مذاهب اربعه که رائج در تمام

اهل اسلام است بهتر و خوب است ☆

“কার্য্যকালাপে চারি মজহাবের তাবেদারী করা যাহা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে উৎকৃষ্ট ও ভাল।”

ইহা সৈয়দ সাহেবের মত। আর মজহাব বিদ্বেষিগণ চারি মজহাবের তাবেদারী করা শেরক বলিয়া থাকেন।

উক্ত কেতাবে চারি তরিকার জেক্‌র ও মোরাকাবার নিয়ম লিখিত আছে, উহা হজরত সৈয়দ সাহেবের মত। মজহাব বিদ্বেষীগণ ইহা বেদয়াত ইত্যাদিবলিয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, লা মজহাবী সম্প্রদায় কিছুতেই হজরত সৈয়দ সাহেবকে এমাম বলিয়া মানেন না বা এইরূপ দাবি করিতেও পারেন না।

জনাব, আপনার পৃষ্ঠপোষক গুরু, বেরিলি দলের মুরিদ, না দেওবন্দী মুরিদ? তিনি যে দলের মুরিদ বলিয়া আপনাকে অভিহিত করুন না কেন, তাঁহার নিকট আমাদের প্রশ্ন এই যে, অনেক দিবস হইতে বেরেলির দল দেওবন্দী দলকে কাফের বলিয়া অসিতেছেন, পক্ষান্তরে দেওবন্দী দল তাঁহাদিগকে বেদয়াতি, কাফের ইত্যাদি বলিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে তিনি বিপক্ষদলের ফৎওয়া অনুযায়ী কি হইবেন? লামজহাবীরা মুরিদ করার সময় আপনাদিগকে মোহাম্মদী বলেন, ইহার অর্থ তাহারা আব্দুল অহাব নেজদির পুত্র মোহাম্মাদের তাবেদার। আর সৈয়দ সাহেব তরিকতে হজরত নবি (সাঃ) এর কদমের উপর ছিলেন, এই জন্য তিনি নিজ তরিকাকে মোহাম্মদীয়া বলিতেন, ইহা কাদেরিয়া, চিস্তিয়া নকশ বন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া, শহর ওয়ারদিয়া ইত্যাদি তরিকা গুলির অন্তর্গত। কাজেই লামজহাবি দলের মোহম্মদি মজাহাবলম্বী হওয়ার দাবি এবং হজরত ছৈয়দ ছাহেবের

মোহাম্মদিয়া তরিকতাবলম্বী হওয়ার দাবি পৃথক পৃথক বিষয়। হজরত ছৈয়দ ছাহেবের মজহাব হানাফি এবং তাঁহার তরিকার নাম মহাম্মদিয়া। কাজেই মজহাব তরিকতকে, মৌলবি ছাহেবের একই ধারণা করা একেবারে বাতীল।

মৌলবি সাহবুদ্দিন ছাহেব আপনাকে মুসলমান বলিয়া থাকেন, আর আহবি, খারেজি ও রাফেযিরা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে উক্ত মৌলবি সাহেব অহাবি, খারেজি ও রাফেজি হইবেন কি?

মৌলবি সাহাবুদ্দিন সাহেবের উক্তি—

মুফতি সাহেব যে এহনাতোল ওলামায়ে কোফরণ এই উক্তিকে আপন দাবির প্রতি দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন, এস্থলে জিজ্ঞাসা করি, আলেমগণকে তাহাদিগের এলমের বিষয় এহনাত করা কোফর না তাহাদিগের মুর্খতার বিষয় এহনাত করা কোফর? কোন আলেমনাধারী মুর্খকে তাহার মুর্খতার বিষয় প্রকাশ করিলে যদি কাফের হইয়া যায়, তবে উল্লিখিত উক্তির বিপরীত এহানোলজোহালায়ে কোফরণ বলাই শুদ্ধ হইবে। যদি মানব সমাজে একজন মূর্খ বলিয়া প্রকাশ পায় ও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে মুর্খ বলিয়া প্রকাশ করে, তবে তাহার দ্বারা আলেমগণের এহানত হয় না আলেম সমাজের উচ্চ সম্মানের সীমা রক্ষা হয়।

আমাদের উত্তর

জনবা, আপনি, আপনার শিক্ষক ও আপনার শিক্ষকের শিক্ষক আলেম না মুর্খ? যদি আলেম হওয়ার দাবি করেন, তবে আপনার দাবি মতে দুনইয়ার সমস্ত আলেমের সার্টিফিকেট পেশ করেন, যদি তাহা পেশ করিতে না পারেন, তবে আপনার মুরিদেরা আপনাদের দলকে মুর্খ বলিবেন কিনা তাহা প্রচার করিয়া বাধিত করুন। সাহাবাগণ হইতে একাল পর্য্যন্ত যত আলেম গত হইয়া গিয়াছেন, যতক্ষণ অবধি তাহাদের আলেম হওয়া আপনি দুনইয়ার সমস্ত আলেমের সার্টিফিকেট দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে নিজ অভিনব ফৎওয়া অনুসারে মুর্খ বলিয়া বিজ্ঞাপন জারী করিবেন কি?

জনাব, বড় জোর কোন মাদ্রাসার হেড মৌলবির সার্টিফিকেটে আমাদের

দেশের আলেমগণ মুর্খতার কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নামের অধিকারী হইয়াছেন। আর হোজ্জাতোল্লাহে আলাল আলামিন, খাতেমোল-মোহাদ্দেছিন ও অল-মোফাছছেরিন মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেব ও পীরে তরিকত মাললানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব যাহাকে জাহেরী ও বাতেনী এলমের আলেম বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, আর আপনার মানিত পীর মাওলানা এসমাইল দাহেব যাহাকে শরিয়ত ও তরিকতের অদ্বিতীয় এমাম, জামানার হাদী (মোজাদ্দেদ গওছ কোতব বলেন, তিনিই কি আলেম নামধারী মুর্খ? আরব, হিন্দস্থান ও বঙ্গদেশের বড় বড় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাওলানা, আলেম, গওছ কোতব ও ওলি যাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, ৪০ সহস্র হিন্দু ইত্যাদি যাহার হস্তে মুসলমান হইয়াছেন, ত্রিশ লক্ষ মুসলমান যাহার হস্তে মুরিদ হইয়াছেন, কয়েক লক্ষ জ্বেন যাহার হস্তে বয়য়ত করিয়াছেন, বড় বড় পরিক্ষক আলেম যাঁহার সহিত তর্ক করিতে গিয়া নিরুত্তর হইয়াছেন হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের শত শত শেরক বেদয়াত যাহার ফুৎকারে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। এলম, নামাজ, রোজ, জোমা, জামায়াত, তারাবিহ, তাহাজ্জোদ, কোরবানি, মসজিদ ও মাদ্রাসা যাহার অছিলায় প্রচলিত ও স্থাপিত হইয়াছে, বহু কারামত যাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই কি আলেম নামধারী মুর্খ। এইরূপ আলেমে রাব্বানি ও গওছে ছামদানিকে মুর্খ বলিলে, যদি আলেমগণের এহানত করা না হয়, তবে এহানত কথাটি দুনইয়া হইতে মুছিয়া যাইবে।

জনাব এই হাদিসটি পড়িয়াছেন কি?

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন;—

من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب

“যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সহিত শত্রুতা করে, অমি যুদ্ধের জন্য তাহাকে সংবাদ দিয়াছি।”

জনাব, খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আলেমের কার্য্য নহে।

মৌলবী শাহাবদ্দীন ছাহেবের উক্তি;—

"আর যদি স্বীকার করা যায় কোন ব্যক্তি একজন আলেমকেই আপন অনুসন্ধান মতে জাহেল বলে এবং তাহার মুর্খতার প্রতি বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করে তথাপি আলেমগণের এহানত কিরূপে সাব্যস্ত হইতে পারে? এই মোটা কথাটা একজন মুর্খও বুঝিতে পারে।"

আমাদের উত্তর

এমাম আজম, শফেয়ী, মালেক, আহমদ, বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, বড় পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, পীর হজরত মইনদ্দীন চিস্তি, পীর হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলবী শাহবদ্দীন ও লেখকের ফতওয়া সমথক মৌলবী সাহেবগণকে যদি কোন ব্যক্তি নিজ অনুসন্ধান মতে জাহেল (মুর্খ) বলে এবং তাঁহাদের মুর্খতার প্রতি বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করে, তবে আলেমগণের এহানত করা হইবে কি না?

ছেরাতল মোস্তাকিম লিখিত নিম্নের কথাগুলি কি হজরত সৈয়দ ছাহেবের জাহেল (মুর্খ) হওয়া সম্বন্ধে আপনার বিশ্বস্ত প্রমাণ?

"সৈয়দ সাহেবের আত্মাকে রছুল মকবুল (ছাঃ) এর আত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে তুলনা করিয়া হজরত (ছাঃ) এর ন্যায় সৈয়দ সাহেবকে উম্মি বলিয়াছেন।"

জনবা সৈয়দ ছাহেব হজরতের ন্যায় উম্মি ছিলেন, এই জন্য যখন তাঁহাকে জাহেল মূর্খ বলা বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ হইল, তখন হজরত (ছাঃ) কে জাহেল মুর্খ বলিয়া দাবি করা আপনার ন্যায় পণ্ডিতের কার্য্যই বটে (নাজোঃ)। ছেরাতল-মোস্তাকিমে ইহার পূর্ব্বে সৈয়দ সাহেবকে অদ্বিতীয় এমাম, শরিয়ত ও তরিকতের এমাম ও জামানার হাদী বলা হইয়াছে জনাব ইহাতেও কি তাঁহার আলেম হওয়ার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ হইল না?

মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেবের উক্তি;—

সমুদ্বয় আলেমগণ যে সৈয়দ সাহেবকে বেলাএত ও এলমের জন্য তৌজিম করিয়া থাকেন, যদি জগতের সমুদ্বয় লোকের উদ্দেশ্য হয়, তবে কোনও অভিজ্ঞ আলেম স্বীকার করিবেন না। আর যদি তাঁহার মুরিদান

আলেমগণ বা লা-মজহাবি সমুদ্বয় আলেমগণ উদ্দেশ্য হয় তবে আলেম সমাজ স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি সৈয়দ আহ্মদ সাহেবের ছেলছেলা ভুক্ত কয়েকজন বাঙ্গালী আলেমের সুরে সুর মিশাইয়া তাঁহাকে আলেম না বলেন এবং লা-মজহাবিগণের দল ভুক্ত হইয়া তাঁহাকে আলেম এমাম মোজাদ্দেদ ও নেত বলিয়া স্বীকার না করেন তবে কি সে ব্যক্তি কাফের হইবে?

আমাদের উত্তর

“আপনার মতে দুনইয়ার কোন আলেম ও ওলি, আলেম ও অলী নহেন, যেহেতু আপনার মতে কেবল মুরিদানের ছার্টিফিকেট যথেষ্ঠ নহে, এক্ষেত্রে শরিয়ত ও তরিকতে জগতের কোন আলেমের আদেশ পালন করা জায়েজ হইবে না।

মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেব যখন ওয়াজ, ফৎওয়া ও তরিকত প্রচারে মফস্বলে বাহির হইবেন, তখন তাঁহার মুরিদগণ ছালাম জানাইয়া বলিবেন, হুজুর, আপনি যদি আলেম হন, তবে জগতের সমস্ত আলেমের নিকট হইতে ছার্টিফিকেট আনুন, আরযদি চিস্তিয়া তরিকার পীর হন, তবে জগতের সমস্ত ওলির নিকট হইতে আপনার পীরত্ত্বের দলীল আনুন, নচেৎ আপনাকে আলেম ও পীর বলিয়া মান্য করিব না, আপনার ফৎওয়া ফয়েজ গ্রহণ করিব না, কারণ আপনার পুস্তকে এরূপ মত লিখিত আছে। মৌলবী সাহেব এইরূপ বাতীল মত প্রচার করতঃ ইসলাম প্রচার হওয়া ধ্বংশ করার চেষ্টা করিয়াছেন।

জনাব, আপনি আলেমদিগের এহানত করার কি অর্থ গ্রহণ করেন? আপনি যাহাই অর্থ গ্রহণ করুন না কেন, দুনইয়া ইহতে আলেমগণের এহানত এই বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না, যেহেতুআপনার মতে দুনইয়াতে আলেম সপ্রমাণ হওয়া অসম্ভ। কাজেই ফকিহগণের “আলেমগণের এহানত করা কোফর,” এই মসলা প্রকাশ করা ফজুল হইয়াছে কিনা?

ফৎওয়া লেখকের কথা আপনি বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, নিরপেক্ষ পাঠক বুঝুন। “আরব, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশের দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন

আলেমে-রাব্বানি দল যাহারা শরিয়তকে তরিকতের সহিত মিলিইয়াছিলেন এবং প্রকৃত আলেম নামের উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, তাহার নিকট ফয়েজ বাতেনি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যে আলেমে-রাব্বানি ও প্রকৃত আলেম নামের অধিকারি ছিলেন, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এত অধিক সংখ্যক আলেমের একজন মুর্খ লোকের নিকট মুরিদ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। যে ব্যক্তি এইরূপ জ্বলন্ত প্রমাণে আলেম প্রমাণিত ওলিকে এহানত (তুচ্ছ) করিয়া জাহেল মুর্খ বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা ফকিহগণ বলিয়াছেন, আলেমগণের এহানত করা কাফেরি কার্য্য।" ইহাতে গেল ফৎওয়া লেখকের কথার মর্ম্ম। আর যদি কেহ হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ সাহেবের আলেমে রাব্বানি হওয়ার সংবাদ না জনিয়া বা ছেরাতোল-মোস্তাকিমের আদ্যন্ত এবারতের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মুর্খ বলিয়া থাকে, তবে কি হইবে, ইহার উত্তর দ্বিতীয় ফৎয়ায় লিখিত হয় নাই। কাজেই জ্বলন্ত প্রমাণে প্রমাণিত একজন আলেমে রাব্বানিকে তুচ্ছ করিয়া জাহেল বলিলে যে কাফের হইতে হয়, ইহা অতি সত্য ফৎওয়া যদি এই ফৎওয়া সত্য না হয়, তবে হানাফি ফকিহগণের ফৎওয়াই বাতীল হইয়া যাইবে।

মৌলবি সাহাবদ্দিন সাহেবের উক্তি;—

"ধিক এমন ব্যবস্থার প্রতি,আর শতধিক এমন ব্যবস্থাপকের জ্ঞানের প্রতি। ইহা যে নিত্যন্ত স্বার্থ বিজড়িত স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যবস্থা তাহা সর্ব্ব সাধারণে ও স্বীকার করিবেন। অতএব যখন প্রথম উত্তরকারীর প্রতি মুফতি সাহেবের কাফেরের ব্যবস্থা দেওয়া বাতেল বলিয়া প্রমাণ হইল এবং তাহার ক্রোধ হিংসা ও স্বার্থপরতা সাব্যস্ত হইল তখন তাহার কোফরের ব্যবস্থা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া দাড়াইবে এবং স্বাক্ষর কারিগণ ও মহরম না হইয়া বরং কিছু করিয়া অংশ পাইবেন। অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য যেন তাহারা স্ব স্ব ইমান ও নেকাহের নূতনত্ব সম্পাদন করেন এবং আপন আপন আকিদা হইতে তওবা করিয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হন। ইতি-

আমাদের উত্তর

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব সৈয়দ সাহেবকে জাহেরি ও বাতেনি এলমের আলেম বলিয়াছেন, আর হানফি ফকিহগণ আলেমগণের এহানত করা কাফেরি কার্য্য বলিয়াছেন, আর দ্বিতীয় ফৎওয়া লেখক বলিয়াছে, আলেমে-রাব্বানি সৈয়দ সাহেবকে এহানতের সহিত জাহেল বলিলে, কাফের হইতে হইবে। এক্ষণে আপনি মাওলানা শাহ অব্দুল আজিজ সাহেবের উপর ধিক্কার দিতেছেন, না হানফি ফকিহগণের উপর ধিক্কার দিতেছেন।

মাওলানা শাহ সাহেবের কথা স্বার্থ বিজড়িত স্বেচ্ছা প্রণোদিত না, হানফি ফকিহগণের কথা? তাঁহাদের মধ্যে কোন পক্ষের কথা বাতীল প্রমাণিত হইল? কোন পক্ষই বা ক্রোধ ও হিংসার বসবর্ত্তী হইলেন? কোন পক্ষের উপর কোফরের ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিবে? তাঁহাদের কোন পক্ষের তওবা করিয়া আকিদা ঠিক করিয়া লইতে বা ইমান ও নিকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে?

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব ও হানাফি ফকিহগণ এই উভয় দলের মতে যে কার্যটি কোফরের কার্য্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে ব্যক্তি কার্য্যকে হালাল জানে, সে ব্যক্তি অহাবি হইবে কিনা? তাহার ইমান ও নেকাহ দোহরাইতে হইবে কিনা তাহা সেই ব্যক্তি বুঝুন।

মাওলনা মোহাম্মদ আলি সাহেবের উক্তি;—

প্রথম উত্তরকারী প্রকাশ করিয়াছেন, মাওলানা এছমাইলের কেতাব দ্বারা জানা যায়, তিনি উম্মি ছিলেন। যদি মাওলানা এছমাইলের কেতাবের উক্ত বিষয় উল্লেখ না থাকে, তবে প্রতিবাদ কারীর পক্ষে প্রথম উত্তরকারীকে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা দোষারোপকারী বলিয়া প্রকাশ করতঃ তাহার উপর যে ব্যবস্থা হইতে পারে দেওয়া উচিত ছিল। আর যদি ঐরূপ তাহার কেতাবে উল্লেখ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে উক্ত কথার খণ্ডন করা কর্ত্তব্য ছিল। অথচ সেবিষয় কোনই উল্লেখ না করিয়া যে ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবকে উম্মি বলে তাহার প্রতি কাফেরের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে, প্রথম উত্তরকারী

কাফের সাব্যস্ত না হইয়া বরং মাওলানা এছমাইল কাফের প্রমাণিত হইয়াছেন, তাহা একজন মুর্খও বুঝিতে পারেন।

আমাদের উত্তর

আমাদের প্রীতিভাজন মাওলানা মোহাম্মদ আলি ছাহেব যে লামাকানি ছাহেবের ন্যায় ভ্রমজালে অবদ্ধ হইবেন ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মাওলানা· লিখিয়াছেন যে, প্রথম উত্তরকারী প্রকাশ করিয়াছেন, মাওলানা এসমাইলের কেতাব দ্বারা জানা যায় তিনি উম্মি ছিলেন। ইহা মাওলানার ভ্রান্তিমূলক কথা, কারন প্রথম উত্তরকারী লিখিয়াছেন যে, উক্ত কেতাবের দ্বারা বুঝা যায় যে, সৈয়দ ছাহেব মুর্খ ছিলেন। আরও হজরতের ন্যায় উম্মি মুর্খ এক কথা নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। মাওলানা এসমাইল সাহেবের কেতাবে বুঝা যায় যে, সৈয়দ সাহেব হজরত নবি (সাঃ) এর ন্যায় উম্মি অর্থাৎ এলমে-লাদুন্নি প্রাপ্ত আলেম, শরিয়ত ও তরিকতের এমাম, অদ্বিতীয় এমাম, জামানার হাদী ও ওলি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আর প্রথম উত্তরকারী ছেরাতল-মোস্তাকিমের দোহাই দিয়া মিথ্যা দোষারোপ করতঃ তাহাকে মুর্খ বলিয়াছেন, কাজেই মাওলানা এছমাইল ছাহেবের উপর কোফরের ফৎওয়া আরোপিত হইতে পারে না। তবে মিথ্যা দোষারোপকারী ও আলেম এহানত কারীর উপর কি ফৎওয়া হইবে তাহা মাওলানাই বলিবেন।

মাওলানার উক্তি;— ''হদিছ শরিফে উল্লেখ রহিয়াছে জনাব রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, ''বড়দলের অনুসরণ কর, যে ব্যক্তি বড়দল হইতে পৃথক হইবে সে দোজখে পড়িবে। ছোন্নত জামাতের আলেমগণ এই হাদিছের মিমাংসায় বলেন বড়দল ছোন্নত জামাত (হানিফী, শাফীই, মালেকী ও হাম্বলী) অতএব যে ব্যক্তি এই চারি মজহাব হইতে বাহির হইবে সে দোজখে পড়িবে। কিন্তু মুফতি সাহেব এই হদিসের যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা নিতান্তমুল্যবান তাহার বিশ্বাস জনাব রছুল মকবুল (ছাঃ) পূর্ব্বেই জানিয়া ছিলেন, আমার হেজরতের এগার শত বৎসরের পর হিন্দুস্থানের বেরেলী নামক স্থানে আমার বংশ ছৈয়দ আহমদ নামক একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাহার আত্মা সকল বিষয়ে আমার আত্মার মত হইবে এবং আমার ন্যায় তাহাকে

উম্মি হইয়াও আমার মত দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। বস্তুত যাহারা, তাহাকে বড় আলেম ও অলীগণের সর্দ্দার বলিবেন, তাহারাই বড় দল, অতএব ঐ বড় দলের অনুগামি হও। যাহারা উক্ত বড দলের অনুসরণ না করিয়া তাহকে উম্মি বলিবে সে দোজখে পড়িবে। মুফতি সাহেবের এই ভাবপূর্ণ মীমাংসা শ্রবণে একজন মুর্খ ও কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারে?

আমাদের উত্তর

দ্বিতীয় উত্তরকারির কথার মর্ম্ম এই যে, হজরত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বড় জাময়া'তের পথ ত্যাগ করিবে, সে ব্যক্তি দোজখে পড়িবে।'' আর আরব, হিন্দুস্তান ও বঙ্গ দেশের বড় জামায়াত হজরত ছৈয়দ ছাহেবকে ওলি ও আলেমে রাব্বানি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে যে ব্যক্তি এহানত করিয়া জাহেল বলে, সে ব্যক্তি ভ্রান্ত (গোমরাহ) হইবে, আর গোমরাহ ব্যক্তি দোজখে পড়িবে, ইহা অতি সত্য কথা। ইহাত গেল দ্বিতীয় উত্তরাধিকারীর কথা, কিন্তু মাওলানামোহাম্মদ আলি ছাহেব গড়িয়া পিটিয়া ঠিক ইহার বিপরিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা হজরত ছৈয়দ সাহেবকে ওলি শ্রেষ্ঠ ও বড় আলেম বলিবেন তাঁহারাই বড় জামায়াত হইবেন। হজরত ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিলেন, ইহা দ্বিতীয় উত্তর কারির বিশ্বাস। আমারা বলি, দ্বিতীয় উত্তর কারি এইরূপ বলেন নাই বা তাঁহার কথার এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হইতে পারে না।

জানব, আপনার ও তাহা ইহলে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, হজরত (ছাঃ) পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, এত এত শতাব্দীতে চারিজন এমাম জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা চারিটি মজহাব প্রকাশ করিবেন, যাঁহারা উক্ত চারি মজাহাব মান্য করিবেন, তাঁহারাই বড় জামায়া'ত হইবেন, আর যাহারা তাঁহাদিগকে এমাম বলিয়া তাঁহাদের কোন একজনার মজাহাব গ্রহণ না করিবেন, তাহারা দোজখে পড়িবেন, আপনার এই ভাবপূর্ণ মীমাংসা শ্রবণে আমাদিগকে জনাবের ধন্যবাদ দিতে হইবে কি?

জনাব, এ দেশের লোক যে কলিকাতা মাদ্রাসায় আলিয়াতে শিক্ষা

লাভ করিয়া আলেমনামের অধিকারী হইয়া থাকেন, সেই মাদ্রাসায় আলিয়ার মোদারেছগণের একখানা মুদ্রিত ফৎওয়ার আংশিক অনুবাদ লিখিয়া আপনাকে উপহার দিতেছি। ফাৎওয়াটি ইজাহোল নামক কেতাবে ১৭/১৮/২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

প্রশ্ন;- এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব সৈয়দ আহমদ ছাহেব মরহুম যিনি মাওলানা কারামত আলি মরহুম মগফুরের মোর্শেদ ছিলেন, মোহাম্মাদী আহাবী ছিলেন। আর এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব আমিরোল মো'মেনিন মাওলানা গাজী সৈয়দ আহমদ ছাহেব খাঁটি হানাফী ছিলেন, তিনি কিছুতেই লামজহাবী ছিলেন না।

উত্তর;- মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব, ছালেক ও ওলিদিগের নেতা ছিলেন। তিনি সুন্নত জামায়াত ভুক্ত ছিলেন, চারি মজহাব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মলফুজাত হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহার শিষ্য মাওলানা কারামত আলী সাহেব কুওয়াতোল ইমান ও নছিমোল-হারামাএনের অহাবি-লামজহাবিদিগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আরব, আজম, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার জাহেরী ও বাতেনি কামালাতে পূর্ণ বড় বড় অদ্বিতীয় আলেমগণ যাহাদের দ্বারাশেরক বেদয়াত দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা উক্ত ছৈয়দ সাহেবের মুরিদ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মাজহাবালম্বী ছিলেন। আর হজরত সৈয়দ সাহেব, হজরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেবের খাস শিষ্য ছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ তরিকত ও শরিয়তের হাদী, শহিদ, রাছুল (ছাঃ) এর বংশধর ও কামেল মোর্শেদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি গোনাহগার, বদকার, মিথ্যাবাদ ও অপবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নাহে। যে ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত, সত্যপথ ভ্রষ্ট।

সৈয়দ আব্দুল রশিদ।

(ষষ্ঠ মোদাররেছ মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)।

বিচক্ষণ মুফতি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য, সৈয়দ ছাহেবের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ধারণা করা ভ্রান্তি ও (গোমরাহি)

মোহাম্মাদ আব্দুল গনি।

চতুর্থ মোদাররেছ মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা।

আল্লাহতায়ালা জানাব ছৈয়দ আহমদ রহমতুল্লাহে আলায়হের দ্বারা বহু মুসলমানকে বেদয়াত হইতে মুক্ত করিয়া উজ্বল ছুন্নতের দিকে হেদায়েত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাওলানা ক্বারী হাফেজ হাজী কারামত আলী জৌনপুরী, দ্বতীয় হাফেজহাজী গাজী মাওলানা জামালদ্দিন ছাহেব ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিবে এবং তাঁহাদের হেদায়েতের প্রতি এনকার করিবে, সে ব্যক্তি মেধাহীন ও গোমরাহ এবং হেদায়েত ও সত্য পথ ভ্রষ্ট।

মোহাম্মাদ এছমাইল।

(অষ্টম মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

দীনদারগণের শিরোভূষণ পরহেজগারগণের অগ্রনী, প্রবীণ হাদী শ্রেণীর আদর্শ, প্রবীণ ওলিগণের নেতা সৈয়দ আহমদ (রঃ) হানাফী ধর্ম্মভীরু, অলিউল্লাহ ও উজ্জ্বল শরিয়তের আলেম ছিলেন, ছোট বড় সকলেই তাঁহা কর্ত্তৃক সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাঁহার হেদাএত গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি তরিকত ও শরিয়তের নিগূঢ় তত্ব অবগত হইয়াছে।”

আহমাদুল্লাহ।

(সপ্তম মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

জনাব সৈয়দ আহমদ ছাহেব ও জানব মাওলানা কারামত আলি ছাহেব ধর্ম্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন; তিনি অহাবী ছিলেন না।

মোহাম্মাদ আশরাফ।

(নবম মোদাররেছ মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

আলি জনাব মাআলি আলকব, জাহেরী, বাতেনী কামালাতের (এলমের) অধিকারী, দিনি ও দুনিয়াবি গুনাবলীর ভাণ্ডার বেদয়াত ধ্বংসকারী, শরিয়ত প্রচারক, জামানার গওছ, জামানার অদ্বিতীয় ও আল্লাহ তায়ালা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত, জনাব হজরত সৈয়দ আহমদ (কাঃ) ছুন্নি হানাফী ছিলেন, তাঁহার খলিফা আলেমে রাব্বানি ও অদ্বিতীয় ফজেল জনাব মৌলবী কারামত আলি মরহুম মগফুর ছাহেব ও হানাফী মাজহাবাবলম্বী ছিলেন। কখন ও কেহ যেন উক্ত দুই বোজর্গের সম্বন্ধে বাতীল ধারণা না করেন।

বেলায়েত হোছাএন।

(দ্বিতীয় মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

জনাব হজরত অলিগণের শিরোভূষণ সৈয়দ আহমদ (কোঃ) বড় দরের অলি ও হানাফী মজহাবাবলম্বী ছিলেন, এই সমূজ্জল সূর্য্য দ্বারা একটি জগৎ আলোকময় হইয়াছে, যে কেহ তাঁহার দুর্ণাম ও অপবাদ করে; সে ব্যক্তি গোমরাহ্ (ভ্রান্ত) ও ভ্রান্তকারী, অপবাদ কারিকে এইরূপ কুধারণা হইতে তওবা করা উচিত।

গোলম ছোলায়মানী আব্বাছি।

(চতুর্থ মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

জনাব সৈয়দ আহমদ ছাহেব মরহুম ও মৌলবী কারামত আলি মরহুম অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন, বহু সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গলাভে সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ যেন কিছুতেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ না করেন, নচেৎ নিজের ক্ষতি সাধন করিবে।

ছায়াদত হোছাএন

(তৃতীয় মোদাররেস, মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

ছালেকদিগের অগ্রণী ও ওলিগণের নেতা হজরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ রহমতুল্লাহে আলায়হেকে অহাবী বলা একেবারে মিথ্যা অপবাদ, দীনের বোজর্গগণের দুর্ণাম ও অপবাদ করা অন্যায় আচরণ ও গোমরাহি। হজরত মাওলানা যে বড় দরের অলি ছিলেন, ইহা অতি প্রকাশ্য ও জলন্ত সত্য কথা, প্রবীণ প্রবীণ আলেম ও ফকিহগণ তাঁহার অনুসরণ (তাবেদার) করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত কথার প্রকাশ্য ও অকাট্য দলীল)।

আহমদ

প্রথম মোদাররেছ, উক্ত মাদ্রাসা।

কলিকাতার নিম্নোক্ত আলেমগণ উক্ত ফৎওয়ার সমর্থন করিয়াছেন;—

উত্তর বিনা সন্দেহে সত্য, যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত দাবি করে, সে ব্যক্তি উন্মাদ কিম্বা মুর্খ, এইরূপ উন্মাদ ও মুর্খের কথা গ্রাহ্য ও ধর্ত্তব্য নহে।

আহমদ-বেনে-মুচা মিস্ত্রি

(কলিকাতার হাজি জাকেরিয়ার মসজিদের এমাম)

উক্ত উত্তর সত্য, ইহার বিপরিত কথা অগ্রাহ্য।

আব্দুর রহমান,
উক্ত মসজিদের মোদাররেছ।

উত্তর ঠিক হইয়াছে।

মহাম্মদ আব্দুছ শুকুর।
কাজি, তালতলাবাজার কলিকাতা।

যে ব্যক্তি জামানার অলি ও জামানার আলেমগণের নেতা হজরত ছৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহে আলায়হের প্রতি দোষারোপ করে সে ব্যক্তির ভ্রান্ত ও ভ্রান্ত কারী হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। বোজর্গ লোকদের সম্বন্ধে বে-আদবি পূর্ণ ও অনুপযুক্ত কথা বলা খোদাতায়ালার অনুগ্রহ লাভ, হইতে বঞ্চিত থাকার কারণ।

আব্দুল খালেক
কাজি; শিয়ালদহ, কলিকাতা।

হজরত ছৈয়দ সাহেব ও মাওলানা কারামত আলি বিনা সন্দেহে আল্লাহতায়ালার ওলি ছিলেন, আহাবিদের প্রতিবাদ করিতেন। তাছাওয়াফে অদ্বিতীয় আলেম, মোহদ্দেছ, তফছির তত্ত্ববিদ ও পরহেজগার ছিলেন। সহস্র সহস্র সুন্নিদিগের নেতা এবং বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মোহাম্মদ আজিজর রহমান
কলিকাতা চাঁদনি বাজারের মসজিদের এমাম।

নছিরদ্দিন
ধর্ম্মতলা মসজিদের এমাম।

বেদয়াত ধ্বংসকারী, গোমরাহি নাশক, মাওলানা হজরত ছৈয়দ আহমদ ছাহেব একজন আলেম, কাশফ শক্তি সম্পন্ন উচ্চ দরের ওলি ছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার উপর দোষারোপ করে সে ব্যক্তি সত্যপথ ত্যাগকরতঃ গোমরাহিতে নিমর্জ্জিত হইয়াছে।

ছিদ্দিক আহমদ
বর্ত্তমান হুগলী মাদ্রাসার মোদার্রেছ।

আমি তারিখে আহাদী কেতব পাঠ করিয়াছি, উক্ত কেতাবে আওলিয়া কুল তিলক অলিয়ে কামেল মাওলানা গাজি ছৈয়দ আহমদ ছাহেবের জীবনী লিখিত হইয়াছে। আমি তাঁহার উজ্জ্বল গুণাবলী ও মনোরম চরিত্র অবগত হইয়াছি এবং নিশ্চিত ভাবে বুঝিয়াছি যে, তিনি হানাফি প্রবীন আলেম ছিলেন, তিনি হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ ছাহেবের নিকট হইতে এলম শিক্ষা করিয়া ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কোন এনকারকারী উক্ত কেতাব খানি পাঠ করে, তবে নিজ এনকার হইতে তওবা করিবে।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান।
প্রফেসার রিপন কলেজ।

অদ্য সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, শেয করিলাম। আবশ্যক হইলে মারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।—ইতি—

খাদেমল ইসলাম
রুহল আমিন

❖ কেতাব পাইবার ঠিকানা ❖

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
মাজেদিয়া লাইব্রেরী
সাং-মাওলানাবাগ ★ পোঃ-বসিরহাট
জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা
ফোন নং-(০৩২১৭) ২৬৮-০৮১, মোবাইল-৯৪৩৪৩০০৯৫৭

ভারতের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

❀ আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি ❀

❖ পথ নির্দেশ ❖

বাসযোগে ঃ— কলিকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন-১৮ বাসযোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে ঃ— শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।